ঋষি বাক্য-

প্রভুপাদ শ্রীমৎ প্রাণকিশোর গোস্বামী

গীতাজয়ন্তী

প্রকাশক—শ্রীবিনোদকিশোর গোস্বামী
প্রিণ্টার—শ্রীরাধাগোবিন্দ বসাক
শ্রীকান্ত প্রেস
৭৫, বৈঠকখানা রোড, কলি-৯

প্রাপ্তিস্থান
মানস প্রয়াগ কার্য্যালয়
২৪।এ, দুর্গাচরণ মুখার্জী ষ্ট্রীট,
বাগবাজার কলিকাতা-৩

প্রাণকিশোর গোস্বামীর অন্যান্য বই—

গল্পে ভাগবত
জ্ঞানেশ্বরী
প্রভু অতুলকৃষ্ণ
শত শ্লোকী ভাগবত
ভাগবত প্রবেশ
সন্ধানীর সাধুসঙ্গ
ভক্তচরিত্র
উপদেশ ও শিক্ষা
ভক্তি রত্ন হার
ভাগবত জয়ন্তী
(গীতবিচিত্রা)
ইত্যাদি

পরিচয়

জ্ঞান অনন্ত—বিজ্ঞানী গণনাতীত। অতীত ইতিহাসেই ভবিষ্যতের ভিত্তি রচনা। সত্যই অবলম্বন। নিত্য চিরন্তন বিরাট সত্তার দর্শনে ঋষিত্ব। মনোবিজ্ঞানের অনুসন্ধেয় পরম রহস্যের মৌন মননেই মুনির মুনিত্ব। ভারততীর্থে মুনিঋষির আশ্রমে কত জিজ্ঞাসুর অফুরন্ত জিজ্ঞাসার সমাধান হইয়াছে! উপনিষৎ—পুরাণ—ভাগবত তাহার কিঞ্চিন্মাত্র দিগ্‌দর্শন করিয়াছে। বিশ্ববিস্ময় ভারতীয় জ্ঞানভাণ্ডার জনহৃদয়ে পরমানন্দময়ের মধুর সত্তার সন্ধান ওপরমার্থ চিন্তায় জড়ভোগ বাসনাকে ত্যাগের শিক্ষা দিয়াছে। শান্তি, মৈত্রী, অহিংসার চেতনায় উদ্বুদ্ধ করিয়া মানব সমাজকে পশুভাবেব বিলোপ সাধনায় প্রবৃত্ত করিয়াছে—ভারতের সাধকসম্প্রদায়। বিভিন্নকালে ও পরিবেশে আবির্ভূত হইলেও ইঁহাদের মানস-ক্ষেত্র ভূমানন্দের অভীপ্সায় সমুন্নত। জীবন-যাত্রার নিয়ন্ত্রিত ক্ষুধা-তৃষ্ণার বহু উর্দ্ধে ইঁহাদের জাগ্রত মনের চিদানন্দ ক্ষুধা। ইঁহাদের কর্ম্ম পরমেশ্বরানুগৃহীত অতএব বিশ্বকল্যাণ হেতুক। ইঁহাদের জীবন পরানন্দসংস্থিত তাই উহা চিরমধুর। ইঁহাদের কর্ম্ম সত্যপ্রতিষ্ঠ অতএব সনাতন। সেই আর্য্যমনের ভাবনার সঙ্গে অতি সরলভাবে আমাদের প্রাণের তন্ত্রী বাঁধিয়া লইতে সমর্থ হইলে অবশ্যই আমাদের ইহলোক পরলোকে কর্ম্মে, ধর্ম্মে ও বিশ্বাসে পরমমঙ্গল সংসাধিত হইবে। অফুরন্ত ইঁহাদের বাণী হইতে মাত্র কয়েকটি সংগ্রহ করিয়া এবার আপনাদিগকে ভেট দেওয়া হইল। আমাদের সমাজ সংগঠনে নবচেতনা জাগ্রত একথা অনস্বীকার্য্য কিন্তু বিরাট ভাবনার অন্তরালে বাসনার খরস্রোত প্রবাহিত হইয়া যেন প্রীতিতটে চোরাবালির সৃষ্টি না করে। মানুষ যেন স্বার্থান্ধ ও ভোগ-সর্ব্বস্ব হইয়া জীবনের পরমসম্পৎ সত্য, সরলতা, পরোপকার ভুলিয়া

না যায়। দেবতার ভূমিতে পশুর তাণ্ডব—ত্যাগের যজ্ঞে ভোগের বিলাস—অধ্যাত্ম ভাবনায় আত্মপ্রতারণা—ন্যায়ের মুখোসে অনীতির অগ্রগতি—শিক্ষার বাহনে অশিষ্টের জয় কোনোমতেই সমর্থন লাভ করিতে পারে না। যে সকল মহামুনি জ্ঞানী বহু প্রাচীনকাল হইতে মানুষের জীবন লইয়া নানাভাবে পরীক্ষা করিয়া তাঁহাদের সুচিন্তিত অভিমত পুরাণ সংহিতায় সংগৃহীত করিয়া রাখিয়াছেন উহা অবিচারে উপেক্ষা করা কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তির অভিমত হইতে পারে না। পরিস্থিতির পরিণতি লক্ষ্য করিয়া সেই পরীক্ষিত সত্যসঙ্কেত গ্রহণ করাই আমাদের কর্ত্তব্য। ঋষিগণের সকলকার না হইলেও যাঁহাদের জীবন-কথার দুচারটি সংবাদ সংগ্রহ করা হইয়াছে। উপনিষদ ও পুরাণে ইহাদের সম্বন্ধে বিক্ষিপ্তভাবে যে সকল কথা পাওয়া যায় উহা হইতে সামগ্রিকভাবে তাঁহাদের জীবন-কথা বর্ণনা করা একটি বিরাট ব্যাপার। এ জাতীয় প্রচেষ্টার কথা কোনো সংস্কৃতিমূলক প্রতিষ্ঠান যদি গোষ্ঠীবদ্ধভাবে চিন্তা করেন তাহাহইলে বহুজনের সম্মিলিত সাধনায়ই উহা রূপ পরিগ্রহ করিতে পারে। এজন্য নিয়মানুযায়ী গবেষণার প্রয়োজন বিশেষভাবে উপলব্ধি করিয়াছি।

এই গ্রন্থ প্রকাশে মানসপ্রয়াগের যে সকল সভ্য আমাকে বিশেষ উৎসাহিত করিয়াছেন। আমি ভগবানের পাদপদ্মে তাহাদের মঙ্গল কামনা করি। নানা কারণে যে সব ত্রুটি রহিয়া গেল পাঠকগণ সে জন্য আমাকে ক্ষমা করিবেন।

গীতা জয়ন্তী
১৩৬৩ সন

বিনীত
"গ্রন্থকার"

এই গ্রন্থ ২৪।এনং দুর্গাচরণ মুখার্জী ষ্ট্রীটস্থ 'মানস প্রয়াগের' অন্যতম সভ্য পরলোকগত নরেন্দ্রনাথ দে মহাশয়ের স্মৃতি রক্ষার নিমিত্ত ১৯নং হরলাল মিত্র ষ্ট্রীট নিবাসি পরম কল্যাণভাজন শ্রীমান জ্ঞানেন্দ্রনাথ মহাশয়ের প্রদত্ত অর্থ সাহায্যে প্রকাশিত হইল।

স্মরণীয় নাম

বিষয়	পৃষ্ঠা

ঋষি বাক্য

—:০:—

দেবর্ষি নারদ

ব্রহ্মলোকে কিন্নরকণ্ঠে মধুর সঙ্গীতে ভগবানের মহিমা কীর্ত্তিত হইতেছে। সভায় দেবতা ও মুনিগণ সকলেই মুগ্ধ। তাঁহারা ভগবৎ সঙ্গীত শ্রবণ করিতেছেন। এমন সময় সভায় প্রবেশ করেন রূপগর্ব্বে গর্ব্বিত বহুরামাপরিবৃত গন্ধর্ব উপবর্হণ। তাহার হাব ভাব মোটেই দেবসভার কাহারও ভাল লাগে নাই। সভা একটু চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। ব্রহ্মা এই অবস্থা লক্ষ্য করিয়া গন্ধর্ব উপবর্হণকে অভিশাপ দিয়া বলিলেন, তুমি দেবসভায় অবস্থানের যোগ্য নও। তুমি মর্ত্ত্যলোকে মানুষ হইয়া হীনকুলে জন্মগ্রহণ কর।

অভিশাপগ্রস্ত গন্ধর্ব দাসীপুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। নারদ নিজের পূর্ব্বজীবনবৃত্তান্ত বেদব্যাসের নিকট বলেন অকপট ভাবে। বর্ণনাটি লক্ষ্য করুন—বেদব্যাস, মহাপুরুষের ক্রোধও জীবের মঙ্গলের নিমিত্ত হইয়া থাকে। অভিশপ্ত জীবনে আমার মাতা ছিলেন বেদবাদী সাধনাসম্পন্ন সাধুগণের সেবাচারিণী দাসী। আমি ভিন্ন মায়ের আপনার বলিতে আর কেহ ছিল না। বহু সাধু এক সময় বর্ষাঋতু-সমাগমে চাতুর্মাস্য ব্রত করিবেন বলিয়া একটি আশ্রমে অবস্থান করিতে ছিলেন। মাতা যথাসাধ্য তাহাদের আশ্রমে থাকিয়া সেবার সমস্ত

কার্য করিতেছিলেন। আমার তখন মাত্র পাঁচ বৎসর বয়স। মাতার সঙ্গে সঙ্গে আমিও কিছু কিছু সেবার কাজ করিতাম। সাধুরা আমাকে স্নেহ করিতেন। বালক হইলেও আমি চঞ্চল ছিলাম না। আমি অতি হীন হইলেও সেই সব সাধুদের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিয়া ক্রমশ আমার হৃদয়ের সব পাপ দূর হইয়া গেল। আমার চিত্ত শুদ্ধ হইয়া ক্রমশ সেই সাধুমুখে ভগবৎকথা শ্রবণে রুচির উদয় হইল। কার্ত্তিক মাসের শেষ চাতুর্মাস্য ব্রত পূর্ণ হইল। সাধুরা অন্যত্র চলিয়া গেলেন। যাইবার সময় কিন্তু আমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে ভগবানের আরাধনার মন্ত্র উপদেশ করিলেন। কিভাবে তাঁহাকে ধ্যান চিন্তা করিলে তিনি দেখা দিবেন তাহাও বলিয়া গেলেন।

কিছুদিন পরের কথা। মাতা রাত্রিকালে সর্পদংশনে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। তখন আমার আপনার বলিতে আর কেহ রহিল না। আমি তখন উন্মাদের মত আকুল প্রাণে ভগবানের দর্শনের জন্য সাধনায় প্রবৃত্ত হইলাম। লোকালয় হইতে অনেক দূরে এক সরোবর, তার কাছেই বৃক্ষমূলে আমার সাধনা আরম্ভ হইল। উৎকণ্ঠায় প্রাণ ভরিয়া উঠিল নেত্রে জল, গাত্রে পুলক। ধীরে ধীরে যেন ধ্যানের মূর্ত্তি ভগবান আমার প্রাণের মন্দিরে দর্শন দান করিলেন। আমি ভাল করিয়া দেখিয়া বুঝিয়া লইবার চেষ্টা করিতেই সেই আনন্দমূর্ত্তি অন্তর্হিত হইল। তখন অদর্শন-বেদনার তীব্রতায় আমি উচ্চস্বরে ক্রন্দন করিয়া বনভূমি প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিলাম। হঠাৎ যেন কাহার আশ্বাস বাণী আকাশে শুনা গেল। সেই ধ্বনি বলিতেছে—ওহে বালক, এই দেহে এই জন্মে তুমি আর আমাকে দেখিতে পাইবে না। যাহাদের দেহ মন সর্ব্বতোভাবে পবিত্র না হয় তাহাদের কাছে আমার দর্শন দুর্লভ। একবার তোমাকে দর্শন দিয়াছি, উহা আমার কৃপা বলিয়া মনে রাখিও। এই কৃপার কথা তোমার মনে লাগিয়া থাকুক। জীবনের সাধনা চলুক চিরদিন।

আমি সেই আকাশবাণী শুনিয়া তাঁহার উদ্দেশ্যে প্রণাম করিলাম। অধিকতর আগ্রহে চলিল আমার সাধনা। কিছুদিন পর আমার দেহান্ত হইল। তখন ভগবৎস্মরণের ফলে আমি লোকপিতামহ ব্রহ্মার সঙ্গে একীভূত ভাবে রহিলাম পরবর্ত্তী জীবনের প্রতীক্ষায়।

নবসৃষ্টির প্রারম্ভেই ব্রহ্মার মানসপুত্ররূপে দেবর্ষি নারদ নামে আমার আবির্ভাব। কৃপাবারিধি ভগবান যাহাকে ভক্তিদান করিতে ইচ্ছা করেন দেবর্ষির করুণার মাধ্যমে তাহার ভক্তি লাভ হয়।

প্রহ্লাদের মাতা কয়াধুকে নিজের আশ্রমে রাখিয়া প্রহ্লাদের উদ্দেশ্যে গর্ভধারিণীকে তিনি ভক্তির উপদেশ দান করেন।

বিমাতার বাক্যবাণে বিদ্ধ ধ্রুব তপস্যার জন্য বনের পথে বাহির হইলে দেবর্ষি নারদই তাহাকে যথোপযুক্ত উপদেশ ও মন্ত্রদান করিয়া সাধনায় প্রবৃত্ত করেন।

প্রজাপতি দক্ষের হর্য্যশ্ব নামক দশ সহস্র পুত্রকে দেবর্ষি উপদেশ দ্বারা বৈরাগ্যের পথে চালিত করেন। ইহার পরও শবলাশ্ব নামক সহস্র পুত্রকে ভগবৎভক্তির পথে প্রবর্ত্তিত করেন। ইহার ফলে দক্ষ প্রজাপতি দেবর্ষিকে অভিশাপ দিয়া বলেন—তুমি একস্থানে স্থির হইয়া থাকিতে পারিবে না। এই অভিশাপ দেবর্ষির "শাপে বর" হইল। তিনি সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিয়া অবাধে ভক্তি প্রচার করিতে লাগিলেন। তিনি বলেন—ব্রত কি? তাহা শুন—

অহিংসা সত্যমস্তেয়ং ব্রহ্মচর্যমকল্কতা।
এতানি মানসান্যাহুর্ব্রতানি হরিতুষ্টয়ে॥
একভুক্তং তথা নক্তমুপবাসমযাচিতম্।
ইত্যেবং কায়িকং পুংসাং ব্রতমুক্তং নরেশ্বর।
বেদস্যাধ্যয়নং বিষ্ণোঃ কীর্ত্তনং সত্যভাষণং।
অপৈশুন্যমিদং রাজন্ বাচিকং ব্রতমুচ্যতে॥

চক্রায়ুধস্য নামানি সদা সর্ব্বত্র কীর্ত্তয়েৎ।
নাশৌচং কীর্ত্তনে তস্য সদাশুদ্ধিবিধায়িনঃ॥
বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্।
বিষ্ণুবারাধ্যতে পন্থাঃ সোঽয়ং তত্তোষকারণম্॥

(পদ্ম পাতাল ৮৪।৪২-৪৬)

শ্রীহরির সন্তোষের নিমিত্ত মানসব্রত, অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য ও অকপট ভাব। কায়িক ব্রত, একাহার, রাত্রিতে উপবাস এবং যাচ্ঞা না করা। বেদপাঠ, হরিকীর্ত্তন, সত্যভাষণ, নিষ্ঠুর বাক্য ত্যাগ এইগুলি বাচিক ব্রত। ভগবানের নাম সর্ব্বদা সর্ব্বত্র কীর্ত্তন করিবে ইহাতে অশৌচের বাধা নাই। কেননা এই নাম অশুচিকে শুদ্ধ করে। বর্ণাশ্রম আচারবান ব্যক্তি পরম পুরুষকে আরাধনা করিলে তাঁহার সন্তোষ হয়।

অহিংসা প্রথমং পুষ্পং দ্বিতীয়ং করণগ্রহঃ।
তৃতীয়কং ভূতদয়া চতুর্থং ক্ষান্তিরেবচ॥
শমস্তু পঞ্চমং পুষ্পং ধ্যানং জ্ঞানং বিশেষতঃ।
সত্যং চৈবাষ্টমং পুষ্পমেতৈস্তুষ্যতি কেশবঃ॥
এতৈরেবাষ্টভিঃ পুষ্পৈস্তুষ্যতে চার্চিতো হরিঃ।
পুষ্পান্তরাণি সন্ত্যেব বাহ্যানি নৃপসত্তম॥

পাতাল ৮৪।৫৬।৫৮

আর ফুল কি?--প্রধানতঃ যে আটটি ফুলে শ্রীহরির অর্চনা হইলে তাঁহার পরম সন্তোষ হয় উহার কথা বলিতেছি অন্যান্য ফুল বাহ্য উপচার। প্রথম ফুল অহিংসা, দ্বিতীয় ইন্দ্রিয়জয়, তৃতীয় জীবদয়া, চতুর্থ ক্ষমা, মনের শম পঞ্চম, ধ্যান ষষ্ঠ, জ্ঞান সপ্তম এবং সত্যই অষ্টম ফুল।

চতুঃসন

বিশ্বরচনার সুপবিত্র সঙ্কল্প ব্রহ্মার অন্তরে জাগ্রত হইল। পরম পুরুষোত্তম ভাবনায় তিনি স্বচ্ছমনা। তাঁহার সত্যনিষ্ঠা, পরমৈকান্তিকতা, অনুপ্রেরণা লাভের উদগ্র উৎকণ্ঠা, ভগবৎকৃপায় সার্থক হইয়া উঠিল। বিশ্বপ্রাণে সত্য সংযম সরলতা ও সিদ্ধির প্রতীক শুদ্ধ সত্ত্বগুণ-প্রকাশক চতুঃসনের আবির্ভাব হইল। এই চতুঃসন সকল সন্তের আদিগুরু। সনক, সনন্দ, সনৎকুমার, সনাতন, ইহাদের ভ্রম প্রমাদ আলস্য নিদ্রা প্রভৃতি রজস্তমোগুণের কোনো স্পর্শ নাই। সৃষ্টিকার্য্যেও তাঁহাদের প্রবৃত্তি দেখা যায় নাই। ইঁহারা যেন সৃষ্ট জগতের ভারকেন্দ্রের সাম্য রক্ষার নিমিত্তই নিত্য সাধনায় নিমগ্নচিত্ত পরমাদর্শ পুরুষ! কথিত আছে, ভগবান এই চারি মূর্ত্তিতে জ্ঞানের প্রবাহ অক্ষুণ্ণ রাখিবার নিমিত্ত আবির্ভূত। ভগবানের নাম, লীলা, ও গুণ-ভাবনা ভিন্ন ইঁহাদের অপর কোনো কার্যে সংলিপ্ত হওয়ার কথা শাস্ত্রে দেখা যায় না। সর্ব্বদা ইঁহাদের মুখে "হরিঃ শরণম্" এই মহাবাক্য সমুচ্চারিত হয়। নিরন্তর অচ্যুত ভাবনায় আবিষ্ট থাকাহেতু কালের প্রভাব ইহাদিগকে বিকৃত করিতে পারে নাই, তাই তাঁহারা চিরকুমার। পঞ্চমবর্ষ বয়স্ক বালকের ন্যায় ইহাদের আকৃতি। ক্ষুধা তৃষ্ণা শীত বা গ্রীষ্মানুভবশূন্য এই মহানুভবগণ নগ্নদেহে সর্ব্বত্র অবাধ গতি। মুক্ত পুরুষগণের ধাম জনলোকে ইঁহাদের স্থিতি। এই জনলোকে নিত্য হরিনাম গুণ লীলা কীর্ত্তন হইয়া থাকে। চারিটি ভ্রাতার মধ্যে পর পর এক এক জন করিয়া বক্তা হইয়া ইঁহারা উপদেশ দান করেন অথবা লীলাস্বাদন করেন। দিনচর্য্যায় কুমারগণের অন্য কোনো কর্ত্তব্য নাই। শুধু হরিকথা হরিধ্যান হরিগুণ হরিনাম এই তাঁহাদের পরম অবলম্বন। কখনও ইঁহারা পাতালে শেষনাগের সমীপে অবস্থান করিয়া ভাগবতের রহস্য উপদেশ লাভ করেন, আবার কখনও কৈলাসের উচ্চতম গিরিশৃঙ্গে

ভগবান শঙ্করের সমীপে হরিগুণ শ্রবণ করেন। কোনো কোনো ভাগ্যবান ভক্তের প্রতি অনুগ্রহপূর্ব্বক কখনো এই ধরাতলেও আবির্ভূত হইয়া থাকেন। মহারাজ পৃথুকে ইঁহারা তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ প্রদান করেন, ভাগবতে সেই কথাগুলি নিবদ্ধ আছে। দেবর্ষিনারদ এই চতুঃসনের নিকট পরম উৎকণ্ঠার সহিত ভাগবত শ্রবণ করিয়াছেন, এই সংবাদ আমরা পদ্মপুরাণে পাই। ইহা ভিন্ন আরো অগণিত মহাভাগ্যবান পুরুষ ইঁহাদের কৃপা-উপদেশ লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছেন। ভগবান বৈকুণ্ঠপতির দ্বারপাল জয় বিজয়ের প্রসঙ্গে ইঁহাদের কথা বিস্তৃতভাবে পুরাণে দেখিতে পাওয়া যায়। হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপুরূপে জয় বিজয়ের দৈত্যযোনিতে ভগবদ্‌বৈরীভাব ধারণের মূলে সনকাদি মুনিগণের অভিশাপ। রাবণ কুম্ভকর্ণ, শিশুপাল দন্তবক্ররূপেও সেই জয় বিজয়ের জন্ম হইয়াছিল। ইহা দ্বারা বেশ বুঝা যায়, সর্ব্বকালে চতুঃসনের প্রভাব অক্ষুণ্ণ। এই সনকাদি মুনি জ্ঞানভক্তি প্রবর্ত্তক আচার্যগণের অন্যতম নিম্বার্কাচার্য্যের সম্প্রদায়ে আদিগুরু বলিয়া পরিপূজিত। ইঁহাদের উপদেশ আমাদের পরম মঙ্গল সাধনের শ্রেষ্ঠ অবলম্বন হউক। মহাভারতে সনৎসুজাত পর্ব্ব তত্ত্বজ্ঞান বিচারের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপাদান। শ্রীসনক মুনির বিচার এই—

নাস্তি গঙ্গা সমং তীর্থং নাস্তি মাতৃসমো গুরুঃ।
নাস্তি বিষ্ণুসমং দৈবং নাস্তি তত্ত্বং গুরোঃ পরম্ ॥
নাস্তি শান্তিসমো বন্ধুর্নাস্তি সত্যাৎ পরং তপঃ।
নাস্তি মোক্ষাৎপরো লাভো নাস্তি গঙ্গাসমা নদী ॥

(নারদ পূঃ প্রথম ৬।৫৮ ৬০)

গঙ্গার মত তীর্থ নাই আর মায়ের মত গুরু নাই।
বিষ্ণুর মত দেব নাই আর গুরুর অধিক শ্রেষ্ঠতত্ত্ব নাই।

শান্তভাবের মত বন্ধু নাই আর সত্যের মত তপস্যা নাই।
মোক্ষ হইতে অধিক লাভ নাই আর গঙ্গার মত নদী নাই।

নাস্ত্যকীর্ত্তিসমো মৃত্যুর্নাস্তি ক্রোধসমো রিপুঃ।
নাস্তি নিন্দাসমং পাপং নাস্তি মোহসমাসবঃ॥
নাস্ত্যসূয়াসমাকীর্ত্তি র্নাস্তি কামসমোঽনলঃ।
নাস্তি রাগসমঃ পাশো নাস্তি সঙ্গসমং বিষম্॥

নারদ পূঃ প্রথম ৭।৪১-৪২

অখ্যাতির মত মৃত্যু নাই, ক্রোধের মত শত্রু নাই, নিন্দার মত পাপ নাই, মোহের মত মাদক নাই, অসূয়ার মত অখ্যাতি নাই, কামের মত আগুন নাই। অনুরাগের মত বন্ধন নাই, আর সঙ্গাসক্তির মত বিষ নাই।

যে মানবা হরিকথাশ্রবণাস্তদোষাঃ
কৃষ্ণাঙ্ঘ্রিপদ্মভজনে রত চেতনাশ্চ।
তে বৈ পুনন্তি চ জগন্তি শরীরসঙ্গাৎ
সম্ভাষণাদপি ততো হরিরেব পূজ্যঃ॥
হরিপূজা পরা যত্র মহান্তঃ শুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
তত্রৈব সকলং ভদ্রং যথা নিম্নে জলং দ্বিজ॥

(না পূঃ ৪০।৫৩ ৫৪)

যাহারা শ্রীহরির কথা শ্রবণ পূর্ব্বক সকল প্রকার দোষমুক্ত যাঁহারা কৃষ্ণপদকমল ভজনে নিরত তাঁহারা দেহের স্পর্শ বা মুখের কথাদ্বারা জগতের পবিত্রতা বিধান করেন অতএব শ্রীহরি ই পূজ্য।

শুদ্ধবুদ্ধি শ্রীহরি পূজা পরায়ণ মহৎ ব্যক্তি যেখানে আছেন সেখানে সকল মঙ্গলের আবাস। জল নীচভূমিতেই থাকে, তেমনি মঙ্গল মহতের নিকটেই থাকে।

শ্রীসনন্দন মুনিও ভগবানের তত্ত্ব বলেন—

ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য ধর্ম্মস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ।
জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষন্নাং ভগ ইতীরণা॥

(নাঃ পূঃ ৪৬।১৭)

উৎপত্তিং প্রলয়ং চৈব ভূতানামাগতিং গতিম্।
বেত্তি বিদ্যামবিদ্যাং চ স বাচ্যো ভগবানিতি॥

(নাঃ পূঃ ৪৬।২১)

ঐশ্বর্য্য, ধর্ম, যশঃ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্যের সমগ্রতাই ভগ শব্দের অর্থ। ইহা যাহার আছে তিনি ভগবান। জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয় এবং জীবের গতি যিনি জানেন তাহাকেই ভগবান বলা হয়।

সনাতন মুনি ও উপবাসের নিয়ম।

অথ তে নিয়মান্ বচ্মি ব্রতে হ্যস্মিন্ দিনত্রয়ে।
কাংস্যং মাংসং মসূরান্নং চণকান্ কোদ্রবাংস্তথা॥
শাকং মধু পরান্নং চ পুনর্ভোজন মৈথুনে।
দশম্যাং দশ বস্তূনি বর্জয়েদ্ বৈষ্ণবঃ সদা—।
দ্যূতক্রীড়াং চ নিদ্রাং চ তাম্বূলং দন্তধাবনম্।
পরাপবাদং পৈশুন্যং স্তেয়ং হিংসাং তথা রতিম্॥
কোপং হ্যনৃতবাক্যং চ একাদশ্যাং বিবর্জয়েৎ।
কাংস্যং মাংসং সুরাং ক্ষৌদ্রং তৈলং বিতথভাষণম্॥
ব্যায়ামং চ প্রবাসং চ পুনর্ভোজন মৈথুনে।
অস্পৃশ্য স্পর্শ মাসূরে দ্বাদশ্যাং দ্বাদশং ত্যজেৎ॥

(নারদ পূঃ চতুর্থ ১২০।৮৬-৯০)

এই উপবাস ব্রতের নিয়ম বলি শুন—দশমী দিনে দশটী বর্জন করিবে যথা, (১) কাংস্যপাত্র (২) মাংস (৩) মসুর ডাল (৪) ছোলা (৫) কোদ্রব (৬) শাক (৭) মধু (৮) নিমন্ত্রণ (৯) দুইবার ভোজন (১০) স্ত্রী সঙ্গ। একাদশীতে বর্জনীয়—(১) জুয়াখেলা (২) নিদ্রা (৩) পান খাওয়া (৪) দাঁতন (৫) পরের নিন্দা (৬) নিষ্ঠুরতা (৭) চুরি (৮) হিংসা (৯) স্ত্রী সঙ্গ (১০) ক্রোধ (১১) মিথ্যা কথা। দ্বাদশী দিনে দ্বাদশ বর্জনীয় যথা—(১) কাংস্য পাত্র (২) মাংস (৩) মাদক দ্রব্য (৪) মধু (৫) তেল (৬) মিথ্যা কথা (৭) ব্যায়াম (৮) প্রবাস (৯) দুইবার ভোজন (১০) মৈথুন (১১) অপবিত্র স্পর্শ (১২) মসুর।

সনৎকুমার মুনি বলেন— সর্ব্বময় আত্মা।

স এবাধস্তাৎ স উপরিষ্টাৎ স পশ্চাৎ স পুরস্তাৎ
স দক্ষিণতঃ স উত্তরতঃ স এবেদং সর্বমিত্যথাতোঽ
হঙ্কারাদেশ এবাহমেবাধস্তাদহমুপরিষ্টাদহং
পশ্চাদহং পুরস্তাদহং দক্ষিণতোঽহ মুত্তরতোঽহমেবেদং সর্বমিতি।
(ছান্দোগ্য)

ন পশ্যো মৃত্যুং পশ্যতি ন রোগং নোত দুঃখতাং
সর্বং হ পশ্যঃ পশ্যতি সর্বমাপ্নোতি সর্বশ ইতি
আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবা স্মৃতিঃ
স্মৃতিলম্ভে সর্বগ্রন্থীনাং বিপ্রমোক্ষঃ।

তিনি অধোভাগে উপরিভাগে পশ্চাতে সম্মুখে দক্ষিণে বামে তিনিই সকল হইয়া আছেন। অনন্তর অহঙ্কারের কথা বলা হইতেছে—আমিই নীচে উপরে পশ্চাতে সম্মুখে দক্ষিণে ও উত্তরে সর্ব্বরূপেই আমি আছি।

সর্ব্বত্র তাঁহাকে দেখিতে সমর্থ হইলে মৃত্যুর ভয়, রোগের ভয় বা দুঃখের ভয় থাকে না, সে সর্ব্বময় হইয়া যায়।

আহার শুদ্ধি হইলে প্রাণশুদ্ধি হয়, প্রাণশুদ্ধি হইলে ধ্রুবাস্মৃতি লাভ। ধ্রুবাস্মৃতি হইলে সকল গ্রন্থি হইতে মুক্তি লাভ হয়।

নামাপরাধ পরিত্যাগ কর।

গুরোরবজ্ঞাং সাধূনাং নিন্দাং ভেদং হরে হরৌ।
বেদনিন্দাং হরের্নামবলাৎ পাপসমীহনম্॥
অর্থবাদং হরের্নাম্নি পাষণ্ডং নামসংগ্রহে।
অলসে নাস্তিকে চৈব হরিনামোপদেশনম্॥
নামবিস্মরণং চাপি নাম্ন্যনাদরমেব চ।
সংত্যজেদ্ দূরতো বৎস দোষানেতান্ সুদারুণান্॥

(নাঃ পূঃ ৮২।২২-২৪)

গুরুর অবজ্ঞা, সাধুর নিন্দা, হরি ও হরের ভেদ, বেদের নিন্দা, হরিনাম বলে পাপে প্রবৃত্তি, হরিনামের মহিমা অতি প্রশংসা বলিয়া মনে করা, পাষণ্ড অলস নাস্তিকের প্রতি নামোপদেশ, নাম বিস্মরণ, নামের অনাদর, এই সকল দোষ দূর হইতে বর্জন কর।

যাজ্ঞবল্ক্য

বেদাচার্য বৈশম্পায়ন, বহু ছাত্রকে শিক্ষাদান করিতেন। ইনি একাধারে কর্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড ও উপাসনা কাণ্ডের প্রসিদ্ধ গুরু। যাজ্ঞবল্ক্য এই বৈশম্পায়ন মুনির শিষ্যগণের অন্যতম এবং ভাগিনেয়। যাজ্ঞবল্ক্য মিথিলায় বাস করিতেন। মেরুর সমীপে ঋষিগণ এক সভায়

ঠিক করেন, নিয়মিতভাবে সভার দিনে সকল সভ্য মিলিত হইয়া ব্রহ্মবিদ্যা সমালোচনা করিবেন। যিনি এই সভার সভ্য হইয়াও নির্দ্দিষ্ট দিনে অনুপস্থিত থাকিবেন তাহার ব্রহ্মহত্যা পাপ ভোগ করিতে হইবে। এই নিয়ম হওয়ার ফলে সকল সভ্যই নিয়মিত ভাবে উপস্থিত হইতে লাগিলেন সেই ঋষি-সমাজে।

মুনি বৈশম্পায়নের পিতৃশ্রাদ্ধ দিবস দৈবক্রমে একদা সেই নির্দ্দিষ্ট দিনে পড়িয়া গেল। শ্রাদ্ধতো করিতেই হইবে আর সেদিন সভাতে উপস্থিত হওয়াও সম্ভব নয়। বৈশম্পায়ন ভাবিলেন কি আর করিব। এই অনুপস্থিতির জন্য যে ব্রহ্মহত্যা পাতক হইবে উহার প্রায়শ্চিত্ত না হয় আমার ছাত্রেরাই আমার প্রতিনিধি হইয়া করিয়া লইবে।

তিনি ছাত্রদের বলিলেন—তোমরা আমার সভায় অনুপস্থিতির জন্য যে পাপ হইয়াছে তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিয়া লও। যাজ্ঞবল্ক্য ছিলেন তাহাদের মধ্যে একটু বড়। তিনি বলিলেন—এইসব ছাত্র অল্প বয়স্ক আমিই সকলের প্রতিনিধিরূপে আপনার জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিব। বৈশম্পায়ন বলিলেন—তাহাতো হইতে পারে না, আমার ইচ্ছা এই কাজ সকলে মিলিত হইয়াই করিবে। যাজ্ঞবল্ক্য কিন্তু বড়ই জেদ করিয়া বলিলেন—না আর কাহাকেও প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে না, আমি একাই করিব।

শিষ্যের উত্তরে ক্ষুব্ধ হইয়া মুনি বৈশম্পায়ন বলিলেন—বুঝিয়াছি. তোমার মনে বড় অভিমান হইয়াছে। থাক, এমন অহঙ্কারী শিষ্যে আমার প্রয়োজন নাই। তোমাকে যে যজুর্বেদ পড়াইয়াছি, উহা তুমি আমাকে ফিরাইয়া দাও। মহাতেজস্বী যাজ্ঞবল্ক্যও গুরুর কথা অনুসারে যজুর্বেদ তখনই অন্নরূপে বমন করিয়া ফেলিল। বৈশম্পায়নের শিষ্য তিত্তির এক পক্ষীর মূর্ত্তি ধরিয়া উহা গ্রহণ করিল. এই অংশ কৃষ্ণযজুর্বেদ তৈত্তিরীয় শাখা বলিয়া প্রসিদ্ধ।

যাজ্ঞবল্ক্য সূর্য্যদেবের উপাসনা করিতে লাগিলেন। ভগবান সূর্য্যদেব অশ্বমূর্ত্তি ধারণ করিয়া মাধ্যন্দিন বাজসনেয় শাখা বেদ উপদেশ করিলেন।

উপনিষদে মৈত্রেয়ী ও কাত্যায়নী দুই প্রসিদ্ধ নারী। ইহারা যাজ্ঞবল্ক্য মুনির পত্নী। মৈত্রেয়ী ব্রহ্মবিদ্যাধিকারিণী হইয়াছিলেন। কাত্যায়নীর তিন পুত্র চন্দ্রকান্ত, মহামেঘ এবং বিজয়।

রাজর্ষি জনক একবার ব্রহ্মনিষ্ঠ মুনিগণের পরীক্ষা করিবার এক ব্যবস্থা করেন। তাঁহার ইচ্ছা যথার্থ ব্রহ্মজ্ঞানীর উপদেশ গ্রহণ করিবেন। তিনি সহস্র সহস্র স্বর্ণগাভী নির্ম্মাণ করিয়া সাজাইয়া রাখিলেন এবং ঘোষণা করিলেন যিনি ব্রহ্মজ্ঞ হইবেন, তিনি এই স্বর্ণগাভীগুলিকে সজীব করিয়া গ্রহণ করুন। বহু সাধু সমাগম হইল। কিন্তু সভা হইতে কেহ এই গাভীগুলিকে গ্রহণ করিতে অগ্রসর হইলেন না। তাহারা ভাবিতেছিলেন, আগে যিনি যাইবেন তাহাকেই লোকে বলিবে হয় লোভী আর না হয় ব্রহ্মজ্ঞানের অভিমানী। যাজ্ঞবল্ক্য কিন্তু কিছুমাত্র দ্বিধা না করিয়া নিজের শিষ্যদের আদেশ দিলেন যাও গাভীগুলি লইয়া যাও। এগুলি আমাদের। যাহার ব্রহ্মজ্ঞান সম্বন্ধে কিছু জানিতে ইচ্ছা হয়, জিজ্ঞাসা করুক। ঋষিগণ তখন একের পর এক প্রশ্নবাণে যাজ্ঞবল্ক্যকে জর্জরিত করিতে লাগিলেন। তিনিও সেই সকল প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিয়া সমাধান করিতে লাগিলেন। সকলেই বুঝিলেন যাজ্ঞবল্ক্য সামান্য ব্যক্তি নহেন। রাজর্ষি জনকও ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিলেন। ব্রহ্মবাদিনী গার্গীর সঙ্গে ইহার যে ব্রহ্মবিচার হইয়াছিল উহা বৃহদারণ্যক উপনিষদের একটি প্রধান বিষয়।

প্রিয় কে? কেমন?

স হোবাচ ন বা অরে পত্যুঃকামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবত্যাত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি। ন বা অরে জায়ায়ৈ কামায় জায়া

প্রিয়া ভবত্যাত্মনস্তু কামায় জায়া প্রিয়া ভবতি। ন বা অরে পুত্রাণাং কামায় পুত্রাঃ প্রিয়া ভবন্ত্যাত্মনস্তু কামায় পুত্রাঃ প্রিয়া ভবন্তি। ন বা অরে বিত্তস্য কামায় বিত্তং প্রিয়ং ভবত্যাত্মনস্তু কামায় বিত্তং প্রিয়ং ভবতি। ন বা অরে ব্রহ্মণঃ কামায় ব্রহ্ম প্রিয়ং ভবত্যাত্মনস্তু কামায় ব্রহ্ম প্রিয়ং ভবতি। ন বা অরে ক্ষত্রস্য কামায় ক্ষত্রং প্রিয়ং ভবত্যাত্মনস্তু কামায় ক্ষত্রং প্রিয়ং ভবতি। ন বা অরে লোকানাং কামায় লোকাঃ প্রিয়া ভবন্ত্যাত্মনস্তু কামায় লোকাঃ প্রিয়াঃ ভবন্তি। ন বা অরে দেবানাং কামায় দেবা প্রিয়া ভবন্ত্যাত্মনস্তু কামায় দেবাঃ প্রিয়া ভবন্তি। ন বা অরে ভূতানাং কামায় ভূতানি প্রিয়াণি ভবন্ত্যাত্মনস্তু কামায় ভূতানি প্রিয়াণি ভবন্তি। ন বা অরে সর্বস্য কামায় সর্বং প্রিয়ং ভবত্যা-ত্মনস্তু কামায় সর্বং প্রিয়ং ভবতি। আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যো মৈত্রেয্যাত্মনো বা অরে দর্শনেন শ্রবণেন মত্যা বিজ্ঞানেনেদং সর্বং বিদিতম্।

(বৃহদারণ্যক ২।৪)

যাজ্ঞবল্ক্য বলেন—পতি পত্নীর আকর্ষণের রহস্য কোথায় বিচার করিয়া দেখিয়াছ কি? পতির সুখের জন্য পতি কামনার বিষয় হয় না, পত্নী নিজের কামনা সুখেই পতিকে ভজে। ঐরূপ পতিও পত্নীর জন্য নয় নিজের জন্যই পত্নীকে প্রীতি করে। পুত্রের প্রয়োজনে পুত্রের প্রতি প্রীতি নয়, এই প্রীতি নিজের জন্যই। ধনের প্রয়োজনে নয় নিজের প্রয়োজনে ধনের প্রতি প্রীতি। ব্রাহ্মণের জন্য নয়, নিজের জন্যই ব্রাহ্মণের প্রতি প্রীতি। ক্ষত্রিয়ের জন্য নয়, নিজের জন্যই ক্ষত্রিয়ের প্রতি প্রীতি। লোকের প্রয়োজনে লোক প্রিয় নয়, নিজের জন্যই লোকে প্রীতি। দেবতার প্রীতির জন্য নয়, নিজের জন্যই দেবতার প্রতি প্রীতি।

প্রাণীর জন্য প্রাণী প্রিয় নয়, নিজের জন্যই প্রাণী প্রিয় হয়। সকলের জন্য নয়, নিজের জন্যই সকলের প্রতি প্রীতি। মৈত্রেয়ী, আত্মা দ্রষ্টব্য শ্রোতব্য, মন্তব্য এবং ধ্যেয়। আত্মার দর্শন, শ্রবণ, মনন ও বিজ্ঞানেই সর্ব্ব বিষয়ের জ্ঞান সিদ্ধ হয়।

যো বা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাস্মিঁল্লোকে জুহোতি যজতে তপস্তপ্যতে বহূনি বর্ষসহস্রাণ্যন্তবদেবাস্য তদ্ ভবতি। যো বা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স কৃপণোঽথ এতদক্ষরং গার্গি বিদিত্বাস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স ব্রাহ্মণঃ।

গার্গি, এই সংসারে যে অক্ষর ব্রহ্মকে না জানিয়া হোম যজ্ঞ করে তপস্যা সে যতদিনই করুক না কেন, যে ব্যক্তি এই অক্ষর ব্রহ্মকে না জানিয়া এই সংসার হইতে বিদায় লইয়া যায়, সে-ই অত্যন্ত কৃপণ দীন ব্যক্তি। যে অক্ষর ব্রহ্ম জানিয়া দেহ ত্যাগ করে সে-ই ব্রাহ্মণ।

বৃঃ আঃ ব্রাঃ ৩।৮

তদ্ বা এতদক্ষরং গার্গ্যদৃষ্টং দ্রষ্টৃ শ্রুতং
শ্রোত্রমতং মন্ত্রবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতৃ নান্যদতোঽস্তি
দ্রষ্টৃ নান্যদতোঽস্তি শ্রোতৃ নান্যদতোঽস্তি
মন্তৃ নান্যমতোঽস্তি বিজ্ঞাত্রেতস্মিন্ন্
খল্বক্ষরে গার্গ্যাকাশ ওতশ্চ প্রোতশ্চেতি।

বৃ ৩।৮

হে গার্গি, অক্ষর ব্রহ্ম দর্শনের বিষয় নয় কিন্তু দ্রষ্টা। শ্রবণের বিষয় নয় অথচ শ্রোতা, মননের যোগ্য নয় অথচ মন্তা। নিজে অবিজ্ঞাত দূরস্থ হইয়াও সকলের জ্ঞাতা। ইনি ভিন্ন কেহ দ্রষ্টা, শ্রোতা বা মন্তা নাই। কেহ বিজ্ঞাতাও নাই। নিশ্চয় জানিও অক্ষর ব্রহ্মেই এই আকাশ ওত প্রোত হইয়া আছে।

আনন্দ মীমাংসা।

স যো মনুষ্যাণাং রাদ্ধঃ সমৃদ্ধো ভবত্যন্যেষামধিপতিঃ সর্বৈর্মানুষ্যকৈর্ভোগৈঃ সম্পন্নতমঃ স মনুষ্যাণাং পরম আনন্দোঽথ যে শতং মনুষ্যাণামানন্দাঃ স একঃ পিতৃণাং জিতলোকানামানন্দোঽথ যে শতং পিতৃণাং জিতলোকানামানন্দাঃ স একো গন্ধর্বলোক আনন্দোঽথ যে শতং গন্ধর্বলোক আনন্দাঃ স একঃ কর্মদেবানামানন্দোঽথ যে কর্মণা দেবত্বমভিসম্পদ্যন্তেঽথ যে শতং কর্মদেবানামানন্দাঃ স এক আজানদেবানামানন্দো যশ্চ শ্রোত্রিয়োঽবৃজিনোঽকাম হতোঽথ যে শতমাজান দেবানামানন্দাঃ স একঃ প্রজাপতি লোক আনন্দো যশ্চ শ্রোত্রিয়ো ঽবৃজিনো ঽকাম হ তোঽথ যে শতং প্রজাপতিলোক আনন্দাঃ স একো ব্রহ্মলোক আনন্দো যশ্চ শ্রোত্রিয়োঽবৃজিনোঽকামহতোঽথৈষ এব পরম আনন্দ এষ ব্রহ্মলোকঃ সম্রাড়িতি।

(বৃঃ অঃ ৪ ভ্রঃ ৩)

সর্ব্বাঙ্গপূর্ণ সমৃদ্ধ সকলের উপর আধিপত্য সম্পন্ন মানুষের ভোগ; সামগ্রী হইতে প্রাপ্ত মানুষের পরম আনন্দ। উহার শতগুণ পিতৃলোকে পিতৃগণের। উহার শতগুণ গন্ধর্ব লোকের। গন্ধর্ব লোকের শতগুণ কর্মদেবতার। কর্মদেবতার আনন্দের শতগুণ আজান বা জন্মসিদ্ধ দেবতার তাহাদের শতগুণ আনন্দ প্রজাপতি লোকে। প্রজাপতি-লোকের শতগুণ আনন্দ ব্রহ্মলোকের আনন্দ। এই আনন্দ সকল আনন্দের শ্রেষ্ঠ।

পরমাত্মদর্শন

যোঽকামো নিষ্কাম আপ্তকাম আত্মকামো ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি। বৃঃ ৪।৪

এষো নিত্যো মহিমা ব্রাহ্মণস্য ন বর্ধতে কর্মণানোকনীয়ান্ তস্যৈব স্যাৎ পদবিত্তং বিদিত্বা ন লিপ্যতে কর্মণা পাপকেনেতি। তস্মাদেবং বিচ্ছান্তো দান্ত উপরতিস্তিতিক্ষুঃ সমাহিতো ভূতাত্মন্যে বাত্মানং পশ্যতি সর্বমাত্মানং পশ্যতি নৈনং পাপ্মা তরতি সর্বং পাপ্মানং তরতি নৈনং পাপ্মা তপতি সর্বং পাপ্মানং তপতি বিপাপো বিরজোঽবিচিকিৎসো ব্রাহ্মণো ভবত্যেষ ব্রহ্মলোকঃ সম্রাডেনং প্রাপিতোঽসীতি।

যে কামনাহীন, নিষ্কাম, আপ্তকাম এবং আত্মকাম তাহার প্রাণের উৎক্রামণ হয় না। সে ব্রহ্মরূপে থাকিয়া ব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হয়।

ইহাই ব্রহ্মবেত্তার নিত্য মহিমা। ইনি কর্মদ্বারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হন না। অথবা অল্পতা প্রাপ্ত হন না। তাহার মহিমা জানিয়া পাপে লিপ্ত হইবে না। এই প্রকার জ্ঞানী শান্ত, দান্ত, উপরত, তিতিক্ষু ও সমাহিত হইয়া আত্মাতেই আত্মার দর্শন করেন—আত্মাকে সকলের মধ্যেই দেখেন। সে সকল পাপের পারে যায়। পাপ তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। পাপশূন্য, নিষ্কাম, নিঃসংশয় সেই ব্যক্তি ব্রাহ্মণ হইয়া যায়। হে সম্রাট্, এই ব্রহ্মলোক তোমার প্রাপ্তি হইল।

অদ্বৈতামৃতলাভ

যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি তদিতর ইতরং পশ্যতি তদিতর ইতরং জিঘ্রতি তদিতর ইতরং রসয়তে তদিতর ইতরং অভিবদতি তদিতর ইতরং শৃণোতি তদিতর ইতরং মনুতে তদিতর ইতরং স্পৃশতি তদিতর ইতরং বিজানাতি যত্র ত্বস্য সর্বমাত্মৈবাভূৎ তৎ কেন কং পশ্যেৎ তৎ কেন কং জিঘ্রেৎ তৎ কেন কং রসয়েৎ তৎ কেন কং অভিবদেৎ তৎ কেন কং শৃণুয়াৎ

তৎ কেন কং মন্বীত তৎ কেন কং স্পৃশেৎ তৎ কেন কং বিজানীয়াৎ। যেনেদং সর্বং বিজানাতি তং কেন বিজানীয়াৎ স এষ নেতি নেত্যাত্মাগৃহ্যো ন হি গৃহ্যতে ঽশীর্যো ন হি শীর্যতেঽসঙ্গো ন হি সজ্যতে ঽসিতো ন ব্যথতে ন রিষ্যতি। বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াদিত্যুক্তানুশাসনাসি মৈত্রেয্যেতাবদরে খল্বমৃতত্বমিতি হোক্ত্বা যাজ্ঞবল্ক্য বিজহার। বৃঃ ৪।৫

অবিদ্যার অবস্থায় তাহা দ্বৈত বলিয়া মনে হয়, তাই অন্যে অন্যকে দেখে, ঘ্রাণ লয়, রসাস্বাদন করে, অভিবাদন করে, শুনে, বলে, স্পর্শ করে বিশেষরূপে জানে বুঝে। কিন্তু যখন জ্ঞানের উদয়ে ইহার কাছে সকলই আত্মা হইয়া গিয়াছে তখন কে কাহাকে কি দিয়া দেখিবে শুনিবে গন্ধ লইবে স্পর্শ করিবে রসাস্বাদন করিবে কি বলিবে আর কি করিবে? যাহাকে লইয়া সকলকে জানা তাহাকে কোন্ সাধনে জানিবে। ইহা নয়, ইহা নয়, এইভাবে নির্দ্দেশের বাহিরে যে বস্তু তাহাকে কিভাবে গ্রহণ করিবে। উহা শীর্ণ হয় না, আসক্ত হয় না। তাহাকে ব্যথিত করা যায় না বা ক্ষয় করা যায় না। বিজ্ঞাতাকে কি দিয়া জানিবে? ইহা তোমাকে উপদেশ করা হইয়াছে, ইহাই অমৃতত্ব, এই বলিয়া যাজ্ঞবল্ক্য পরিব্রাজক হইয়া গেলেন।

শিষ্যের শিক্ষা ও উপদেশ।

বেদমনূচ্যাচার্যোঽন্তেবাসিনমনুশাস্তি। সত্যং বদ। ধর্মং চর। স্বাধ্যায়ান্মা প্রমদঃ। আচার্যায় প্রিয়ং ধনমাহৃত্য প্রজাতন্তুং মা ব্যবচ্ছেৎসীঃ। সত্যান্ন প্রমদিতব্যম্। ধর্মান্ন প্রমদিতব্যম্। কুশলান্ন প্রমদিতব্যম্। ভূত্যৈ ন প্রমদিতব্যম্।

স্বাধ্যায়প্রবচনাভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্। দেব পিতৃকার্য্যাভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্।

(তৈত্তিরীয় ১।১১।১)

আচার্য্য বেদ উপদেশের গোড়ায় শিষ্যকে শিক্ষা দান করিয়া বলেন—সত্য কথা বলিবে। ধর্ম আচরণ কর। প্রতিদিন অধ্যয়ন করিবে। আচার্য্যের প্রিয়ধন আহরণ করিয়া আনুকূল্য করিবে। সত্য হইতে বিচলিত হইও না। ধর্ম হইতে পতিত হইও না। মঙ্গলাচরণ হইতে অন্যথা করিও না। উন্নতির পথে ভুল করিও না। অধ্যয়ন ও আলোচনা হইতে বিরত হইও না। দেবতা ও পিতৃগণের তৃপ্তি জনক পূজা, হোম এবং শ্রাদ্ধ তর্পণ করিতে অন্যথা করিও না।

মাতৃদেবো ভব। পিতৃদেবো ভব। আচার্যদেবো ভব। অতিথিদেবো ভব। যান্যনবদ্যানি কর্মাণি তানি সেবিতব্যানি নো ইতরাণি। যান্যস্মাকং সুচরিতানি তানি ত্বয়োপাস্যানি নো ইতরাণি। যে কে চাস্মচ্ছ্রেয়াংসো ব্রাহ্মণাঃ তেষাং ত্বয়াঽসনেন প্রশ্বসিতব্যম্। শ্রদ্ধয়া দেয়ং অশ্রদ্ধয়াদেয়ম্। শ্রিয়া দেয়ং হ্রিয়া দেয়ম্ ভিয়া দেয়ং সংবিদা দেয়ম্।

(তৈত্তিরীয় ১।১১।২)

মাতাকে দেবতা বলিয়া জানিবে। পিতা, আচার্য ও অতিথিকে দেবতার মত সম্মান করিবে। আমাদের কৃত দোষশূন্য কর্মগুলির অনুসরণ করিবে, অন্যগুলির নয়। আমাদের চরিত্রে যাহা ভাল তাহাই অনুকরণ করিবে, অন্যগুলি নয়। আমাদের কাম্য পরম নিঃশ্রেয়সের আদর্শে জীবন যাপন করিবে। শ্রদ্ধার সহিত দান করিবে, অশ্রদ্ধায় নয়। সম্পদানুসারে দান করিবে। বিনীত ভাবে সঙ্কোচের সহিত জানিয়া বুঝিয়া দান করিবে।

সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম। যো বেদ নিহিতং গুহায়াং পরমে ব্যোমন্। সোঽশ্নুতে সর্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতেতি।

তৈঃ ২।১।২

ব্রহ্ম সত্য জ্ঞানস্বরূপ ও অনন্ত। যে মানুষ পরমশুদ্ধ আকাশে থাকিয়াও প্রাণীগণের হৃদয়রূপ গুহায় গোপনে অবস্থিত ব্রহ্মকে জানেন তিনি সেই বিজ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মের সহিত সমস্ত ভোগ অনুভব করেন।

যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চনেতি।

(তৈঃ ২।৯।১)

মনের সহিত বাণী ও সকল ইন্দ্রিয় যেখান হইতে পার না পাইয়া ফিরিয়া আসে, সেই পরমব্রহ্মের আনন্দজ্ঞাতা মহাপুরুষ আর কিছুরই ভয় করেন না।

মহাভাগবত যম

বিশ্বকর্মার কন্যা সংজ্ঞার গর্ভে ভগবান সূর্য্যদেবের পুত্র যম দ্বাদশ ভাগবতের অন্যতম। শ্যামবর্ণ, দণ্ডধারী মহিষবাহনরূপে তিনি পুরাণে প্রসিদ্ধ। সংযমনী পুরীতে অবস্থানপূর্ব্বক ব্রহ্মার নির্দেশানুসারে জীবগণের মৃত্যুর পর তাহাদের পাপ ও পুণ্যকর্মানুসারে ফলনির্দ্ধারণ এবং কঠোর দণ্ড-দানের ব্যবস্থা করেন ধর্মরাজ। যম, ধর্মরাজ, মৃত্যু, অন্তক, বৈবস্বত, কাল, সর্ব্বভূতক্ষয়, ঔডুম্বর, দধ্ন, নীল, পরমেষ্ঠী, বৃকোদর চিত্র ও চিত্রগুপ্ত প্রভৃতি নামে ইহার তর্পণ করিতে হয়। পুণ্যকর্মাগণের সমীপে যমের সৌম্যরূপ প্রকাশিত হয়, কিন্তু পাপীর সমীপে তাহার রূপ অতিশয় ভয়ঙ্কর। পাপীকে পাপমুক্ত করিবার নিমিত্তই কঠোর শাস্তিবিধান। যমদূতগণের প্রতি আদেশবাক্য ভাগবতাদি পুরাণে উপবর্ণিত আছে।

উহা আলোচনা করিলে বুঝা যায় ভগবদ্ভক্তিপথে বিচারণার নিমিত্ত ধর্মরাজ কি প্রকার আগ্রহান্বিত। তিনি বলেন—যাহাদের রসনা ভগবদ্ গুণাবলী কীর্ত্তন করে না, চিত্ত ভগবানের চরণচিন্তা করে না, মস্তক শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে অবনত হয় না, সেই ভগবদ্‌বিষ্ণুর প্রিয়কর্ম্মবিমুখ অসৎব্যক্তিদের আমার সংযমনী পুরীতে লইয়া আসিও। যম বলিলেন—

শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ

শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেত

স্তৌ সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ।

শ্রেয়োহি ধীরোঽভি প্রেয়সো বৃণীতে

প্রেয়ো মন্দো যোগক্ষেমাদ্বৃণীতে॥

(কঠ ১।২।২)

মানুষের কাছে শ্রেয়ঃ ও প্রেয় দুটিই আসে। বুদ্ধিমান ব্যক্তি বিচার করিয়া উহাদের মধ্যে পরম কল্যাণসাধন-শ্রেষ্ঠ শ্রেয়ঃকে বাছিয়া লয় আর মন্দবুদ্ধি ভোগের সাধন প্রেয়কে অভিলাস করে।

স ত্বং প্রিয়ান্ প্রিয়রূপাংশ্চ কামা

নভিধ্যায়ন্নচিকেতোঽত্যস্রাক্ষীঃ।

নৈতাংসৃঙ্কাং বিত্তময়ীমবাপ্তো

যস্যাং মজ্জন্তি বহবো মনুষ্যাঃ॥

১।২।৩

হে নচিকেতা, মানুষের মধ্যে তুমি অত্যন্ত নিস্পৃহ তাই ইহলোক পরলোকের সমস্ত ভোগের বিষয় বিচার করিয়া তুমি ত্যাগ করিয়াছ যে বন্ধনে বহুলোক আবদ্ধ হয় সেই ভোগ-শৃঙ্খলে তুমি বাঁধা পড় নাই।।

অবিদ্যায়ামন্তরে বর্তমানাঃ

স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতং মন্যমানাঃ।

দন্দ্রম্যমাণা পরিযন্তি মূঢ়া

অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ।

১।২।৫

অবিদ্যায় থাকিয়াও যাহারা নিজেরা জ্ঞানী বলিয়া মনে অভিমান করে, তাহারা নানা যোনিতে ভ্রমণ করিয়া বিভ্রান্ত হয়, যেমন অন্ধের দ্বারা চালিত হইয়া অন্ধ কোনো পথের সন্ধান পায় না।

ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চি

ন্নায়ং কুতশ্চিন্ন বভূব কশ্চিৎ।

অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো

ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥

১।২।১৮

আত্মার জন্ম বা মৃত্যু নাই। আত্মা কাহারও নিকট হইতে উদ্ভূত হয় নাই আত্মা হইতেও কিছু হয় নাই। জন্মরহিত নিত্য সদা একরূপে অবস্থিত ক্ষয় বৃদ্ধি রহিত পুরাতন আত্মার বিনাশ নাই। দেহের বিনাশ হয়।

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো

ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।

যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য

স্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্ ॥

১।২।২৩

পরমব্রহ্ম পরমাত্মাকে বক্তৃতাদ্বারা অথবা বহুগ্রন্থ পাঠ করিয়া পাওয়া যায় না। তিনি যাহাকে অঙ্গীকার করেন সেই ব্যক্তি তাঁহাকে লাভ

করিতে পারে। আত্মা এরূপ অঙ্গীকৃত ব্যক্তির সমীপেই তাঁহার স্বরূপ প্রকাশ করেন।

নাবিরতো দুশ্চরিতান্নাশান্তো নাসমাহিতঃ।
নাশান্তমানসো বাপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ॥

১।২।২৪

সমাহিত না হইলে আত্মদর্শন হয় না। যে অন্যায় আচরণ হইতে নিবৃত্ত হয় নাই, যে অশান্ত যে সংযত ইন্দ্রিয় নয়, যাহার মন শান্ত নয়, সে কখনও আত্মাকে লাভ করিতে পারে না। জ্ঞানেই আত্মাকে লাভ করা যায়।

দেহরথ।

আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু।
বুদ্ধিং তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ॥ ১।৩।৩

ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহু র্বিষয়াংস্তেষু গোচরান্।
আত্মেন্দ্রিয় মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্মনীষিণঃ॥ ১।৩।৪

যস্ত্ববিজ্ঞানবান্ ভবত্যযুক্তেন মনসা সদা।
তস্যেন্দ্রিয়াণ্যবশ্যানি দুষ্টাশ্বা ইব সারথেঃ॥ ১।৩।৫

যস্তু বিজ্ঞানবান্ ভবতি যুক্তেন মনসা সদা।
তস্যেন্দ্রিয়াণি বশ্যানি সদশ্বা ইব সারথেঃ॥ ১।৩।৬

যস্ত্ববিজ্ঞানবান্ ভবত্যমনস্কঃ সদাশুচিঃ।
ন স তৎপদমাপ্নোতি সংসারং চাধিগচ্ছতি॥ ১।৩।৭

যস্তু বিজ্ঞানবান্ ভবতি সমনস্কঃ সদা শুচিঃ।
স তু তৎপদমাপ্নোতি যস্মাদ্ ভূয়ো ন জায়তে॥ ১।৩।৮

বিজ্ঞান সারথির্যস্তু মনঃ প্রগ্রহবান্ নরঃ।
সোঽধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্॥ ১।৩।৯

এষ সর্বেষু ভূতেষু গূঢ়াত্মা ন প্রকাশতে।
দৃশ্যতে ত্বগ্রয়াবুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ। ১৩১২

হে নচিকেতা, জীবাত্মা রথী, শরীর রথ, বুদ্ধি সারথি, মন লাগাম বলিয়া জানিও। ইন্দ্রিয়গুলি অশ্ব, ভোগের বিষয় রূপরসাদি বিচরণের পথ। ইন্দ্রিয় ও মনের সহিত অবস্থানকারী জীব ভোক্তা।

যে বিচারহীন চঞ্চল অসংযতমনা তাহার ইন্দ্রিয় দুষ্ট ঘোড়ার মত স্বতন্ত্র হইয়া চলে। সারথি তাহাকে ইচ্ছামত চালাইতে পারে না।

যে বিচারবান সংযতমনা তাহার ইন্দ্রিয় ভাল ঘোড়ার মতই সারথির ইচ্ছামত চালিত হয়।

যে বিচারহীন অসংযতচিত্ত ও অপবিত্র সে পরমপদ লাভ করিতে পারে না। পর পর জন্ম মৃত্যু সংসার চক্রে বাঁধা পড়ে।

যে বিচারবান সংযত ও পবিত্রমনা সে পরমপদ লাভ করে, আর তাহাকে জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না।

সর্ব্বদা বিচারবান ব্যক্তি বুদ্ধিসারথির সহায়ে মনের লাগাম ধরিয়া রাখে। সেই ব্যক্তি সংসারের পথ অতিক্রম করিয়া পরব্রহ্ম পুরুষোত্তমপদ লাভ করিয়া থাকে।

পরমাত্মা সর্ব্বত্র সর্ব্বপ্রাণীতে থাকিলেও মায়ার পরদায় আত্মগোপন করিয়া থাকেন। তাই তাহাকে প্রত্যক্ষ ধরা যায় না। সূক্ষ্ম তত্ত্বজ্ঞানী পুরুষ অতি সূক্ষ্মবুদ্ধিদ্বারা তাঁহাকে দর্শন করেন।

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত।
ক্ষুরস্যধারা নিশিতা দুরত্যয়া
দুর্গং পথস্তৎকবয়ো বদন্তি। ১।৩।১৪

হে মানব, মায়ার জাড্য ত্যাগ করিয়া ওঠো, জাগো, সাবধান হও। শ্রেষ্ঠমহাপুরুষের সমীপে গমন করিয়া পরম পুরুষ ভগবানের তত্ত্ব জানিয়া লও। পণ্ডিতগণ সেই পরমপদ দর্শনের পথ অত্যন্ত কঠিন বলিয়া বর্ণনা করেন। উহা যেন ক্ষুর ধারের ন্যায় তীক্ষ্ণ।

অগ্নির্যথৈক ভুবনং প্রবিষ্টো
রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব।
একস্তথা সর্বভূতান্তরাত্মা
রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ॥ ২।২।৯

সর্ব্বত্র এই এক অগ্নি প্রবিষ্ট। কিন্তু কাষ্ঠ বা স্থান ভেদে উহার নানারূপ। সেই প্রকার এক আত্মা সর্ব্বত্র বর্ত্তমান। কিন্তু আশ্রয় পদার্থ ভেদে তাহাকে নানারূপ বলিয়া মনে হয়। এই রূপ বাহিরের।

বায়ুর্যথৈক ভুবনং প্রবিষ্টো
রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব।
একস্তথা সর্বভূতান্তরাত্মা
রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ॥ ২।২।১০

সর্ব্বত্র প্রবিষ্ট বায়ু এক। কিন্তু আশ্রয় ভেদে ভিন্ন রূপ। সেইপ্রকার অন্তরাত্মা এক। আশ্রয় ভেদে ভিন্ন মনে হয়।

সূর্যো যথা সর্বলোকস্য চক্ষু
ন লিপ্যতে চাক্ষুষৈর্বাহ্যদোষৈঃ
একস্তথা সর্বভূতান্তরাত্মা
ন লিপ্যতে লোকদুঃখেন বাহ্যঃ ॥ ২।২।১১

সমগ্র বিশ্বের প্রকাশক চক্ষু সূর্য্য। উহাতে বাহিরের কোনো দোষ স্পর্শ করে না। সকল প্রাণীর সুখ দুঃখ জ্ঞানের প্রকাশক এক অন্তরাত্মা। তিনি কিন্তু সুখ দুঃখ দোষ গুণে লিপ্ত হন না।

একো বশী সর্বভূতান্তরাত্মা
একং রূপং বহুধা যঃ করোতি।
তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরা
স্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্ ॥ ২।২।১২

যিনি সর্ব্ব প্রাণীর অন্তরাত্মা যনি একরূপ হইয়াও বহুরূপে আত্ম প্রকাশ করেন, তাহাকে যে ধীরমতি ব্যক্তিগণ আত্মস্বরূপে দর্শন করেন- তাহারাই শাশ্বত সুখের অধিকারী হন। অপর কেহ নয়।

নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানা
মেকো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্
তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরা
স্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাম্ ॥ ২।২।১৩

যিনি সকল নিত্যবস্তুর নিত্যতা সিদ্ধ করেন, যিনি এক হইয়া সকলের কামনা পূর্ণ করেন, যে বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ তাহাকে অন্তরাত্মা বলিয়া দর্শন করেন, তাহারাই কেবল শাশ্বত সুখ লাভ করেন। অপরে নয়।

যেঽর্চয়ন্তি হরিং দেবং বিষ্ণুং জিষ্ণুং সনাতনম্
নারায়ণমজং দেবং বিষ্ণুরূপং চতুর্ভুজম্।
ধ্যায়ন্তি পুরুষং দিব্যমচ্যুতং যে স্মরন্তি চ
লভন্তে তে হরিস্থানং শ্রুতিরেষা সনাতনী॥

পদ্মপুরাণ পাতাল ৯২।১০

সর্ব্বপাপহরণকারী দিব্যরূপ ব্যাপক বিষ্ণু নিত্যবিজয়ী সনাতন নিখিলের আশ্রয় নারায়ণ জন্মরহিত চতুর্ভুজ বিষ্ণুরূপে অবস্থিত দিব্য অচ্যুত পুরুষকে ধ্যান করিলে শ্রীহরির পরমধাম লাভ করা যায়। ইহাই নিত্য বেদবাক্য।

ব্রতং রক্ষন্তি যে কোপাচ্ছ্রিয়ং রক্ষন্তি মৎসরাৎ।
বিদ্যাং মানাপমানাভ্যাং হ্যাত্মানং তু প্রমাদতঃ॥
মতিং রক্ষন্তি যে লোভান্মনো রক্ষন্তি কামতঃ।
ধর্ম্মং রক্ষন্তি দুঃসঙ্গাত্তে নরা স্বর্গগামিনঃ॥ ঐ ৯২।২২।২৩

ক্রোধ ত্যাগকরিয়া যিনি ব্রত পালন করেন, মাৎসর্য্য ত্যাগকরিয়া সম্পদকে রক্ষাকরেন এইরূপ মান অপমান ত্যাগকরিয়া বিদ্যাকে, প্রমাদহইতে আত্মাকে, লোভহইতে বুদ্ধিকে, কামহইতে মনকে, এবং অসৎসঙ্গহইতে ধর্মকে রক্ষা করেন তিনি স্বর্গ গমনের অধিকারী হন।

দ্বাদশ ভাগবতার্য

স্বয়ম্ভুর্নারদঃ শম্ভুঃ কুমারঃ কপিলো মনুঃ।
প্রহ্লাদো জনকো ভীষ্মো বলির্বৈয়াসকির্বয়ম্॥
দ্বাদশৈতে বিজানীমো ধর্ম্মং ভাগবতং ভটাঃ
গুহ্যং বিশুদ্ধং দুর্বোধং যং জ্ঞাত্বামৃতমশ্নুতে॥

ভাগবত ৬।৩।২০।২১

ভাগবত ধর্মের তত্ত্ব ও রহস্য নিম্নোক্ত দ্বাদশ জন পরিজ্ঞাত আছেন—যমবলিলেন—(১) ব্রহ্মা (২) দেবর্ষি নারদ (৩) ভগবান শঙ্কর (৪) সনৎকুমার (৫) কপিলদেব (৬) স্বায়ম্ভুব মনু (৭) প্রহ্লাদ (৮) জনক (৯) ভীষ্মপিতামহ (১০) বলিমহারাজ (১১) শুকদেব (১২) এবং আমি স্বয়ং।

মহর্ষি অঙ্গিরা—পরম গতি

তপঃশ্রদ্ধে যে হ্যুপবসন্ত্যরণ্যে
শান্তা বিদ্বাংসো ভৈক্ষচর্য্যাং চরন্তঃ।
সূর্যদ্বারেণ তে বিরজাঃ প্রয়ান্তি
যত্রামৃতঃ স পুরুষো হ্যব্যয়াত্মা॥ মুণ্ডক ১।২।১১

যাহারা অরণ্যে বাস করিয়া তপস্যা ও শ্রদ্ধাময় জীবন যাপন করেন, বিচারবান যাহারা ভিক্ষাদ্বারা জীবন যাপন করেন, তাহারা সূর্যদ্বারে আলোকময় পথে অব্যয় আত্মা অমৃত পুরুষের সমীপে গমন করেন।

সত্যমেব জয়তি নানৃতং
সত্যেন পন্থা বিততো দেবযানঃ।
যেনাক্রমন্ত্যৃষয়ো হ্যাপ্তকামা
যত্র তৎসত্যস্য পরমং নিধানম্॥ ৩।১।৬

সত্যের জয়, মিথ্যার নয়। দেবতার পথ সত্যপূর্ণ। সেই পথে সত্যদ্রষ্টা ঋষিগণ গমন করেন। সেখানেই সত্যের পরম ধাম।

নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যো
ন চ প্রমাদাত্তপসো বাপ্যলিঙ্গাৎ।
এতৈরুপায়ৈর্যততে যস্তু বিদ্বাং
স্তস্যৈষ আত্মা বিশতে ব্রহ্মধাম॥

অধ্যাত্মসাধনবলহীন ব্যক্তি ভুল পথে চলিয়া লক্ষণহীন উপাসনায় পরমাত্ম লাভ করিতে পারে না। যাহারা যথার্থ সাধন পথ ধরিয়া অগ্রসর হন তাহারাই ব্রহ্মধামে প্রবেশ করিতে পারেন।

ধনুর্গৃহীত্বৌপনিষদং মহাস্ত্রং
শরং হ্যুপাসানিশিতং সন্ধয়ীত।
আয়ম্য তদ্ ভাবগতেন চেতসা
লক্ষ্যং তদেবাক্ষরং সোম্য বিদ্ধি॥ মুণ্ডক ২।২।৩

ঔপনিষদ: অস্ত্র প্রণবধনু লইয়া উপাসনার তীক্ষ্ণবাণ গ্রহণ কর। ভাবপূর্ণ চিত্তে সেই বাণ আকর্ষণ পূর্ব্বক পুরুষোত্তমকে লক্ষ্য করিয়া বিদ্ধ কর।

প্রণবো ধনুঃ শরো হ্যাত্মা ব্রহ্মতল্লক্ষ্যমুচ্যতে।
অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবত্তন্ময়ো ভবেৎ॥ মুণ্ডক ২।২।৪

প্রণব ধনু আর জীবাত্মা বাণ এবং লক্ষ্য করিতেছে পরব্রহ্ম পরমেশ্বর। প্রমাদরহিত বাণসিদ্ধ ব্যক্তির ন্যায় তন্ময় হইয়া যাওয়া চাই।

ভিদ্যতে হৃদয় গ্রন্থিচ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি তস্মিন্দৃষ্টে পরাবরে॥

পরম পুরুষোত্তম ভগবানকে দর্শন করিলে হৃদয়ের গ্রন্থি ছেদ হইয়া সকল সংশয় ক্ষয় হইয়া যায় এবং কর্মকামনা দূর হইয়া যায়।

ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং
তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি ॥ ২।২।১০

সেখানে সূর্য্য, চন্দ্রগ্রহ, তারকা বা বিদ্যুতের ভাতিও নাই। অগ্নির কোন্ প্রয়োজন। সেই পরমাত্মার প্রকাশেই সকল প্রকাশিত হয় তাঁহার প্রকাশ ভিন্ন আর কিছুর প্রয়োজন নাই।

ব্রহ্মৈবেদমমৃতং পুরস্তা
দ্ব্রহ্ম পশ্চাদ্ব্রহ্ম দক্ষিণতশ্চোত্তরেণ।
অধশ্চোর্দ্ধং চ প্রসৃতং ব্রহ্মৈবেদং
বিশ্বমিদং বরিষ্ঠম্ ॥ ২।২।১১

অমৃতস্বরূপ পরব্রহ্মই সম্মুখে, পশ্চাতে, উত্তরে, দক্ষিণে, ঊর্দ্ধ, অধঃ সর্ব্বদিক্ ব্যাপিয়া বিশ্বময় হইয়া আছেন।

দুই পাখী এক জাতি

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া
সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্য
নশ্নন্নন্যো অভিচাকশীতি ॥ মুণ্ডক ৩।১।১

এক সঙ্গের সঙ্গী দুই পাখী, এক বৃক্ষ আশ্রয়ে থাকে। তাহাদের একটি বৃক্ষের কর্মফল ভোগ করে, আর অপরটি ফল না খাইয়া শুধু দ্রষ্টা হইয়া থাকে।

সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নো

অনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ।

জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশ

মস্য মহিমানমিতি বীত শোকঃ॥ মুণ্ডক ৩।১।২

এক শরীর-বৃক্ষাশ্রয়ে অবস্থিত জীবাত্মা শরীরের আসক্তিতে মজিয়াছে। তাই মুগ্ধ হইয়া শোকগ্রস্ত যদি কখনও ভগবৎ কৃপায় অভিন্ন পরমাত্মার মহিমা প্রত্যক্ষ করিতে পারে তবেই সে শোকমোহরহিত হইয়া থাকে।

সত্যেন লভ্যস্তপসা হ্যেষ আত্মা

সম্যগ্ জ্ঞানেন ব্রহ্মচর্য্যেণ নিত্যম্।

অন্তঃশরীরে জ্যোতির্ময়ো হি শুভ্রো

যং পশ্যন্তি যতয়ঃ ক্ষীণদোষাঃ॥ মুণ্ডক ৩।১।৫

আত্মা সত্যভাষণ তপস্যা ব্রহ্মচর্য্য বিশুদ্ধ জ্ঞানের মধ্যদিয়াই প্রকাশিত হন। সর্ব্বপ্রকার দোষরহিত প্রযত্নশীল সাধকই তাঁহাকে দর্শন করিতে পারে।

বৃহচ্চ তদ্দিব্যমচিন্ত্যরূপং

সূক্ষ্মাচ্চ তৎ সূক্ষ্মতরং বিভাতি।

দূরাৎ সুদূরে তদিহান্তিকে চ

পশ্যৎস্বিহৈব নিহিতং গুহায়াম্॥ ঐ ৩।১।৭

পরব্রহ্ম দিব্য ও অচিন্ত্যস্বরূপ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মরূপে প্রকাশিত। তিনি দূরে অতি দূরে আবার এই শরীরগুহায় অবস্থান করেন বলিয়া সত্যদ্রষ্টার নিকট অতিশয় নিকটবর্ত্তী।

স যো হ বৈ তৎপরমং ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি নাস্যাব্রহ্মবিৎ কুলে ভবতি। তরতি শোকং তরতি পাপ্‌মানং গুহাগ্রন্থিভ্যো বিমুক্তোঽমৃতো ভবতি। মুণ্ডক ৩।২।৯

যে পরব্রহ্মকে জানিয়া লয় নিশ্চয়রূপে সেই মহামনা ব্যক্তি ব্রহ্ম-স্বরূপতা লাভ করে। তাহার বংশেও অজ্ঞানী লোক জন্মগ্রহণ করে না। তিনি শোকপাপহইতে এবং শরীর গ্রন্থি হইতে মুক্ত হইয়া যান।

যস্যান্তঃ সর্বমেবেদমচ্যুতস্যাব্যয়াত্মনঃ।
তমারাধয় গোবিন্দং স্থানমগ্র্যং যদীচ্ছসি ॥ বিষ্ণুপুরাণ ১।১১।৮৫

যদি তুমি শ্রেষ্ঠধাম লাভ করিতে চাও তাহা হইলে যে অচ্যুত অব্যয় গোবিন্দের অধিষ্ঠানেই এই সম্পূর্ণ জগৎ ওতপ্রোত হইয়া আছে তাহাকেই আরাধনা কর!

কশ্যপ

সপ্তর্ষি মণ্ডলে যাঁহাদের নাম প্রসিদ্ধ তাহাদেরই অন্যতম প্রধান ব্রহ্মার পৌত্র, মরীচির পুত্র কশ্যপ। ইনি দক্ষপ্রজাপতির তেরোটি কন্যার পাণি গ্রহণ করেন। অদিতি, দিতি, দনু, কালা, দনায়ু, সিংহিকা, ক্রোধা, প্রাধা, বিশ্বা, বিনতা, কপিলা, মনু এবং কদ্রু নাম্নী কশ্যপপত্নীগণের পুত্র কন্যায় সৃষ্টি পুষ্টি লাভ করে। অদিতির সন্তান দ্বাদশ আদিত্য, দিতির সন্তান দৈত্য, দনুর সন্তান দানব, মনুর সন্তান মনুষ্য প্রভৃতি। কশ্যপের ভার্য্যা অদিতি অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। সেই অদিতির সন্তান ইন্দ্রাদি দেবতাগণের স্বার্থরক্ষার জন্যই ভগবান অদিতির গর্ভে বামনরূপে অবতীর্ণ হন। কশ্যপ মুনিকে জীবজগতের আদি পিতা বলা যায়। তিনি বলেন—

পুণ্য ফল কেমন ?

আসংযোগাৎ পাপকৃতামপাপাং
স্তুল্যো দণ্ডাঃ স্পৃশতে মিশ্রভাবাৎ
শুষ্কেনার্দ্রং দহ্যতে মিশ্রভাবা
ন্নমিশ্রঃ স্যাৎ পাপকৃদ্ভিঃ কথকিঞ্চিৎ

মহাভারত শান্তি ৭।৩।২৩

শুষ্ককাষ্ঠের সঙ্গে জলেভিজা কাঠও জলিয়া যায়, তেমনই পাপাত্মার সঙ্গে অতি পুণ্য বালকেরও দণ্ড-ভোগ করিতে হয়। অতএব পাপীর সংসর্গে থাকিবে না।

পুণ্যস্য লোকো মধুমান্ঘৃতাচি
হিরণ্য জ্যোতিরমৃতস্য নাভিঃ।
তত্র প্রেত্য মোদতে ব্রহ্মচারী
ন তত্র মৃত্যুর্নজরানোত দুঃখম্॥ ঐ ৭৩।২৬

পুণ্যবান লোকের সঙ্গে থাকিলে সকল লোকই মধুময়—অমৃত ময় হইয়া যায়। সেখানে সুখের জ্যোতি ঘৃতপ্রদীপ জলে। সেখানে জরা মৃত্যুর প্রবেশ অধিকার নাই।

বশিষ্ঠ

সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মার মানস পুত্ররূপে বশিষ্ঠের আবির্ভাব। কোনো সময় মিত্রাবরুণ হইতে আবার কোনো কল্পে আগ্নেয় পুত্ররূপে বশিষ্ঠের জন্ম। ইহার পত্নী সতী অরুন্ধতী। সূর্য্য বংশের পৌরোহিত্য করিবার নিমিত্ত ব্রহ্মার আদেশ হইলে বশিষ্ঠ মুনি প্রথমতঃ সেই কার্য্যে স্বীকৃত হন নাই। তাহার কারণ পৌরোহিত্যে নানাপ্রকার লোভের

উৎপাত্ত হইতে পারে, এইরূপ সম্ভাবনা আছে। ব্রহ্মা যখন তাহাকে বুঝাইয়া বলিলেন—এই সূর্য্যবংশে শ্রীভগবান রামচন্দ্ররূপে আবির্ভূত হইবেন তখন বশিষ্ঠ এই পৌরোহিত্য স্বীকার করিলেন।

প্রথমতঃ তিনি সমগ্র সূর্য্য বংশেরই পুরোহিত ছিলেন। কিন্তু নিমি মহারাজের সঙ্গে কোনো বিষয়ে বিবাদের ফলে তিনি শুধু অযোধ্যার রাজগুরুরূপে অযোধ্যার খুব নিকটবর্ত্তী স্থানে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়া অবস্থান করেন। ইক্ষাকু বংশের সহিতই তাহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। এই বংশের সর্ব্বপ্রকার মঙ্গল চিন্তাই ছিল তাহার একান্ত কাম্য। অনা-বৃষ্টি অতিবৃষ্টি বা কোনোরূপ বিপদের সময়ে ডাক পড়িত এই মুনি বশিষ্ঠের। গঙ্গানয়ন সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ চিত্ত নিরাশ ভগীরথকে গুরু বশিষ্ঠই উৎসাহিত করেন এবং মন্ত্রোপদেশ পূর্ব্বক এই মহৎ কার্যে তাহাকে নিযুক্ত করেন।

মহারাজ দিলীপের কোনো সন্তান ছিল না। গুরু বশিষ্ঠের আজ্ঞায় নন্দিনীর সেবা-ফলে তিনি পুত্রলাভ করেন।

বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের বিরোধ চিরপ্রসিদ্ধ। ইহার মূলে আছে একটি কামধেনুর প্রসঙ্গ। বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয় রাজা তিনি সসৈন্যে বশিষ্ঠের আশ্রমে অতিথি হইলে বশিষ্ঠ তাহার আশ্রমের কামধেনুর সহায়ে রাজা ও তাহার জনগণের ভোজন পানাদির সুব্যবস্থা করেন। কামধেনুর ঐশ্বর্য্য দেখিয়া বিশ্বামিত্র উহা যেকোনো মূল্যে ক্রয় করিতে ইচ্ছা করেন। বশিষ্ঠ গো বিক্রয় করিতে রাজী হইলেন না। বিশ্বামিত্র বলপূর্ব্বক গোধন হরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলে কামধেনু নিজ শরীর হইতে সৈন্য সৃষ্টি করিয়া প্রতিরোধ করেন। বিশ্বামিত্র পরাজিত হইয়া তপোবলের শক্তি প্রত্যক্ষ করিলেন। তিনি নিজে তপস্যার শক্তি অর্জ্জনে প্রবৃত্ত হইলেন। তপস্যায় বহু শক্তি অর্জন করিলেন বটে, কিন্তু বশিষ্ঠের সহিত তিনি কোনোমতেই পারিয়া উঠিলেন না। তিনি

ব্রহ্মর্ষি হইতে পারিলেন না। তাহার দুঃখ বশিষ্ঠ তাহাকে ব্রহ্মর্ষি বলিয়া স্বীকার করেন না। একে একে বশিষ্ঠের শত পুত্রকে বিশ্বামিত্র হত্যা করিলেন। বশিষ্ঠ ক্ষমামূর্ত্তি বিশ্বামিত্রের প্রতি তাহার কিছুমাত্র বিদ্বেষ দেখা গেলনা। এমন কি কোনো একদিন বিশ্বামিত্র আত্মগোপন করিয়া বশিষ্ঠকে হত্যা করিবার জন্য আসিয়া শুনিতে পাইলেন অরুন্ধতীর সহিত বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রের প্রশংসা করিতেছেন। তিনি বলিতেছেন "সাধ্বী অরুন্ধতি, বিশ্বামিত্রের মত ভাগ্যবান পুরুষই এই জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে নির্জনে তপস্যা করিতেছেন।"

বিশ্বামিত্র যাহাকে শত্রু বলিয়া হত্যা করিতে কৃতসঙ্কল্প সেই বশিষ্ঠের মুখে নিজের প্রশংসা শুনিয়া বিশ্বামিত্র বিস্মিত। তিনি তৎক্ষণাৎ বশিষ্ঠের সমীপে উপস্থিত হইলেন এবং তাহার পাপ সঙ্কল্পের কথা প্রকাশ করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন, সেইদিন বশিষ্ঠও তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া ব্রহ্মর্ষিরূপে বরণ করিলেন।

শ্রীরামকে শিষ্যরূপে পাইয়া বশিষ্ট ধন্য হইয়া গেলেন। যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে যে ত্যাগ বৈরাগ্য জ্ঞান বিজ্ঞানের কথা উপদিষ্ট হইয়াছে, উহা হিন্দু সংস্কৃতির এক বিশিষ্ট অধ্যায় বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। সপ্তর্ষির অন্যতম বশিষ্ঠ শ্রীরাম প্রেমে পূর্ণ তাঁহার জীবনের সঙ্গে গ্রথিত হওয়ার ফলে শ্রীরাম চন্দ্রের চারিত্রিক সৌন্দর্য্য যেন অধিকতর পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে অনুরক্ত শিষ্যস্বরূপে।

কুশিকবংশে মহারাজ গাধির পুত্র বিশ্বামিত্র) ইনি সাধু ঋষিগণের যজ্ঞ বাধা দূর করিবার নিমিত্ত শ্রীরাম লক্ষণকে দশরথের নিকট প্রার্থনা করিয়া সঙ্গে লইয়া যান। তারকা প্রভৃতিকে বধ করিয়া অহল্যা উদ্ধারক রাম বিশ্বামিত্রের অনুগমনপূর্ব্বক লক্ষণের সহিত রাজর্ষি জনকের সভায় গমন করেন। বিশ্বামিত্রের শিষ্যরূপেই শ্রীরাম হরধনু ভঙ্গকরেন এবং জানকীর পাণিগ্রহণ করেন।

ব্রহ্মর্ষি বিশ্বামিত্র পরোপকার ও তপস্যায় তাহার জীবন অতিবাহিত করেন।

বশিষ্ঠের পুত্র শক্তি বা শক্ত্রি পুত্র পরাশর মহামুনি। এই পরাশরের পুত্র কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস।

বশিষ্ঠ মুনি—তীর্থ সেবা

প্রাপ্নোষ্যারাধিতে বিষ্ণৌ মনসা যদ্‌যদিচ্ছসি।
ত্রৈলোক্যান্তর্গতং স্থানং কিমু বৎসোত্তমোত্তমম্‌॥

শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ১।১১।৪৯

শ্রীবিষ্ণুর আরাধনায় মনে যে সঙ্কল্প উদয় হইবে তাহাই অনায়াসে পূর্ণ হইবে। হে বৎস, ত্রিলোকে পরম উৎকৃষ্ট স্থানের অধিকার সম্বন্ধে কি আর বলিব?

মানস তীর্থ

সত্যতীর্থং ক্ষমাতীর্থং তীর্থমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
সর্ব্বভূতদয়াতীর্থং তীর্থানাং সত্যবাদিতা
জ্ঞানতীর্থং তপস্তীর্থং কথিতং তীর্থসপ্তকম্‌।
সর্ব্বভূত দয়াতীর্থে বিশুদ্ধির্মনসো ভবেৎ
ন তোয়পূতদেহস্য স্নানমিত্যভিধীয়তে
স স্নাতো যস্য বৈ পুংসঃ সুবিশুদ্ধং মনো ভবেৎ॥

স্কন্দ পুরাণ বৈষ্ণব অঃ মা ১০।৪৬-৪৮

সত্য, ক্ষমা, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ সর্ব্বজীবে দয়া, সত্যবাদিতা, জ্ঞান ও তপস্যা এই সাতটি মানসতীর্থ। সর্ব্বজীবে দয়ারূপ তীর্থেই মনের

বিশুদ্ধি হইবে। দেহ জলধৌত হইলেই স্নান হইল বলা যায় না। যাহার মন শুদ্ধ হয় নাই স্নান করিলেও তাহার স্নান হয় নাই।

মহর্ষি পিপ্পলাদ—তপস্যার ফল

তেষামেবৈষ ব্রহ্মলোকো যেষাং
তপো ব্রহ্মচর্য্যং যেষু সত্যং প্রতিষ্ঠম্।
তেষামসৌ বিরজো ব্রহ্মলোকো
ন যেষু জিহ্মমনৃতং ন মায়া চেতি॥

প্রশ্নোপনিষৎ ১।১৫-১৬

যাহাদের তপস্যা ও ব্রহ্মচর্য্য আছে সত্য প্রতিষ্ঠা আছে ব্রহ্মলোকে অধিকার তাহাদেরই। যাহারা কুটিলতা ও মিথ্যা ব্যবহার করে তাহারা বিরজ ব্রহ্মলোকে স্থান পায় না।

বিজ্ঞানাত্মা সহ দেবৈশ্চ সর্ব্বৈঃ
প্রাণা ভূতানি সম্প্রতিষ্ঠন্তি যত্র।
তদক্ষরং বেদয়তে যস্তু সৌম্য
স সর্বজ্ঞঃ সর্বমেবাবিবেশেতি॥

প্রশ্ন ৪।১১

হে প্রিয়, যাহাকে আশ্রয় করিয়া প্রাণ, পঞ্চমহাভূত, ইন্দ্রিয়গণ ও অন্তঃকরণ সহিত বিজ্ঞানস্বরূপ আত্মা আশ্রয় লয় সেই অবিনাশী পরমাত্মাকে যে জানিয়া লয়, সেই ব্যক্তি সর্বস্বরূপ পরমাত্মার স্বরূপে প্রবেশ করে।

সপ্তর্ষি

মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলহ, পুলস্ত্য, ক্রতু, ভৃগু ও বশিষ্ঠ ইহারা সপ্তর্ষি মণ্ডলে কীর্ত্তিত। ইহারা ব্রহ্মার মানসপুত্র।

(১) মরীচি প্রবৃত্তি লক্ষণ ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক রূপে প্রসিদ্ধ। সনকাদি চতুঃসন ব্রহ্মার মানসপুত্র কিন্তু নিবৃত্তি লক্ষণ ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক। ব্রহ্ম-পুরাণ দশসহস্র শ্লোকাত্মক। ব্রহ্মা এই পুরাণ মরীচিকে উপদেশ করিয়াছেন। সপ্তর্ষিমণ্ডলে উত্তরদিকে ইহার অবস্থিতি।

(২) অত্রি মুনির পুত্র দত্তাত্রেয় ভগবান্। চিত্রকেতুকে ভক্তির উপদেশ দানে অঙ্গিরা মুনি প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। এই চিত্রকেতু যদিও উমাদেবীর সমীপে অপরাধী হইয়া বৃত্রাসুররূপে অভিশপ্ত জীবন যাপন করিতে বাধ্য হন, তথাপি দেবরাজ ইন্দ্রের বজ্রাহত অবস্থায় তাঁহার পুর্ব্বস্মৃতি ভক্তির ভাব কিরূপ দৃঢ় ছিল তাহা প্রকাশিত হয়। এই ভক্তিময় জীবনের উপদেষ্টা অঙ্গিরা।

(৩) পুলস্ত্যঋষি দেবর্ষি নারদকে বামনপুরাণ উপদেশ করেন। রাক্ষস ধ্বংসের জন্য পরাশর এক অভিচার যজ্ঞে প্রবৃত্ত হন। বশিষ্ঠের অনুরোধে পুলস্ত্য রাক্ষসনিধন যজ্ঞহইতে পরাশরকে প্রতিনিবৃত্ত করেন। পরাশর এই কার্য্যের জন্য সর্ব্ববিদ্যা-বিশারদ হইয়াছিলেন।

(৪) পুলহ সনন্দনের শিষ্য। ব্রহ্মার আদেশ অনুসারে পুলহ বিভিন্ন প্রকার জীব সৃষ্টি ব্যাপারে সৃষ্টির সহায়তায় প্রবৃত্ত হন।

(৫) বালখিল্য নামে যে ক্ষুদ্রকায় ঋষিগণের কথা মহাভারতে বিশেষভাবে বর্ণিত আছে তাহাদের পিতা ক্রতু। কোনো কল্পে ইনি ব্যাস হইয়াছিলেন। আবার কোনো কল্পে ইনি ব্রহ্মার বামনেত্র হইতে জন্ম গ্রহণ করেন।

পরঃ পরাণাং পুরুষো যস্য তুষ্টো জনার্দনঃ।
স প্রাপ্নোত্যক্ষয়ং স্থানমেতৎ সত্যং ময়োদিতম্॥

বিষ্ণুপুরাণ ১।১১।৪৪

পরা প্রকৃতিরও পরম পুরুষ ভগবান জনার্দ্দন যাহার প্রতি তুষ্ট হন, সেই ব্যক্তি অক্ষয় পরম পদ লাভ করে, ইহা আমি সত্য করিয়াই বলিতেছি।

ন গুণান্ গুণিনো হন্তি স্তৌতি মন্দগুণানপি।
নান্যদোষেষু রমতে সানসূয়া প্রকীর্ত্তিতা॥
পরস্মিন্ বন্ধুবর্গে বা মিত্রে দ্বেষ্যে রিপৌ তথা।
আপন্নে রক্ষিতব্যং তু দয়ৈষা পরিকীর্ত্তিতা।

অত্রিস্মৃতি ৩৪।৪১

যে গুণী ব্যক্তির গুণ খণ্ডন করে না, কাহারও অতি অল্পগুণ দেখিলেও প্রশংসা করে, অপরের দোষ দর্শনে মন দেয় না, তাহার এই গুণকে অনসূয়া বলে।

অপর লোক নিজের বন্ধুবর্গ, মিত্র, বিদ্বেষের পাত্র, শত্রু বা যে কেহ বিপন্ন হইলে তাহাকে রক্ষা করিতে হইবে, এই বুদ্ধি দয়া।

আনৃশংস্যং ক্ষমা সত্যমহিংসা দানমার্জ্জবম্
প্রীতিঃ প্রসাদো মাধুর্য্যং মার্দবং চ যমা দশ।
শৌচমিজ্যা তপো দানং স্বাধ্যায়োপস্থনিগ্রহঃ।
ব্রতমৌনোপবাসং চ স্নানং চ নিয়মা দশ॥

দয়া, ক্ষমা, সত্য, অহিংসা, দান, সরলতা, প্রীতি, প্রসন্নতা, মধুর কথা ও কোমলতা এই দশটির নাম যম।

শৌচ, যজ্ঞ, তপস্যা, দান, স্বাধ্যায়, কামত্যাগ, ব্রত, মৌন, উপবাস ও স্নান এই দশটির নাম নিয়ম।

বিশ্বামিত্র —সত্য প্রতিষ্ঠা

সত্যেনার্কঃ প্রতপতি সত্যে তিষ্ঠতি মেদিনী
সত্যং চোক্তং পরো ধর্ম্মঃ স্বর্গঃ সত্যে প্রতিষ্ঠিতঃ।
অশ্বমেধ সহস্রং চ সত্যং চ তুলয়া ধৃতম্
অশ্বমেধ সহস্রাদ্ধি সত্যমেব বিশিষ্যতে॥

মার্কণ্ডেয় পুরাণ ৮।৮১-৪২

সত্যের প্রভাবে সূর্য্য আলোক দান করে, সত্যেই এই ধরণীর প্রতিষ্ঠা, সত্যবাদিতা পরম ধর্ম, স্বর্গও সত্যে প্রতিষ্ঠিত।

সহস্র অশ্বমেধ-ফল ও সত্য তুলাদণ্ডে তুলনা করিয়া দেখা গিয়াছে সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞহইতে সত্যই বিশেষত্ব লাভ করিয়াছে।

ভরদ্বাজ

দেবগুরু বৃহস্পতির ভ্রাতা উতথ্য। ভরদ্বাজ উতথ্যের পুত্র। ইনি শ্রীরাম ভক্ত, ব্রহ্মনিষ্ঠ, মহান্ তপস্বী ছিলেন। তীর্থরাজ প্রয়াগে গঙ্গাযমুনার সঙ্গমস্থানে অদূরে ইঁহার আশ্রম। বনবাস গমনের সময় শ্রীরাম এই ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমে একরাত্রি অবস্থান করেন। শ্রীরামকে অযোধ্যায় ফিরাইয়া লইবার উদ্দেশ্যে যখন ভরত চিত্রকূটের দিকে অগ্রসর হন তখন তিনিও এখানে একরাত্রি বাস করেন। শ্রীরাম লঙ্কা বিজয়ের পর যখন অযোধ্যায় পুষ্পকরথে প্রত্যাবর্ত্তন করেন সেই সময় প্রয়াগে অবতরণ পূর্ব্বক ভরদ্বাজের সমীপে গমন করেন। প্রতি মাঘমাসেই প্রয়াগে বহু সাধুজনের সমাগম হয়। একবার মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য প্রয়াগে শুভাগমন করিলে তাহাকে শ্রীরাম-কথা বর্ণনার জন্ত ভরদ্বাজ আগ্রহ করেন। যাজ্ঞবল্ক্য ও ভরদ্বাজ সংবাদে রামকথা অমৃতধারা প্রবাহিত।

জীর্যন্তি জীর্যতঃ কেশাদন্তা জীর্যন্তি জীর্যতঃ।
জীবিতাশা ধনাশাচ জীর্যতোঽপি ন জীর্যতি ॥
চক্ষুঃ শ্রোত্রাণি জীর্যন্তি তৃষ্ণৈকা তরুণায়তে।
সূচ্যা সূত্রং যথা বস্ত্রে সংসূচয়তি সূচিকঃ ॥
তদ্বৎ সংসার সূত্রংহি তৃষ্ণাসূচ্যোপনীয়তে।
যথা শৃঙ্গং রুরোঃ কায়ে বর্দ্ধমানে চ বর্দ্ধতে ॥
তথৈব তৃষ্ণাবিত্তেন বর্দ্ধগানেন বর্দ্ধতে।
অনন্তপারা দুষ্পূরা তৃষ্ণা দোষশতাবহা ॥
অধর্মবহুলা চৈব তস্মাত্তাং পরিবর্জয়েৎ।

পদ্ম সৃষ্টি ১৯।২৫৪-২৫৭

দেহ জীর্ণ হওয়ার সঙ্গে কেশ ও দন্ত জীর্ণ হইয়া যায়। কিন্তু বাঁচিয়া থাকার আশা এবং ধনের আশা কখনও জীর্ণ হয় না। কেবল নতুন নতুন হইয়া তৃষ্ণা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। দরজী যেমন ছুঁচের সাহায্যে বস্ত্রের মধ্যে সূত্রের প্রবেশ করায় সেইরূপ তৃষ্ণারূপ ছুঁচের মাধ্যমে অন্তঃকরণে সংসার সূত্রকে প্রবেশ করায়।

দেহের বৃদ্ধির সঙ্গে যেমন মৃগের শিং বৃদ্ধি পায়, বিত্ত বৃদ্ধির সঙ্গে সেইভাবে তৃষ্ণাও বৃদ্ধি পায়। শতসহস্র দোষযুক্ত অফুরন্ত সীমাহীন তৃষ্ণা অধর্মপূর্ণ, অতএব এরূপ তৃষ্ণা ত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

মহর্ষি পুলহ—বিষ্ণু আরাধনা

ঐন্দ্রমিন্দ্রঃ পরং স্থানং যমারাধ্য জগৎপতিম্।
প্রাপ যজ্ঞপতিং বিষ্ণুং তমারাধয় সুব্রত ॥

বিষ্ণু ১।১১।৪৭

যাঁহার আরাধনায় দেবরাজ ইন্দ্র ইন্দ্রত্ব লাভ করেন, হে সুব্রত, সেই জগৎপতি যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুর আরাধনা কর।

অত্রি

অত্রি ও অনসূয়া তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলে তাহাদের সম্মুখে ভগবান প্রত্যক্ষ দর্শন দান করেন। নানাভাবে প্রলুব্ধ হইলেও ভগবানের সমীপে তাহারা ইহলোক পরলোক সম্বন্ধে কোনো সুখের কামনা বা বর প্রার্থনা করেন নাই। অনসূয়ার ঐকান্তিক নিষ্ঠা দর্শনে ভগবান তাহার পুত্রত্ব অঙ্গীকার করেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর অত্রি অনসূয়ার পুত্ররূপে আবির্ভূত হন। ব্রহ্মার অংশে চন্দ্র, বিষ্ণুর অংশে দত্তাত্রেয় ও শঙ্করের অংশে দুর্ব্বাসার আবির্ভাব হয়।

অনসূয়ার পাতিব্রত্য লোক প্রসিদ্ধ স্বয়ং শ্রীরামচন্দ্র জানকীকে এই অত্রির আশ্রমে অনসূয়ার সমীপে উপদেশ লাভের নিমিত্ত কিছু কাল রাখেন।

ভগবান দত্তাত্রেয়ে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শঙ্কর এই ত্রিমূর্ত্তির সমাবেশ। মহাযোগেশ্বর রূপে তাহার খ্যাতি। দত্তাত্রেয় সংহিতা যোগশাস্ত্রের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। দক্ষিণ দেশে দত্তাত্রেয় ভগবানের পূজা প্রবর্ত্তিত আছে। তাঁহার তিনটি মস্তক এবং ছয়টি হাত এবং সঙ্গে একটি কুকুর ভাবনা করা হয়।

দত্তাত্রেয় মুনি—মুক্তির উপায়

ত্যক্তসঙ্গো জিতক্রোধো লঘ্বাহারো জিতেন্দ্রিয়ঃ
পিধায় বুদ্ধ্যা দ্বারাণি মনো ধ্যানে নিবেশয়েৎ ॥
শূন্যেষ্বেবাবকাশেষু গুহাসু চ বনেষু চ।
নিত্যমুক্তঃ সদা যোগী ধ্যানং সম্যগুপক্রমেৎ

বাগ্‌দণ্ডঃ কর্ম্মদণ্ডশ্চ মনোদণ্ডশ্চ তে ত্রয়ঃ।
যস্যৈতে নিয়তা দণ্ডাঃ স ত্রিদণ্ডী মহাযতিঃ॥
সর্ব্বমাত্মময়ং যস্য সদসজ্জগদীদৃশম্‌।
গুণাগুণময়ং তস্য কঃ প্রিয়ঃ কোনৃপাপ্রিয়ঃ॥

আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া জিতক্রোধ ও অল্পাহারী হইয়া বুদ্ধিদ্বারা ইন্দ্রিয় জয় পূর্ব্বক মনকে ধ্যানে লাগাইবে। নিত্য যোগযুক্ত ব্যক্তি সর্ব্বদা একান্ত স্থানে গোফায় এবং বনে থাকিয়া ধ্যান করিবে।

যাহার বাক্‌দণ্ড, কর্মদণ্ড ও মনোদণ্ড হইয়াছে, সেই ব্যক্তি ত্রিদণ্ডী মহামতি।

সৎ ও অসৎময় গুণময় ও নির্গুণ এই জগৎকে যিনি আত্মময় দর্শন করেন, হে নৃপ, তাহার আর কে প্রিয় আর কে অপ্রিয়?

মরীচি--গোবিন্দ আরাধনা

অনারাধিত গোবিন্দৈর্নরৈঃ স্থানং নৃপাত্মজ।
নহি সম্প্রাপ্যতে শ্রেষ্ঠং তস্মাদারাধয়াচ্যুতম্‌॥

যাহাবা গোবিন্দের আরাধনা করেন না, তাহারা শ্রেষ্ঠ স্থান পাইবার যোগ্য হন না, অতএব হে নৃপনন্দন তুমি অচ্যুতের আরাধনা কর।

মহর্ষি পুলস্ত্য—হরি আরাধনা

পরং ব্রহ্ম পরং ধাম যোঽসৌব্রহ্ম তথা পরম্‌।
তমারাধ্য হরিং যাতি মুক্তিমপ্যাতি দুর্লভাম্‌॥

পরমব্রহ্ম পরমধাম পরমস্বরূপ সেই শ্রীহরির আরাধনা করিলে মানুষ দুর্লভ মোক্ষপদ লাভ করিয়া থাকে।

যস্য হস্তৌ চ পাদৌ চ মনশ্চৈব সুসংযতম্ ।
বিদ্যা তপশ্চ কীর্ত্তিশ্চ স তীর্থফলমশ্নুতে ॥
প্রতিগ্রহাদুপাবৃত্তঃ সন্তুষ্টো যেন কেন চিৎ ।
অহঙ্কার নিবৃত্তশ্চ স তীর্থ ফলমশ্নুতে ॥
অক্রোধনশ্চ রাজেন্দ্র সত্যশীলো দৃঢ়ব্রতঃ ।
আত্মোপমশ্চ ভূতেষু স তীর্থফলমশ্নুতে ॥

পদ্ম সৃষ্টি ১৯।৮-১০

যাহার বহিরিন্দ্রিয় ও অন্তরিন্দ্রিয় সংযত, যিনি বিদ্যা, তপস্যা ও কীর্ত্তি লাভ করিয়াছেন, তিনিই তীর্থের ফল পাইয়াছেন। যিনি দান গ্রহণ হইতে নিবৃত্ত হইয়া যথা লাভে সন্তুষ্ট এবং যাহার অহঙ্কার নাই তিনি তীর্থবাস ফল পাইয়াছেন। যিনি ক্রোধহীন সত্যাচারী এবং জীবে দয়ালু তিনিই তীর্থের ফল পাইয়াছেন।

মহর্ষি জমদগ্নি

প্রতিগ্রহসমর্থোঽপি নাদত্তে যঃ প্রতিগ্রহম্ ।
যে লোকা দানশীলানাং স তানাপ্নোতি শাশ্বতান্
যোঽর্থান্ প্রাপ্য নৃপাদ্বিপ্রঃ শোচিতব্যো মহর্ষিভিঃ
ন স পশ্যতি মূঢ়াত্মা নরকে যাতনাভয়ম্
প্রতিগ্রহসমর্থোঽপি ন প্রসজ্যেৎ প্রতিগ্রহে ।
প্রতিগ্রহেণ বিপ্রাণাং ব্রহ্মতেজশ্চ হীয়তে ।

পদ্ম সৃষ্টি ১৯।২৬৬-২৬৮

দান গ্রহণে যোগ্য হইয়াও যাহারা দানগ্রহণ করেন না, দাতা হইলে যে পদ লাভ হয়, তাহারা সেই পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যে

ব্যক্তি জ্ঞানী হইয়াও রাজার নিকট দান গ্রহণ করে, তাহার জন্য মহর্ষিগণ দুঃখ প্রকাশ করেন। তাহার নরক ভয় নাই। দান গ্রহণে ব্রহ্মতেজ ক্ষীণ হয়। অতএব দানগ্রহণে যোগ্য হইলেও দান গ্রহণ করিবে না।

নিত্যোৎসবস্তদা তেষাং নিত্যশ্রীর্নিত্যমঙ্গলম্
যেষাং হৃদিস্থো ভগবান্ মঙ্গলায়তনং হরিঃ ॥

পাণ্ডব গীতা ৪৫

যাহাদের অন্তরে মঙ্গলময় ভগবান তাহাদের নিত্যই সম্পৎলাভ নিত্যই উৎসব।

গৌতম

গৌতম মুনির কর্ম, জ্ঞান ও তপস্যা সকলই অলৌকিক। মহর্ষি অন্ধতমা জন্মান্ধ ছিলেন। তাহার পবিত্র জীবনের আদর্শ দর্শনে প্রসন্ন হইয়া স্বর্গের কামধেনু তাহার অন্ধতা দূর করিয়া দেন। তিনি গো-মাতার অনুগ্রহে দৃষ্টিশক্তি লাভ করিলেন। এই ঘটনাহইতে তাহার নাম হইল গৌতম। ব্রহ্মার ইচ্ছা হইল সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর এক স্ত্রীরত্ন সৃষ্টি করিবেন। সত্য সত্যই তাহার কল্পনা রূপায়িত হইল অহল্যার আকৃতিতে। হল শব্দের অর্থ পাপ। পাপের ভাব—হলের ভাব হল্য। যাহাতে পাপের ভাব নাই তাহারই নাম অহল্যা। এই অহল্যাকে সংরক্ষণের নিমিত্ত ন্যাসরূপে ব্রহ্মা গৌতমমুনির সমীপে রাখিলেন। দীর্ঘকাল এই অভূতপুর্ব্ব সৌন্দর্য্যের আধার অহল্যাকে কাছে রাখিয়াও গৌতম সাধনার প্রভাবে নিজেকে অনাসক্ত রূপে অহল্যার পবিত্রতা রক্ষা করিয়াছেন। যখন তিনি ব্রহ্মার সমীপে

অহল্যাকে প্রত্যর্পণ করিতে ইচ্ছা করিলেন, ব্রহ্মা তাঁহার শীল ও সংযম দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া এই সৌন্দর্য্যনিধি অহল্যাকে গৌতম মুনির হস্তে সম্প্রদান করেন। অহল্যার গর্ভে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। ইনি মহর্ষি শতানন্দ। এই শতানন্দ রাজর্ষি জনকের পুরোহিত বলিয়া প্রসিদ্ধ।

দেবরাজ ইন্দ্র অহল্যার সমীপে সঙ্গলিপ্সা হইয়া আগমন করেন। এই প্রসঙ্গে হয়তো অহল্যার কোনোরকম সম্মতির আভাস মহামুনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তাই তিনি অহল্যাকে পাষাণরূপে পরিণত হওয়ার জন্য অভিশাপ দিলেন। পাষাণী অহল্যা নির্ব্বাক ভাষায় পাপ হরণ দীনতারণ করুণাবরুণালয় ভগবান শ্রীরামের পদধূলি প্রার্থনা করিতেছিল। এক শুভক্ষণে শ্রীরামের সেই ভুবন-পাবন অশেষমঙ্গল-নিধান পদধূলির স্পর্শে অহল্যা পবিত্র হইল। তাহার নবচেতনার সঙ্গে রূপময় নির্মল জীবন আরম্ভ হইল। গৌতম বলেন—

সর্ব্বস্ত্বিন্দ্রিয় লোভেন সংকটান্যব গাহতে।
সর্ব্বত্র সম্পদ স্তস্য সন্তুষ্টং যস্য মানসম্ ॥
উপানদ্ গূঢ়পাদস্য নন্নু চর্ম্মাবৃতেব ভূঃ।
সন্তোষামৃত তৃপ্তানাং যৎ সুখং শান্তচেতসাম্ ॥
কুতস্তদ্ধনলুব্ধানামিতশ্চেতশ্চ ধাবতাম্।
অসন্তোষঃ পরং দুঃখং সন্তোষঃ পরমং সুখম্ ॥
সুখার্থী পুরুষস্তস্মাৎ সন্তুষ্টঃ সততং ভবেৎ।

পদ্ম সৃষ্টি ১৯।২৫৮-২৬১

ইন্দ্রিয়ের লোভেই সকলে বিপদে পড়ে। যাহার মন সন্তুষ্ট সে সর্ব্বত্র সম্পদ লাভ করে। পায়ে যদি পাদুকা থাকে ভূমি চর্মাবৃতের মতই মনে হয়। সন্তোষামৃতে তৃপ্ত হইলে শান্তচিত্ত ব্যক্তিগণ যে

সুখ অনুভব করেন ইতস্ততঃ ধাবমান ধনলুব্ধ ব্যক্তি উহা কোথায় পাইবে? অসন্তোষ পরম দুঃখ, সন্তোষই পরম সুখ। সুখাভিলাষী ব্যক্তি সর্ব্বদা সন্তুষ্ট থাকিবে।

চিরেণ মিত্রং বধ্নীয়াচ্চিরেণ চ কৃতং ত্যজেৎ।
চিরেণ হি কৃতং মিত্রং চিরং ধারণমর্হতি ॥
রাগে দর্পে চ মানে চ দ্রোহে পাপে চ কর্ম্মণি।
অপ্রিয়ে চৈব কর্ত্তব্যে চিরকারী প্রশস্যতে ॥
বন্ধুনাং সুহৃদাং চৈব ভৃত্যানাং স্ত্রীজনস্য চ।
অব্যক্তেষ্বপরাধেষু চিরকারী প্রশস্যতে ॥

মহা শাঃ ২৬৬।৬৯-৭১

দীর্ঘকাল পরীক্ষার পর বন্ধু বলিয়া গ্রহণ করিবে। দীর্ঘকাল পরীক্ষার পর ত্যাগ করিবে। দীর্ঘকাল পরীক্ষার পর যে বন্ধুকে গ্রহণ করা হয়, তাহাকেই দীর্ঘকাল বন্ধু বলিয়া স্বীকার করা যায়। আসক্তি, অহঙ্কার, অভিমান, দ্রোহাচরণ, পাপকর্ম এবং অপ্রিয়কর্ম সাধনে যাহারা বিলম্ব করেন তাহারাই প্রশংসা ভাজন হইয়া থাকেন। বন্ধুর বান্ধবের, ভৃত্যের, স্ত্রীলোকের, অব্যক্তঅপরাধ বিষয়ে যিনি দীর্ঘকাল অপেক্ষা করেন, তিনিই প্রশংসনীয়।

চিরং বৃদ্ধানুপাসীত চিরমন্বাস্য পূজয়েৎ।
চিরং ধর্ম্মান্নিষেবেত কুর্য্যাচ্চান্বেষণং চিরম্ ॥
চিরমন্বাস্য বিদুষশ্চির শিষ্টানুপাস্য চ।
চিরং বিনীয় চাত্মানং চিরং যাত্যনবজ্ঞতাম ॥
ব্রুবতশ্চ পরস্যাপি বাক্যং ধর্ম্মোপসংহিতম্।
চিরং পৃষ্টোঽপি চ ব্রূয়াচ্চিরং ন পরিতপ্যতে ॥

মহা শা ২৬৬।৭৫৭-৭

দীর্ঘকাল বৃদ্ধ ও জ্ঞানীর সেবা করিবে। তাহাদের সঙ্গে থাকিয়া সম্মান করিবে। দীর্ঘকাল ধর্মের সেবা করিবে। দীর্ঘকাল অন্বেষণ করিয়া সন্ধান লইবে। বিদ্বান ও শিষ্ট লোকের উপাসনা দীর্ঘকাল কর্ত্তব্য। অনেকদিন বিনয়ী থাকিলে অনেকদিন আদরণীয় হওয়া যায়। কেহ ধর্মকথা বলিলে অনেকক্ষণ ধরিয়া শুনিবে। কেহ প্রশ্ন করিলে দীর্ঘকাল বিচারের পর উত্তর দিবে। এ ভাবে চলিলে আর পরিতাপ করিতে হইবে না।

বিশুদ্ধবুদ্ধিঃ সমলোষ্টকাঞ্চনঃ
সমস্তভুতেষু সমঃ সমাহিতঃ
স্থানং পরং শাশ্বতমব্যয়ং চ
পরং হি গত্বা ন পুনঃ প্রজায়তে ॥

শুদ্ধ বুদ্ধি মানব যাহার সমীপে লোষ্ট্র ও কাঞ্চন সমভাব যিনি সমস্ত জীবের প্রতি সমদৃষ্টি সম্পন্ন তিনি পরম মঙ্গলময় নিত্যধাম প্রাপ্ত হন। তাহাকে আর পুনর্জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না।

বেদাচ্ছে্ ষ্ঠাঃ সর্ব্বযজ্ঞক্রিয়াশ্চ
যজ্ঞাজ্জপ্যং জ্ঞানমার্গশ্চ জপ্যাৎ।
জ্ঞানাদ্ধ্যানং সঙ্গরাগব্যপেতং
তস্মিন্ প্রাপ্তে শাশ্বতস্যোপলব্ধিঃ ॥

বেদ অধ্যয়ন হইতে যজ্ঞ ক্রিয়া শ্রেষ্ঠ—উহা হইতে জপ শ্রেষ্ঠ, জপ হইতে জ্ঞানপথ শ্রেষ্ঠ, জ্ঞান হইতে ধ্যান শ্রেষ্ঠ। ধ্যান হইতে সঙ্গাসক্তি ত্যাগ, এই আসক্তি ত্যাগ হইতেই শাশ্বত বস্তুর উপলব্ধি।

সমাহিতো ব্রহ্মপরোঽপ্রমাদী
শুচিস্তথৈকান্তরতির্যতেন্দ্রিয়ঃ।

সমাপ্নুয়াদ্ যোগমিমং মহাত্মা
বিমুক্তিমাপ্নোতি ততঃ স্বযোগতঃ ॥

মার্কণ্ডেয় ৪১।২০-২৬

ব্রহ্মপরায়ণ অপ্রমাদী ব্যক্তি সমাহিত হইয়া শুচি ও ইন্দ্রিয় সংযম দ্বারা একান্ত রতি হইলে সেই মহাত্মা এই যোগরহস্য লাভ করিয়া যোগবলে মুক্তি লাভ করেন।

দধীচি

অশ্বিনীকুমারদ্বয় দেবতাগণের চিকিৎসক। তাহারা ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিতে ইচ্ছা করেন। ইহাদিগকে ব্রহ্মবিদ্যা দেওয়া হউক, ইহা দেবরাজের ইচ্ছা মোটেই নয়। বরং তাহার প্রতিজ্ঞা—যদি কেহ অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে এই ব্রহ্মবিদ্যা দান করে, তাহা হইলে তাহাকে হত্যা করিব। মহর্ষি দধীচি পরোপকারীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠপদাধিকারী। অশ্বিনীকুমারদ্বয় বিদ্যার্থী হইয়া তাঁহার শরণাগত হইলেন।

মহর্ষি দধীচি তাহাদিগকে যোগ্য অধিকারী বিবেচনা করিয়া ব্রহ্মবিদ্যা দিতে রাজী হইলেন। ইন্দ্রের প্রতিজ্ঞার বিষয় অশ্বিনীকুমার জানিতেন। তাহারা বলিলেন—যাহাতে আপনার কোনো ক্ষতি না না হয় তাহার ব্যবস্থা আমরা করিব। দধীচি মুনির মস্তক কাটিয়া তাহাতে দিব্যবিদ্যাবলে অশ্বিনীকুমার অশ্বের মস্তক লাগাইয়া দিলেন। ঋষি অশ্বশির হইয়া ব্রহ্মজ্ঞান উপদেশ করিলেন। জ্ঞান দান সমাপ্ত হইলে দেবরাজ বিষয়টি জানিতে পারিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন। তিনি পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়া ঋষির মস্তক ছেদন করিলেন।

এরূপ একটি অবস্থার জন্য অশ্বিনীকুমার পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত ছিলেন। তাহারা মহর্ষির পূর্ব্বমস্তক পুনরায় যথাস্থানে সংযুক্ত করিয়া দিলেন। দধীচি পূর্ব্বের ন্যায় রূপ ধারণ করিলেন।

কিছুদিন পরের কথা। ত্বষ্টার যজ্ঞকুণ্ড হইতে উদ্ভূত বৃত্রাসুর প্রবল পরাক্রমী হইয়া স্বর্গলোক অধিকার করিয়া লইল। ইন্দ্র আসন-চ্যুত হইয়া অত্যন্ত অসহায়। ব্রহ্মার শরণগ্রহণভিন্ন তখন আর তাহার অন্য কোনো গতি নাই। তিনি ব্রহ্মার উপদেশ গ্রহণ করিতে গেলেন। ব্রহ্মা ভগবান বিষ্ণুর স্তব করিয়া দর্শন প্রার্থনা করিলে ভগবান দর্শন দিয়া বলিলেন—মহর্ষি দধীচি বহুদিন উগ্র তপস্যার ফলে মহাতেজস্বী হইয়াছেন। তাহার শরীরের হাড় এরূপ শক্তিসম্পন্ন হইয়াছে যে, একমাত্র সেই কঠিন হাড়দিয়া যদি বজ্রনামে অস্ত্রনির্মাণ করা সম্ভব হয়, তবে উহা দ্বারাই বৃত্রাসুরকে ধ্বংস করা যাইতে পারে। তবে বলপূর্ব্বক কেহ দধীচিকে বধও করিতে পারিবেনা, আর তাহার হাড় সংগ্রহ করাও যাইবে না। এক তিনি যদি নিজে স্বেচ্ছায় তাহার হাড় প্রদান করেন, তবেই বজ্র নির্ম্মাণ সম্ভব হইতে পারে।

দেবতাগণ দধীচি মুনির আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। নানাভাবে সাধুর প্রশংসা করিয়া দেবতাগণ তাহাদের প্রার্থনীয় বিষয়টির জন্য অনুরোধ করিলেন। মহর্ষি শুধু বলিলেন—বেশতো, আমার এই ভঙ্গুর শরীরতো একদিন যাইবেই তবে পরোপকারে যদি যায় তাহাতো আনন্দেরই কথা। তবে আমার যে একটি বাসনা আছে। সেটি পূর্ণ না হইলে যে আবার আমাকে দেহ ধারণ করিতে হইবে। আমার ইচ্ছা ছিল একবার সমস্ত তীর্থে স্নান করিয়া আসি, তাহা আর বুঝি হইল না। দেবরাজ ইন্দ্র বলিলেন—মুনিবর আপনার অভিষেকের নিমিত্ত এই নৈমিষারণ্যে আমরা সকল তীর্থের আবাহন করিতেছি। অমনি নৈমিষারণ্যের পুণ্যতীর্থে সকল তীর্থের সম্মেলন হইল। দধীচি

সেই মহাতীর্থ সম্মেলনে অভিষিক্ত হইয়া ধ্যানমগ্নচিত্তে দেহত্যাগের জন্য আসনে বসিলেন।

একটি গাভী তাহার ক্ষুরধার রসনা দ্বারা মহর্ষির দেহের চর্ম মাংস ক্রমশঃ লেহন করিয়া হাড় বাহির করিয়া ফেলিল। ঋষি তিলে তিলে যন্ত্রণা সহ্য করিবার মত অসীম ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার চরম পরীক্ষা দিয়া তাহার সহিত যে শত্রুতা করিয়াছেন, সেই ইন্দ্রেরই উপকারের নিমিত্ত দেহ ত্যাগ করিলেন।

এরূপ সহিষ্ণুতা ক্ষমা ধৈর্য্য আর কোনো চরিত্রে দেখা যায় না।

দধীচিমুনির পরোপকার

যোঽধ্রুবেণাত্মনা নাথা নধর্ম্ম নযশঃ পুমান্।
ঈহেত ভূতদয়য়া স শোচ্যঃ স স্থাবরৈরপি॥
এতাবানব্যয়ো ধর্ম্মঃ পুণ্যশ্লোকৈরুপাসিতঃ।
যো ভূত শোক হর্ষাভ্যামাত্মা শোচতি হৃষ্যতি॥
অহো দৈন্যমহোকষ্টং পারক্যৈ ক্ষণভঙ্গুরৈঃ।
যন্নোপকুর্য্যাদ স্বার্থৈর্ম্মর্ত্যঃ স্বজ্ঞাতিবিগ্রহৈঃ॥

শ্রীমদ্ভাগবত ৬।১০।৮ ১০

যে ব্যক্তি অধ্রুব অস্থায়ী দেহ দ্বারা ধর্ম বা যশঃ লাভ করিল না, যে প্রাণীর প্রতি দয়া করিতে ইচ্ছা করিল না, সে স্থাবর হইতেও শোচনীয়। পুণ্যশ্লোক মহাত্মগণ শ্রেষ্ঠধর্ম বলিয়া যাহার আচরণ করিয়াছেন, উহা হইতেছে জীবের শোকে দুঃখানুভব করা ও জীবের আনন্দে আনন্দিত হওয়া।

ক্ষণভঙ্গুর এই শরীর দ্বারা যদি অপরের উপকার করা সম্ভব না হইল, তবে তার কি হইল। শুধু কি জাতি বিরোধ করিবার জন্যই এই শরীর! বড়ই দুঃখের কথা বড়ই কষ্টের কথা।

আরণ্যক

মহামুনি আরণ্যক বহুকাল তপস্যা করিয়াও মনে শান্তি পাইলেন না। তিনি তপোলোক ত্যাগ করিয়া পৃথিবীতে কোনো মহামুনি জ্ঞানীর খোঁজে ভ্রমণে বাহির হইলেন। বহুস্থান পর্য্যটন করিয়া দীর্ঘজীবি লোমশ মুনির কাছে আসিয়া তিনি পরমপদ লাভের উপায় কি এই সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলেন। লোমশ মুনি তাহাকে পাপপুণ্য ধর্মফল যে ক্ষয়িষ্ণু ইহা ভাল ভাবেই বুঝাইয়া দিলেন। তিনি অবশেষে বলিলেন—ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের আরাধনায় জীবের পরম কল্যাণ সাধিত হয়। আপনি পরব্রহ্ম শ্রীরামের উপাসনা করুন। লোমশ মুনির নির্দ্দেশ অনুসারে আরণ্যক অযোধ্যা নগরে কল্পতরুমূলে বিচিত্র মণ্ডপে রত্নবেদীতে রত্নখচিত সিংহাসনে সপার্ষদ নানা ভূষণালঙ্কৃত মুনিমনোহারী ভগবান শ্রীরামকে ধ্যান করেন—উপাসনা করেন। শ্রীরামের তত্ত্ব, তাঁহার লীলা, অবতারকারণ এবং ভক্তবাৎসল্যাদি সদ্‌গুণাবলীর পরিচয়ে আরণ্যক একান্ত মনে আরাধনায় মগ্নচিত্ত। এই ভাবে তাহার বহুদিন অতিবাহিত হইয়াছে। এদিকে লঙ্কা-বিজয়াদি সমাপ্ত করিয়া শ্রীরাম অযোধ্যায় রাজসিংহাসনে আরোহণ পূর্ব্বক অশ্বমেধ যজ্ঞ করিবেন, বলিয়া যজ্ঞীয় অশ্ব ছাড়িয়া দিয়াছেন। সেই সময় অশ্ব রক্ষার নিমিত্ত ভ্রমণ করিতে করিতে শত্রুঘ্ন রেবা নদীর তীরবর্ত্তী আরণ্যক মুনির আশ্রমদ্বারে উপস্থিত হইয়া রাম উপাসনা পরায়ণ মুনির সঙ্গে পরিচিত হইলেন। শ্রীরামের যজ্ঞ সংবাদ পাইয়া মুনি আরণ্যকের আনন্দের আর সীমা রহিলনা। তিনি তাহার সাধনার ধন প্রত্যক্ষ করিবেন বলিয়া আনন্দে নাচিয়া উঠিলেন। অনতিবিলম্বে তিনি অযোধ্যা নগরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রীরাম তখন যজ্ঞের উপযুক্ত বেশ ধারণ করিয়াছেন। যজ্ঞশালায় নগ্ন

গাত্র নবদূর্ব্বাদল শ্যামকান্তি শ্রীরামচন্দ্র সর্ব্বাভরণ পরিত্যক্ত পীতবসন মৃগচর্ম্মের উত্তরীয় শ্রীহস্তে কুশশোভা। শ্রীরাম যাচক প্রার্থীগণের অভিলাষ অনুসারে মুক্ত হস্তে দান করিতেছেন। ঋষিকণ্ঠে বেদমন্ত্র উচ্চারিত হইতেছিল। আরণ্যক মুনি ঐভাবে তাঁহার আরাধ্য ভগবানকে দর্শন করিয়া প্রেমমগ্ন। হঠাৎ শ্রীরামের দৃষ্টি মুনির প্রতি আকৃষ্ট হইল। ভগবান্ মর্য্যাদা পুরুষোত্তম আসন হইতে ছুটিয়া আসিলেন। মুনিকে স্বাগত প্রশ্ন করিয়া সেই ভক্ত মুনির চরণে লুণ্ঠিত হইয়া প্রণাম করিলেন। ভগবানের এই ব্যবহারে মুনিপ্রবর বিস্মিত হইয়া তাঁহাকে বক্ষঃস্থলে ধারণ পূর্ব্বক আলিঙ্গন-পাশে আবদ্ধ করিলেন। শ্রীরাম পাদ ধৌত করিয়া দিয়া মুনিকে শ্রেষ্ঠ আসনে উপবেশন করাইলেন এবং যথোপযুক্ত পূজা করিতে লাগিলেন। আরণ্যক মুনি ভগবানের এই ব্যবহারে স্তম্ভিত। তিনি রামনাম জপ করিতে করিতে রামগুণ বর্ণনায় মগ্ন হইলেন। তিনি বলেন—সমাগত সজ্জনগণ আপনারা দেখুন, আমি যাঁহাকে দীর্ঘকাল আরাধনা করিয়াছি, যাঁহার নাম সকল সাধনার সার বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি, যে পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবানের মহিমা বেদ পুরাণ মুক্তকণ্ঠে গান করেন, আজ আমার কি ভাগ্যোদয় তিনি স্বয়ং আমাকে আদর পূজা করিতেছেন। আমার সাধনা আজ পূর্ণ হইয়াছে। আজ আমার আরাধ্য ভগবানের সঙ্গে মহামিলনের পরমানন্দ। বলিতে বলিতে মুনির ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া প্রাণ বহির্গত হইল ও শ্রীরামের সঙ্গে মিলিত হইয়া রহিল। তিনি বলেন—

ত্বন্নামস্মরণান্মূঢ় সর্ব্বশাস্ত্র বিবর্জ্জিতঃ।
সর্ব্বপাপাব্ধি মুত্তীর্য স গচ্ছেৎ পরমং পদম্॥
সর্ব্ববেদেতিহাসানাং সারার্থোঽয়মিতি স্ফুটম্।
যদ্রামনামস্মরণং ক্রিয়তে পাপতারকম্॥

তাবদ্ গর্জ্জন্তি পাপানি ব্রহ্মহত্যাসমানি চ
ন যাবৎ প্রোচ্যতে নাম রামচন্দ্র তব স্ফুটম্ ।
ত্বন্নাম গর্জ্জনং শ্রুত্বা মহাপাতক কুঞ্জরাঃ
পলায়ন্তে মহারাজ কুত্রচিৎ স্থানলিপ্সয়া ॥

পদ্ম পাতাল ৩৭।৫০-৫৩

শাস্ত্রজ্ঞানহীন মূঢ়ব্যক্তিও তোমার স্মরণমাত্র সকল পাপ হইতে নিস্তার পাইয়া পরমপদ লাভ করিবেন। সকল বেদের স্ফুট সিদ্ধান্ত এই যে, শ্রীরামনাম স্মরণে সকল পাপ দূর হইয়া যায়। হে রামচন্দ্র, যতদিন তোমার নাম স্ফুট ভাবে উচ্চারিত না হয়, ততদিনই ব্রহ্মহত্যা প্রভৃতি পাপগুলি গর্জ্জন করে। তোমার নামের ধ্বনি শুনিয়া মহাপাতক-রূপ হস্তীগুলি কোথাও স্থান পাইবার আশায় ছুটিয়া পালায়।

শ্রীরাম মহিমা

কিং যাগৈর্বিবিধৈরন্যৈঃ সর্ব্বসম্ভার সস্কৃতৈঃ।
স্বল্পপূণ্যপ্রদৈর্নূনং ক্ষয়িষ্ণুপদদাতৃকৈঃ ॥
মূঢ়ো লোকো হরিং ত্যক্ত্বা করোত্যন্যসমর্চনম্।
রঘুবীরং রমানাথং স্থিরৈশ্বর্যপদপ্রদম্” ॥
যো নরৈঃ স্মৃতমাত্রোঽসৌ হরতে পাপপর্বতম্।
তং মুক্ত্বা ক্লিশ্যতে মূঢ়ো যোগযাগব্রতাদিভিঃ ॥
সকামৈর্যোগিভির্বাপি চিন্ত্যতে কামবর্জ্জিতৈঃ।
অপবর্গপ্রদং নৃণাং স্মৃতমাত্রাখিলাঘহম্ ॥

পদ্মপুরাণ পাতাল ৩৫।৩০-৩৮

বহু উপচারপরিপূর্ণ বিবিধ যজ্ঞে কি লাভ হইবে? এই সকল যজ্ঞের ফল কম্বিস্তু এবং অতি অল্প পুণ্যদায়ক। রমানাথ রঘুবীর যিনি স্থির ঐশ্বর্য্য প্রদান করেন তাহাকে ত্যাগ করিয়া মূঢ়লোক অপরের অর্চ্চনা করে। যিনি স্মরণমাত্র জীবের পাপপর্ব্বত হরণ করেন, তাহাকে ছাড়িয়া মূঢ়লোক যোগযাগ ব্রতাদিতে ক্লেশ প্রাপ্ত হয়।

সকাম অথবা নিষ্কাম যোগী যিনিই স্মরণ করুন, তিনি স্মরণমাত্র সকল পাপ দূর করিয়া অপবর্গ ফল প্রদান করেন।

লোমশমুনি—ভগবদর্চনা

রামান্নাস্তি পরোদেবো রামান্নাস্তি পরং ব্রতং।
ন হি রামাৎ পরোযোগো ন হি রামাৎ পরো মখঃ।
তং স্মৃত্বা চৈব জপ্ত্বা চ পূজয়িত্বা নরঃ পদম্।
প্রাপ্নোতি পরমাং ঋদ্ধি মৈহিকামুষ্মিকীং তথা॥
সংস্মৃতো মনসা ধ্যাতঃ সর্ব্বকামফলপ্রদঃ
দদাতি পরমাং ভক্তিং সংসারাম্ভোধি তারিণীম্॥
শ্বপাকোঽপি হি সংস্মৃত্য রামং যাতি পরাং গতিম্
যে বেদশাস্ত্র নিরতাস্ত্বাদৃশাস্তত্র কিং পুনঃ॥
সর্বেষাং বেদশাস্ত্রাণাং রহস্যং তে প্রকাশিতম্।
সমাচর তথা ত্বং বৈ যথা স্যাত্তে মনীষিতম্॥
একোদেবো রামচন্দ্রো ব্রতমেকং তদর্চনম্।
মন্ত্রোপ্যেকশ্চ তন্নাম শাস্ত্র তদ্ধ্যেব তৎস্তুতিঃ॥
তস্মাৎ সর্ব্বাত্মনা রামচন্দ্রং ভজ মনোহরং।
যথা গোষ্পদবত্তুচ্ছো ভবেৎ সংসারসাগরঃ॥

রাম হইতে পরমদেবতা পরমব্রত পরমযোগ শ্রেষ্ঠযজ্ঞ আর কিছু নাই। তাঁহাকেই স্মরণ করিয়া—জপ করিয়া—পূজা করিয়া—মানুষ পরম পদ লাভ করে। ঐহিক পারলৌকিক যে কিছু কামনা ফল-প্রদানকারী রাম স্মরণেই সংসিদ্ধ হয়। শ্রীরাম সংসারের পারে যাইবার ভক্তিনৌকা দান করেন। নিকৃষ্ট ব্যক্তিও রাম স্মরণে শ্রেষ্ঠ গতি লাভ করে। বেদশাস্ত্রানুগত ধর্ম্মাচরণশীল ব্যক্তির কথা আর কি বলিব। আমি সকল বেদশাস্ত্রের তাৎপর্য্য প্রকাশ করিয়া বলিলাম। এখন তোমার যেমন বিবেচনা হয় সেইভাবে আচরণ কর। এক দেবতা শ্রীরাম, একব্রত তাঁহার অর্চ্চনা, এক মন্ত্র রামনাম, একশাস্ত্র তাঁহার মহিমা গান। অতএব মনোহারী শ্রীরামচন্দ্রকে সর্ব্বরূপে ভজন কর। এই সংসার সাগর অতি তুচ্ছ গোষ্পদের ন্যায় মনে হইবে।

আপস্তম্ব ঋষি—গো সেবা

গাবঃ প্রদক্ষিণী কার্য্যা বন্দনীয়া হি নিত্যশঃ।
মঙ্গলায়তনং দিব্যাঃ সৃষ্টাস্ত্বেতাঃ স্বয়ম্ভুবাঃ ॥
অপ্যাগারাণি বিপ্রাণাং দেবতায়তনানি চ।
যদ্গোময়েন শুদ্ধ্যন্তি কিং ব্রূমোহ্যধিকং ততঃ ॥
গোমূত্রং গোময়ং ক্ষীরং দধি সর্পিস্তথৈব চ
গবাং পঞ্চ পবিত্রাণি পুনন্তি সকলং জগৎ।
গাবো মে চাগ্রতো নিত্যং গাবঃ পৃষ্ঠত এব চ।
গাবো মে হৃদয়ে চৈব গবাং মধ্যে বসাম্যহম্ ॥

স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা মঙ্গলায়তন গো-মাতাকে সৃষ্টি করিয়াছেন। তাহাকে নিত্য প্রদক্ষিণ ও বন্দনা করা প্রয়োজন। দেবগৃহ এবং পণ্ডিত ব্রাহ্মণের গৃহ গোময়দ্বারা শুদ্ধ করা হয়। গো-শরীর জাত গোমূত্র, গোময়, দুধ, দধি,

ঘৃত, এই পঞ্চগব্য সব কিছু পবিত্র করে। সম্মুখে পিছনে মনে সর্ব্বত্র আমি গো-মাতাকে স্মরণ করি (শ্রীগোবিন্দের চরণ অনুস্মরণ করিয়া) আমি গো-মণ্ডলীর মধ্যে অবস্থান করি।

দুর্ব্বাসা

দুর্ব্বাসাকে আমরা সাধারণতঃ ক্রোধনস্বভাবমুনি রূপেই জানি। অম্বরীষ রাজার প্রতি ক্রোধ প্রকাশের ফলে দুর্ব্বাসাকে কিরূপ বিপন্ন হইতে হইয়াছিল তাহা ভাগবতের বর্ণনায় অনেকেই শুনিয়াছেন। বনবাস কালে পঞ্চপাণ্ডবের অতিথি হইয়া দুর্য্যোধনের নির্দ্দেশে তাহাদের সর্ব্বনাশ করিবার জন্য তিনি গিয়াছিলেন, সে কথাও প্রসিদ্ধ। শ্রীকৃষ্ণ দ্রৌপদীর শূন্যভাণ্ড হইতে শাককণা ভোজন করিয়া তৃপ্ত হওয়ার ফলে সশিষ্য দুর্বাসা উদরপূর্ত্তি অনুভব করিয়া সেখান হইতে পলায়নপর হইয়াছিলেন তাহা কাহারও অবিদিত নাই। এই মুনিপ্রবর যে সত্যই খুব বেশী ভোজন করিতেন না, তাহা কিন্তু তাহার নামেই বুঝা যায়। তিনি বলেন—

সাধু মহিমা

অহো অনন্ত দাসানাং মহত্ত্বং দৃষ্টমদ্য মে।
কৃতাগসোঽপি যদ্‌রাজন্ মঙ্গলানি সমীহতে॥
দুষ্করঃ কোন্নু সাধূনাং দুস্ত্যজো বা মহাত্মনাম্।
যৈঃ সংগৃহীতো ভগবান্ সাত্বতামৃষভো হরিঃ॥
যন্নামশ্রুতিমাত্রেণ পুমান্ ভবতি নির্ম্মলঃ।
তস্য তীর্থপদঃ কিংবা দাসানামবশিষ্যতে॥

অহো আশ্চর্য্য! অনন্ত দাসগণের মহত্ত্ব অদ্য আমি দেখিলাম। তাহারা হে রাজন্, অত্যন্ত অপরাধী জনেরও মঙ্গল কামনা করেন। সাধুদের কোন্ কার্য্যে অসামর্থ্য। মহাত্মারা কিনা ত্যাগ করিতে পারেন? যাহারা ভক্তগণের পরমবান্ধব শ্রীহরিকে সংগ্রহ করিয়াছেন তাহাদের সমীপে কিছুই অসম্ভব নয়। যাহার নাম শ্রবণেই মানুষ পবিত্র হইয়া যায়, সেই তীর্থপদ ভগবানের দাসগণের সমীপে প্রার্থনীয় আর কি অবশিষ্ট থাকে?

ঋতম্ভর ঋষি—গো-সেবা ফল

যো বৈ দংশান্ বাররতি তস্য পূর্ব্বেকৃতার্থকাঃ।
নৃত্যন্ত্যুত্যুৎসবাদ স্মাংস্তারয়িষ্যতি ভাগ্যবান্॥

পদ্ম পাতাল ৩০।৬০

গো-মাতার শরীর হইতে যে মশামাছি উড়াইয়া দেয়, তাহার পূর্ব্ব পুরুষগণ আনন্দে নৃত্য করিয়া ভাবেন, এই ভাগ্যবান আমাদিগকে উদ্ধার করিবে।

মহর্ষি ঔর্ব—ধরণীকে কে ধারণ করে?

দোষ হেতূনশেষাংশ্চ বশ্যাত্মা যো নিরস্যতি।
তস্য ধর্ম্মার্থ কামানাং হানির্নাল্পাপি জায়তে॥
সদাচাররতঃ প্রাজ্ঞো বিদ্যাবিনয় শিক্ষিতঃ।
পাপেঽপ্যপাপঃ পরুষে হ্যভিধত্তে প্রিয়াণি যঃ
মৈত্রীদ্রবান্তঃকরণস্তস্য মুক্তিঃ করে স্থিতা॥
যে কাম ক্রোধলোভানাং বীতরাগা ন গোচরে।
সদাচার স্থিতাস্তেষামনুভাবৈর্ধৃ তা মহী॥

বিষ্ণুপুরাণ ৩।১২।৪০-৪২

প্রাণিনামুপকারায় যথৈবেহ পরত্র চ
কর্ম্মণা মনসা বাচা তদেব মতিমান্ ভজেৎ ॥

ঐ ৩।১২।৪৫

যে মনকে বশীভূত করিয়া সকল দোষের কারণ দূর করিয়া জীবন যাপন করে, তাহার ধর্ম্ম অর্থ বা কামনা কিছুরই কোনো ক্ষতি হয় না। সদাচারনিরত বিদ্যাবিনয়নম্র প্রাজ্ঞ পাপপ্রকৃতি লোকের সঙ্গেও যে অপাপবিদ্ধ। পরুষবাক্যেও যে প্রিয়বাক্য উচ্চারণ করে, যে সর্ব্বদা মিত্রভাবে দ্রবীভূত অন্তর, মুক্তি তাহার করতলে। যাহারা কাম ক্রোধ লোভে অনাসক্ত হইয়া সদাচার পালন করে, তাহাদের প্রভাবেই ধরণী ধৃত হয়।

মহর্ষি গালব—শালগ্রাম পূজা

পঞ্চামৃতেন স্নপনং যে কুর্বন্তি সদা নরাঃ
শালগ্রামশিলায়াং চ ন তে সংসারিণো নরাঃ
মুক্তের্নিদানমমলং শালগ্রামগতং হরিং
হৃদি ন্যস্য সদা ভক্ত্যা যো ধ্যায়তি স মুক্তিভাক্
তুলসীদলজাং মালাং শালগ্রামোপরি ন্যসেৎ
চাতুর্মাস্যে বিশেষেণ সর্ব্বকামানবাপ্নুয়াৎ।
ন তাবৎ পুষ্পজামালা শালগ্রামস্য বল্লভা।
সর্ব্বদা তুলসী দেবী বিষ্ণোর্নিত্যং শুভা প্রিয়া॥
তুলসীবল্লভা নিত্যং চাতুর্ম্মাস্যে বিশেষতঃ।
শালগ্রামো মহাবিষ্ণুস্তুলসী শ্রীর্ন সংশয়ঃ॥
অতো বাসিত পানীয়ৈঃ স্নাপ্য চন্দন চর্চিতৈঃ

মঞ্জরীভির্যুতং দেবং শালগ্রামশিলাহরিম্ ।
তুলসীসম্ভবাভিশ্চ কৃত্বা কামানবাপ্নুয়াৎ ॥
পত্রে তু প্রথমে ব্রহ্মা দ্বিতীয়ে ভগবাঞ্ছিবঃ
মঞ্জর্য্যাং ভগবান বিষ্ণুস্তদেকত্রস্থয়া তদা
মঞ্জরীদল সংযুক্তা গ্রাহ্যা বুধজনৈঃ সদা ।
তাং নিবেদ্য হরৌ ভক্ত্যা জন্মাদিক্ষয়কারণম্ ॥
মনুষ্য নৈব নারকী ॥

স্কন্দ পুরাণ চা মা ১১।৫৪-৬১

যাহারা নিত্য শালগ্রাম শিলাকে পঞ্চামৃতে স্নান করায়, তাহারা সাধারণ সংসারী নয়। যে ব্যক্তি মুক্তির নিদান শালগ্রামে শ্রীহরিকে ভক্তিসহিত ধ্যান করে, সে মুক্তি লাভ করিতে পারে। যে চাতুর্মাস্য ব্রতকালে তুলসীর মালা শালগ্রামে অর্পণ করে, তাহার সর্ব্বপ্রকার কামনা পূর্ণ হয়। পুষ্পের মালা তুলসীমালার মত প্রিয় নয়। সর্ব্বদাই তুলসী বিষ্ণুর প্রেয়সী। তুলসী চিরদিনই বিষ্ণুবল্লভা চাতুর্মাস্যে আবার বিশেষ করিয়া প্রিয়। শালগ্রাম মহাবিষ্ণু আর তুলসী শ্রীলক্ষ্মী রূপা। অতএব গন্ধ, পানীয়, স্নানীয়; চন্দন তুলসীর মঞ্জরীযুক্ত হইয়া শালগ্রাম হরির প্রীতি বিধায়ক হয়। এই ভাবে মঞ্জরী অর্পণে সকল পূর্ণ হয়। মঞ্জরীর প্রথম দলে ব্রহ্মা, দ্বিতীয়ে ভগবান শিব, মঞ্জরীতে শ্রীবিষ্ণু। এই ভাবে ত্রিমূর্ত্তির একত্র অবস্থিতি। মঞ্জরীযুক্ত তুলসী বুদ্ধিমান জন গ্রহণ করেন। এরূপ তুলসীনিবেদন জন্ম মৃত্যু নিরোধ করে।

মার্কণ্ডেয়

মৃকণ্ডুমুনি বহুদিন তপস্যা করিয়া ভগবান শ্রীশঙ্করের অনুগ্রহে মার্কণ্ডেয়কে পুত্ররূপে লাভ করেন। ইঁহার আয়ুস্কাল মাত্র ১৬ বৎসর

ছিল। মার্কণ্ডেয় পঞ্চদশ বর্ষ অতিক্রম করিলে মৃকণ্ডু মুনি অত্যন্ত শোকার্ত্ত হইয়া পড়িলেন। তিনি জানিতেন, তাঁহার পুত্র অল্পায়ু। পিতার ঐ শোকাচ্ছন্ন অবস্থা দেখিয়া মার্কণ্ডেয় তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। পিতার নিকট তাহার আয়ুর কথা শুনিয়া তিনি পিতাকে আশ্বাস প্রদান করিয়া বলিলেন, আমি শঙ্করের প্রসন্নতা বিধান করিয়া দীর্ঘায়ু বর প্রার্থনা করিব। আপনি চিন্তা করিবেন না। পিতার অনুমতি অনুসারে দক্ষিণ সমুদ্রতটে তিনি শঙ্করের আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। যখন তাহার মৃত্যুকাল আসিয়া উপস্থিত হইল, তিনি আর্ত্তস্বরে শঙ্করের স্তব করিতে লাগিলেন। মৃত্যুকে তিনি দর্শন করিয়াও অভীত কণ্ঠে বলিলেন—দাঁড়াও আমি শঙ্করের স্তব শেষ করি। কাল বলেন—তাহা হইতে পারেনা, এখনই তোমার মৃত্যু নিশ্চিত। মৃত্যুঞ্জয়-স্তোত্র পাঠ নিরত মার্কণ্ডেয় শিবকরুণা স্মরণকরিয়া মৃত্যুকে পরিহার করিতে কৃতসঙ্কল্প। সত্যই মৃত্যু যখন তাহাকে গ্রাস করিতে আসিল, তখন শঙ্কর প্রকট হইয়া মার্কণ্ডেয়কে অভয়আশ্রয় প্রদান করিলেন। মার্কণ্ডেয় শিবানুগ্রহে অমর লইয়া রহিলেন।

তিনি নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী ছিলেন। দীর্ঘকাল পুষ্পভদ্রা নদীর তীরে মার্কণ্ডেয় নরনারায়ণের আরাধনায় মগ্নচিত্ত হইয়া ছিলেন। বহুকাল এই ভাবে অতীত হইলে দেবরাজ ইন্দ্র তাহার তপস্যা ভঙ্গের জন্য নানারূপ প্রলোভনের বিষয় উপস্থিত করেন,—এই মার্কণ্ডেয়ের সমীপে। ভগবৎকৃপায় কাম, বসন্ত, অপ্সরা সকলই ব্যর্থ হইয়া গেল। মুনির যোগভঙ্গ হইল না। কামজয়ী হইয়াও অগর্ব্বিত মুনি ভগবৎকৃপায় নির্ভর করিয়া তাঁহাকে সাক্ষাৎ দর্শন দিলেন। ভগবদ্ দর্শনানন্দে কৃত কৃতার্থ মুনি কোনো বর প্রার্থনা করেন না। শুধু বলেন, আমি মায়ার রহস্য বুঝিতে চাই, তোমার মায়ার বিস্তার দেখিতে চাই। তোমার ও তোমার মায়ার স্বরূপ দর্শনেই জীবের পরম লাভ। আর কোনো প্রার্থনা

আমার নাই। নরনারায়ণ ঋষিযুগল মার্কণ্ডেয়কে আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক বদরিকাশ্রমে চলিয়া গেলেন।

কিছুদিন পরের কথা। একদিন মুনি দেখিলেন, কেবল কালমেঘ আর সর্ব্বদিক অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া গেল। এমন ভীষণ মেঘ-গর্জ্জন যেন বধির হওয়ার উপক্রম। মুষলধারে বৃষ্টি। বর্ষণের ফলে প্লাবন, সমুদ্রের সঙ্গে সব একাকার। সমগ্র পৃথিবী প্রলয়ের জলে ডুবিয়া যায়। কোথাও কিছু নাই। বৃক্ষ, বন, লতা ক্ষেত্র, পর্ব্বত, সকলই জলে ডুবিয়া গেল। মুনি সেই জলে ভাসিতে লাগিলেন। মহান্ধকারে তরঙ্গের পর তরঙ্গ উঠিয়া মুনিকে এক স্থান হইতে স্থানান্তরে ফেলিয়া দিতেছিল। তিনি বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। হঠাৎ সেই প্রলয় জলে এক বটবৃক্ষ তাহার দৃষ্টিগোচর হইল। বৃক্ষটি নব নব পত্রমণ্ডিত ছিল। আশ্চর্য্যান্বিত মুনি বৃক্ষের সমীপে আসিয়া দেখিলেন—উহার এক পত্র নৌকার মত হইয়া আছে আর তাহার উপর সুন্দর এক বালক শয়ন করিয়া আছে। সেই শিশু সর্ব্বাঙ্গসুন্দর। নিজের দক্ষিণ কমল চরণের অঙ্গুষ্ঠ নিজের কমলকরে আকর্ষণ করিয়া চুষিতেছেন। সেই বালক কাহারও অপেক্ষা রাখে না। সর্ব্বপ্রকার সহায়তা নিরপেক্ষ স্বয়ং সম্পূর্ণ আত্মলীল—আত্মক্রীড়—আপ্তকাম।

অদ্ভুত শিশুকে কোলে করিবার জন্য লালসান্বিত মুনি অগ্রসর হওয়ামাত্র তাহার শ্বাসের আকর্ষণে তিনি নাসারন্ধ্রের দ্বারে সেই বালকের উদরস্থ হইয়া গেলেন। উদরমধ্যে অবস্থানকালে মুনি বিশ্বরচনায় যতকিছু দৃশ্য আছে, তাহা সকলই দর্শন করিয়া বুঝিলেন, এই মায়াসৃষ্টি প্রপঞ্চ দর্শন পরমেশ্বরের কৃপাভিন্ন কোনোমতেই সম্ভব নয়। ভগবান কৃপা পূর্ব্বক মুনিকে বুঝাইলেন—সর্ব্বেশ্বরের আশ্রয়েই মায়ারচিত বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও গতি। ভগবানের ধ্যানে নিমগ্ন তপস্বীর তপস্যা প্রভাবে চমৎকৃত উমাদেবী শঙ্করকে বলিলেন, ইহার তপস্যার

উপযুক্তফল দান করুন। শঙ্কর বলিলেন—মার্কণ্ডেয় পরম ভক্ত, সে কোনো ফল কামনা করেনা। যদি সাক্ষাৎ তাহার প্রভাব দেখিতে হয়, চল, তাহার কাছে যাই। শঙ্কর খুব নিকটে। ধ্যানস্থ মুনির কিছুমাত্র চাঞ্চল্য হইল না। তিনি স্বহৃদয়ে সেই কর্পূরধবল শঙ্করকে সম্মুখে দর্শন করিয়া যথোপযুক্ত পূজা করিলেন। শঙ্কর বর দিতে চাহিলে তিনি বলিলেন—হে প্রভু, আপনি যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে আমাকে এই বর প্রদান করুন, যেন ভগবানে আমার অবিচলা ভক্তি থাকে এবং ভক্তের প্রতি আমার অনুরাগ হয়। মার্কণ্ডের পুরাণের অন্তর্গত শ্রীশ্রীচণ্ডী সপ্তশতী নামে সুপ্রসিদ্ধ।

কেমন হবে ?

দয়াবান্ সর্ব্বভূতেষু হিতে রক্তোঽনসূয়কঃ
সত্যবাদী মৃদুর্দান্তঃ প্রজানাং রক্ষণে রতঃ
চর ধর্ম্মং ত্যজাধর্ম্মং পিতান্ দেবাংশ্চ পূজয়
প্রমাদাদ্ যৎকৃতং তেঽভূৎসম্যগ্দানেন তজ্জয়
অলং তে মানমাশ্রিত্য সততং পরবান্ ভব ॥

মহা ধন ১৯১।২৩-২৫

সর্ব্বজীবে দয়ালু ও হিতাচরণে নিযুক্ত থাকিয়া পরের গুণে দোষারোপ না করিয়া জীবন যাপন কর। সত্যবাদী, মৃদু, সংযতেন্দ্রিয় এবং প্রজাপালনে নিরত থাক। ধর্ম্মানুশীলন কর, অধর্ম্ম ত্যাগ কর, পিতৃগণ ও দেবতার পূজাকর। ভুল করিয়া যদি কাহারও প্রতি অন্যায় করিয়া থাক, তাহার জন্য তাহাকে দান কর। আমি কাহারও 'কর্ত্তা প্রভু' এই অভিমান করিও না। নিজেকে অপর সকলের সেবক রূপে ভাবনা কর।

যোজনানাং সহস্রেষু গঙ্গাং স্মরতি যো নরঃ।
অপি দুষ্কৃতকর্ম্মাসৌ লভতে পরমাং গতিম্ ॥
কীর্ত্তনান্মুচ্যতে পাপৈর্দৃষ্ট্বা ভদ্রাণি পশ্যতি।
অবগাহ্য চ পীত্বা চ পুনাত্যাসপ্তমং কুলম্ ॥
সত্যবাদী জিতক্রোধো অহিংসাং পরমাং স্থিতঃ।
ধর্ম্মানুসারী তত্ত্বজ্ঞো গো ব্রাহ্মণহিতে রতঃ ॥
গঙ্গা যমুনয়োর্ম্মধ্যে স্নাতো মুচ্যেত কিল্বিষাৎ।
মনসা চিন্তিতান্ কামান্ সম্যক্ প্রাপ্নোতি পুষ্কলান্ ॥

পদ্ম স্বর্গ ৪১।১৪-১৭

সহস্র যোজন দূর হইতে পাপীও যদি গঙ্গাকে স্মরণ করে সে পাপমুক্ত হইয়া পরমগতি লাভ করে। গঙ্গানাম উচ্চারণে পাপ দূর হয়, দর্শনে মঙ্গল হয়, অবগাহন ও জলপানে সপ্তপুরুষপর্য্যন্ত পবিত্র হয়। সত্যবাদী, ক্রোধহীন, অহিংস, ধর্ম্মপ্রাণ, তত্ত্বজ্ঞ গোব্রাহ্মণ হিতেরত গুণবান ব্যক্তি-গঙ্গা-যমুনা সঙ্গমে স্নান করিলে পাপমুক্ত হইয়া মুক্তিলাভ করে এবং মনে যাহা অভিলাষ করে তাহাই প্রাপ্ত হয়।

শাণ্ডিল্য

কশ্যপবংশে মহর্ষি দেবলের পুত্র শাণ্ডিল্যমুনি গোত্রপ্রবর্ত্তক। ইনি মহারাজ দিলীপের পুরোহিত ছিলেন। ইহার মহিমা সম্বন্ধে বিচিত্র সংবাদ পুরাণে দেখিতে পাওয়া যায়। শাণ্ডিল্য সূত্র, শাণ্ডিল্য বিদ্যা, শাণ্ডিল্য সংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থে ইহার সগুণ ব্রহ্মবিষয়ক ভাবনা-ধারার সহিত পরিচয় লাভ করা যায়। শাণ্ডিল্য সূত্রে তিনটি অধ্যায়ে ছয়টি আহ্নিক আছে। জীবের স্বরূপ, তাহার বন্ধন কারণ, মুক্তির

সাধন, ভক্তি ও প্রেমের কথা বিশেষতঃ ভগবদ্‌মহিমার বর্ণনা এই সূত্রে সুন্দরভাবে বলা হইয়াছে। পরমানুরাগ পরমেশ্বর সম্বন্ধে হইলেই যে উহাকে ভক্তি বলা যায় এবং এই অনুরাগ যে ভগবানের প্রিয়তা ধর্ম্মেরই সূচনা করে তাহা শাণ্ডিল্য সূত্রে পরিস্ফুট করা হইয়াছে।

নন্দগোপের পুরোহিতরূপে, শতানীকের পুত্রেষ্টি যজ্ঞে প্রধান ঋত্বিক্‌ রূপে আবার সারথি স্বরূপে ইঁহার উল্লেখ আছে। প্রভাসক্ষেত্রে শঙ্করের পূজা প্রবর্ত্তন করিয়া তিনি দীর্ঘকাল তপস্যা করেন। তিনিবলেন—

ব্রজের পরিচয়

শৃনু ত্বং দত্তচিত্তৌ মে রহস্যং ব্রজভূমিজং।
ব্রজনং ব্যাপ্তিরিত্যুক্ত্যা ব্যাপনাদ্‌ ব্রজউচ্যতে॥
গুণাতীতং পরং ব্রহ্ম ব্যাপকং ব্রজ উচ্যতে।
সদানন্দং পরং জ্যোতির্মুক্তানাং পদমব্যয়ম্‌॥
তস্মিন্‌ নন্দাত্মজঃ কৃষ্ণঃ সদানন্দাঙ্গ বিগ্রহঃ।
আত্মারামশ্চাপ্তকামঃ প্রেমাক্তৈরনু ভূয়তে॥
আত্মা তু রাধিকা তস্য তয়ৈব রমণাদসৌ।
আত্মারামতয়া প্রাজ্ঞৈঃ প্রোচ্যতে গূঢ়বেদিভিঃ॥
কামাস্তু বাঞ্ছিতাস্তস্য গাবো গোপাশ্চ গোপিকাঃ।
নিত্যাঃ সর্ব্বে বিহারাদ্যা আপ্তকাম স্ততস্ত্বয়ম্‌॥
রহস্যং ত্বিদমেতস্য প্রকৃতেঃ পরমুচ্যতে।
প্রকৃত্যা খেলতস্তস্য লীলান্যৈরনুভূয়তে;

(স্কন্দ পুরাণ বৈষ্ণব খণ্ড)

প্রিয় পরীক্ষিত ও বজ্রনাভ, তোমাদের সমীপে আমি ব্রজের তত্ত্ব বর্ণনা করিতেছি। ব্রজ শব্দের অর্থ ব্যাপ্তি। ব্যাপক হওয়ার জন্যই ব্রজের নাম ব্রজ হইয়াছে। অর্থাৎ গুণাতীত পরমব্রহ্ম তিনিই ব্যাপক আর তিনিই ব্রজ। সদানন্দ পরম জ্যোতি মুক্তগণের পরমগতি সেই ব্রহ্মস্বরূপ ব্রজে সদানন্দাঙ্গ বিগ্রহ নন্দাত্মজ কৃষ্ণ যিনি আত্মারাম আপ্তকাম তাঁহাকে প্রেমপূর্ণ সাধুগণ অনুভব করেন। আত্মা রাধা, সেই রাধার সহিত রমণ করেন বলিয়াই তিনি আত্মারাম। তাঁহার কাম—বাঞ্ছিত গোপ, গোপী, গাভীগণ এবং নিত্য বিহার। ইহা তিনি লাভ করিয়াছেন বলিয়া তাঁহাকে আপ্তকাম বলা হইয়াছে। এই রহস্য প্রকৃতির পার। প্রকৃতির সহিত খেলাকে লীলা বলে। উহা সাধারণে অনুভব করিতে পারে।

ভৃগু

একবার সরস্বতী নদীর তীরে ঋষি সমাজে প্রশ্ন উঠিল—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, এই তিন জনের মধ্যে কাহার মহিমা অধিক? প্রশ্নের সমাধান করা কঠিন ব্যাপার। মহর্ষিভৃগুর উপর ভার পড়িল, তিনি পরীক্ষা করিয়া নির্ণয় করিবেন। ভৃগু বাহির হইলেন, প্রথমতঃ তিনি সত্যলোকে ব্রহ্মার সমীপে উপস্থিত হইলেন, কিন্তু তাঁহাকে প্রণাম নমস্কার করিলেন না। ব্রহ্মা আপন পুত্র ভৃগুর ঐ প্রকার ব্যবহার দর্শনে ক্রুদ্ধ হইলেন। তাহার ক্রোধ দেখিয়া ভৃগু তাঁহাকে [illegible] জানাইলেন—তিনি ধৈর্য্য পরীক্ষার নিমিত্তই আসিয়াছিলেন। ইহার পর ভৃগু আসিলেন কৈলাস ধামে, যেখানে শিব অবস্থান করিতেছেন। তাহাকে দেখিয়া [illegible] আলিঙ্গন করিবার জন্য

অগ্রসর হইতেছিলেন। ভৃগুমুনি কিন্তু তাহাকে উন্মার্গগামী বলিয়া আলিঙ্গন প্রত্যাখ্যান করিলেন। ফল হইল শঙ্করের ক্রোধ। তিনি ত্রিশূল লইয়া ভৃগুকে আঘাত করিতে উদ্যত হইলেন। পার্ব্বতী অনেক বুঝাইয়া তাহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিলেন। এইবার ভৃগু বৈকুণ্ঠে শ্রীবিষ্ণুর পরীক্ষায় অগ্রসর হইলেন। ভগবান মণিখচিত পালঙ্কে শুইয়া আছেন, আর লক্ষ্মী তাঁহার পাদপদ্ম সেবা করিতেছেন। এমন সময় হঠাৎ শ্রীবিষ্ণুর অন্তঃপুরে ভৃগু প্রবেশ করিলেন। বিষ্ণুকে কপট নিদ্রায় অবস্থিত দর্শন করিয়া মুনি তাহার ধৈর্য্য পরীক্ষার নিমিত্ত বক্ষঃস্থলে পাদপ্রহার করিলেন। শ্রীবিষ্ণু কিন্তু তৎক্ষণাৎ শয্যা হইতে অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন এবং অতি বিনীত ভাবে বলিতে লাগিলেন - মুনিবর, আহা আপনি কতদূর হইতে কত ক্লেশ সহ্য করিয়া আসিয়াছেন। আমার বক্ষঃ বজ্রকঠোর আর আপনার চরণ অতি কোমল। হয়তো আঘাত করিতে যাইয়া আপনার চরণেই ব্যথা লাগিয়াছে। আসুন, আপনার পদসেবা করিয়া দিই। ইঙ্গিত মাত্র স্বর্ণভৃঙ্গারে পাদধৌত করিবার জল আসিল। স্বর্ণপাত্রে ব্রাহ্মণের পাদধৌত করিয়া ভগবান তাঁহার চরমধৈর্য্য সহিষ্ণুতা এবং সেবার মনোভাবের পরিচয় দিলেন। ভৃগুমুনি এই ব্যবহারে মুগ্ধ ও বিস্মিত। তিনি সরস্বতী তীরে ঋষি-সমাজে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ঘটনাগুলি বিবৃত করিলেন। ঋষিরা সকলে একমত হইয়া বিষ্ণুর শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইলেন। তাঁহার মতে -

সাধু, ধর্ম্ম, সমতা, শান্তি

ধর্ম্মাধর্ম্ম বিবেকেন বেদমার্গানুসারিণঃ।
সর্ব্বলোকহিতাসক্তাঃ সাধবঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥
হরিভক্তিকরং যত্তৎসদ্ভিশ্চ পরিরঞ্জিতম্

আত্মনঃ প্রীতিজনকং তৎ পুণ্যং পরিকীর্ত্তিতম্
সর্ব্বভূতময়ো বিষ্ণুঃ পরিপূর্ণঃ সনাতনঃ।
ইত্যভেদেন যা বুদ্ধিঃ সমতা সা প্রকীর্ত্তিতা ॥
সমতা শত্রুমিত্রেষু বশিত্বং চ তথা নৃপ।
যদৃচ্ছালাভ সন্তুষ্টিঃ সা শান্তিঃ পরিকীর্ত্তিতা ॥

নাঃ পুঃ ১৬।২৮-৩৫

ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার করিয়া যাহারা বেদানুগত শাস্ত্রানুসারে সর্ব্বলোকের হিতের নিমিত্ত জীবন ধারণ করেন তাহারাই সাধু। শ্রীহরির ভক্তি যাহাতে হয় এবং আত্মারও সন্তোষ হয়, উহাকেই পুণ্য বলা যায়। বিষ্ণু সর্ব্বভূতে অবস্থান করেন, পরিপূর্ণ সনাতন বিষ্ণু ও জীবমাত্রে অভিন্নবুদ্ধি রাখিতে পারিলেই সমতা প্রতিষ্ঠিত হইল বলা যাইবে। শত্রু ও মিত্রের উপর যাহার সমান প্রভাব যিনি যদৃচ্ছালাভে সন্তুষ্ট তাহারই শান্তি প্রতিষ্ঠা হইয়াছে।

বাল্মীকি

অঙ্গিরাগোত্রজাত ব্রাহ্মণ রত্নাকর। সে অভাবের তাড়নায় অসৎসঙ্গে দস্যুতা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। মহাভাগ্যফলে দেবর্ষি নারদের সঙ্গপ্রভাবে তাহার জীবনের অধ্যায় পরিবর্ত্তন হয়। তিনি উল্টানাম 'মরা মরা' বলিয়াও রাম নাম উচ্চারণের সুকৃতি অর্জ্জন করেন। বাল্মীকিমুনিরূপে তাহার জীবনের যে অভিনব পরিণতি তাহাতে বিশ্ব লাভ করিয়াছে অপূর্ব্ব শ্রীরামচরিতাখ্যান সপ্তকাণ্ড রামায়ণ। আদিকবি বলিয়া প্রসিদ্ধ এই বাল্মীকি যে কারুণ্যরসের

ধারা প্রবাহিত করিয়াছেন রামায়ণে উহার তুলনা বিশ্বসাহিত্যে আর নাই বলিলে অত্যুক্তি হইবে না।

সীতাদেবী বনবাস কালে বাল্মীকির আশ্রমেই অবস্থান করেন এবং এখানেই লবকুশের জন্ম হয়। মহর্ষি বাল্মীকি তাহার অন্তরের পরমসম্পৎ রামায়ণগান প্রথম লবকুশকেই শিক্ষাদান করেন। প্রসিদ্ধি আছে, পরমারাধ্য পরম পুরুষোত্তম শ্রীরামচন্দ্রের ভাবনার প্রাখর্য্যে মুনিপ্রবর শ্রীরামাবির্ভাবের পূর্ব্বেই ভবিষ্যৎ শ্রীরামাবতার প্রসঙ্গ বর্ণনাময় রামায়ণ রচনা করিয়াছিলেন। তিনি বলেন—

রামের বাসস্থান

ত্বমেব সর্ব্বলোকানাং নিবাসস্থানমুত্তমং।
তবাপি সর্ব্বভূতানি নিবাসসদনানি হি॥
এবং স্থানং সাধারণং স্থানমুক্তংতে রঘুনন্দন।
সীতয়া সহিতস্যেতি বিশেষং পৃচ্ছতস্তব॥
তদ্‌বক্ষ্যাণি রঘু্‌শ্রেষ্ঠ যত্তে নিয়ত মন্দিরং।
শান্তানাং সমদৃষ্টীনামদ্বেষ্টৃণাং চ জন্তুষু॥
ধর্ম্মাধর্ম্মান্‌ পরিত্যজ্য ত্বামেব ভজতোঽনিশম্‌।
সীতয়া সহ তে রাম তস্য হৃৎসুখমন্দিরম্‌॥
ত্বন্মন্ত্র জাপকো যস্তু ত্বামেব শরণং গতঃ।
নির্দ্বন্দ্বো নিঃস্পৃহস্তস্য হৃদয়ং তে সুমন্দিরম্‌॥
নিরহঙ্কারিণঃ শান্তা যে রাগদ্বেষবর্জ্জিতাঃ।
সমলোষ্টাশ্মকনকাস্তেষাং তে হৃদয়ং গৃহম্‌॥
ত্বয়ি দত্তমনোবুদ্ধির্যঃ সন্তুষ্টঃ সদা ভবেৎ।
ত্বয়ি সন্ত্যক্তকর্ম্মা যস্তন্মনস্তে শুভং গৃহম্‌॥

যো ন দেষ্ট্যপ্রিয়ং প্রাপ্য প্রিয়ং প্রাপ্য ন হৃষ্যতি।
সর্ব্বং মায়েতি নিশ্চিত্য ত্বাং ভজেত্তন্মনো গৃহম্ ॥
ষড়্‌ভাবাদি বিকারান্ যো দেহে পশ্যতি নাত্মনি।
ক্ষুৎতৃট সুখং ভয়ং দুঃখং প্রাণবুদ্ধ্যোনিরীক্ষতে ॥
সংসার দুঃখৈর্নিমুর্ক্তস্তস্য তে মানসং গৃহম্।

পশ্যন্তি যে সর্ব্বগুহা শয়স্থং
ত্বাং চিদ্‌ঘনং সত্যমনন্তমেকং।
অলেপকং সর্ব্বগতং বরেণ্যং
তেষাং হৃদব্জে সহ সীতয়া বস ॥
নিরন্তরাভ্যাস দৃঢ়ীকৃতাত্মনাং
ত্বৎপাদসেবা পরিনিষ্ঠিতানাম্।
ত্বন্নামকীর্ত্যা হতকল্মষাণাং
সীতাসমেতস্য গৃহং হৃদব্জে ॥
রামত্বন্নামমহিমা বর্ণ্যতে কেন বা কথম্।
যৎপ্রভাবাদহং রাম ব্রহ্মর্ষিত্বমবাপ্তবান্ ॥

অধ্যাত্ম অযো ৬।৫২-৬৪

হে রাম, তুমিই সকললোকের নিবাসস্থান আর সর্ব্বজীবচরাচর তোমারই গৃহ। হে রাম সীতাসহ তোমার জিজ্ঞাসার উত্তরে এই সাধারণ স্থানের উল্লেখ করিলাম। এখন বিশেষ স্থানের কথা বলিতেছি শুন। যাহারা শান্ত সমদৃষ্টি হিংসাত্যাগী নিত্য তোমার ভজন পরায়ণ তাহাদের হৃদয় তোমার শ্রেষ্ঠ মন্দির। ধর্ম্মাধর্ম্ম পরিহার করিয়া যে দিবানিশি তোমাকেই ভজন করে, তাহার হৃদয়ই জানকী সহিত

তোমার সুখের আবাস। যে তোমার মন্ত্রজপ করে শরণাগত সেই ব্যক্তির হৃদয়ই তোমার সুখের ঘর। যে দ্বন্দ্বহীন, নিস্পৃহ, অহঙ্কারশূন্য, রাগদ্বেষবর্জ্জিত, শান্ত লোষ্ট্র ও কাঞ্চনে সমদৃষ্টি, তোমাতে সমর্পিত বুদ্ধি, সদা সন্তুষ্ট, তোমার নিমিত্ত কর্ম্মত্যাগী, স্বমনা, যে অপ্রিয় বিষয়ের প্রাপ্তিতে দ্বেষ করে না, প্রিয়বস্তু পাইয়া হর্ষ প্রকাশ করে না, সকল সংসার মায়া বলিয়া নিশ্চয় করিয়া যে তোমার ভজন করে তাহার মনই তোমার মন্দির। ষড়্ভাব বিকার যে দেহধর্ম্ম বলিয়া উপেক্ষা করে ক্ষুধা তৃষ্ণা সুখ ভয় দুঃখ প্রাণ বুদ্ধির ধর্ম্ম বলিয়া মনে করে, যে সংসার দুঃখ হইতে মুক্ত, তাহার মনই তোমার গৃহ।

সর্ব্বগুহাশায়ী তোমার চিদ্ঘন সত্য অনন্ত একরূপকে অলিপ্ত, সর্ব্বগত, বরণীয় রূপে যাহারা দর্শন করে, তাহাদেব হৃদয় কমলে সীতা সহিত তুমি বাস কর।

নিরন্তর অভ্যাস দ্বারা যাহারা দেহ ইন্দ্রিয়কে দৃঢ় করিয়াছে, তোমার পাদ সেবায় যাহারা নিষ্ঠাসম্পন্ন, তোমার নামকীর্ত্তনে যাহাদের পাপ দর হইয়াছে, তাহাদের হৃদয় কমলে সীতা সহিত তুমি বাস কর। রাম, তোমার নাম মহিমা কি ভাবে কে বর্ণনা করিতে পারে? এই নামের প্রভাবে আমি রত্নাকর ব্রহ্মর্ষিত্ব লাভ করিয়াছি।

মহর্ষি শতানন্দ—তুলসীমহিমা বলেন—

নামোচ্চারে কৃতে তস্যাঃ প্রীণাত্যসুর দর্পহা।
পাপানি বিলয়ং যান্তি পুণ্যং ভবতি চাক্ষয়ম্‌॥
সা কথং তুলসী লোকৈঃ পূজ্যাতে বন্দ্যাতে নহি।
দর্শনাদেব যস্যাস্তু দানং কোটিগবাং ভবেৎ॥

ধন্যাস্তে মানবা লোকে যদ্গৃহে বিদ্যতে কলৌ।
শালগ্রামশিলার্থং তু তুলসী প্রত্যহং ক্ষিতৌ॥
তুলসীং যে বিচিন্বন্তি ধন্যাস্তে করপল্লবাঃ।
কেশবার্থং কলৌ যেচ রোপয়ন্তীহ ভূতলে॥
কিং করিষ্যতি সংরুষ্টো যমোঽপি সহকিঙ্করৈঃ।
তুলসী দলেন দেবেশঃ পূজিতেং যৈর্ন দুঃখহা॥
তুলস্যমৃত জন্মাসি সদাত্বং কেশবপ্রিয়া।
কেশবার্থং চিনোমি ত্বাং বরদা ভবশোভনে॥
ত্বদঙ্গসম্ভবৈর্নিত্যং পূজয়ামি যথা হরিম্।
তথাকুরু পবিত্রাঙ্গি কলৌ মলবিনাশিনি॥
মন্ত্রেণানেন যঃ কুর্য্যাদ্বিচিত্য তুলসীদলম্।
পূজনং বাসুদেবস্য লক্ষকোটি গুণং ভবেৎ পদ্ম॥

সৃষ্টি ৫৯।৫-১৪

তুলসীর নাম উচ্চারণ করিলে অসুর দর্পহারী ভগবান বিষ্ণু সন্তোষ লাভ করেন এবং পাপ দূর হইয়া অক্ষয় পুণ্য লাভ হয়। মানুষ কেনই বা সেই তুলসীর পূজা না করিবে? তুলসী দর্শন মাত্র কোটি গো দানজ পুণ্য লাভ হয়। যাহাদের গৃহে তুলসীবৃক্ষ তাহারা ধন্য, যাহারা শালগ্রাম পূজার তুলসী নিত্য চয়ন করে তাহারা ধন্য। যাহারা তুলসী বৃক্ষ রোপণ করে তাহারা ধন্য। যাহারা তুলসীদলে বিষ্ণুপূজা করে তাহাদের প্রতি কিঙ্কর সহিত যম রুষ্ট হইয়াই বা কি করিতে পারেন?

"ওগো তুলসি, তুমি অমৃত সম্ভবা সদা তুমি কেশবের প্রিয়া, আমি শ্রীকেশবের নিমিত্ত তোমার পত্র চয়ন করি, তুমি আমার প্রতি প্রসন্না

বরদা হও। তোমার অঙ্গজাত পত্রদ্বারা যেন নিত্য শ্রীহরির পূজা করিতে পারি, তুমি অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই করিও।”

এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক তুলসী চয়ন করিয়া যে বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ অর্চ্চনা করে, তাহার অর্চ্চনার ফল লক্ষকোটি গুণ অধিক হয়।

অষ্টাবক্র

অষ্টাবক্র ছিলেন শরীরের গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে বাঁকা। এই বক্র হওয়ার কারণ নাকি তাহার পিতার বেদমন্ত্র উচ্চারণে দোষ ধরা। তখন শিশু মাতৃ গর্ভে! পিতা মন্ত্রপাঠ করিতেছেন। আর গর্ভস্থ সন্তান তাহার ভুল ধরে। অতি বিচিত্র কথা। এজন্যই পিতা তাহাকে অভিশাপ দিলেন, ভূমিষ্ঠ হওয়ার পূর্ব্বেই তোমার এরূপ বক্রদৃষ্টি তোমার বক্র শরীরই হইবে।

অষ্টাবক্রমুনি কিন্তু জ্ঞানে বিজ্ঞানে কাহারও সমীপে হার মানিবার নন। তিনি সর্ব্ব শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া বেদজ্ঞ পণ্ডিতগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসনের অধিকারী হইলেন। রাজর্ষি জনকের সভায় এক পণ্ডিত কিছুকাল ধরিয়া দেশের সমস্ত পণ্ডিত জ্ঞানীর সঙ্গে বিচার করিবার জন্য রহিয়াছেন। তাহার সঙ্গে পণ রাখিয়া বিচার করিতে হয়। পণ্ডিত বিচারে পরাজিত হইলে তাহাকে বিজেতা সেই প্রসিদ্ধ পণ্ডিত জলে ডুবাইয়া দেয়। অষ্টাবক্রের পিতা, মামা, আরো অনেকে এই পণ্ডিতের কাছে আসিয়া পরাজিত হইয়াছেন এবং চিরদিনের মত তাহাদিগকে জলে ডুবিতে হইয়াছে। অষ্টাবক্র এই প্রসিদ্ধ পণ্ডিতের সঙ্গে বিচার করিবার জন্য রাজসভায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাহার বিকৃতরূপ দর্শনে সভাস্থ লোকেরা হাসিয়া উঠিল। অষ্টাবক্র প্রথমেই এই ব্যবহার পাইয়া চটিয়া গিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন—মনে করিয়াছিলাম

রাজর্ষি জনকের সভায় আসিয়া কোনো পণ্ডিতের দেখা পাইব বিচার করিব। এখন দেখি এখানে সব চর্ম্মকার। বিচার করিব কাহার সঙ্গে। সভার পণ্ডিতবর্গ এই কথায় অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া বলিলেন—এখানে চর্ম্মকার কোথায় দেখিলেন, ইহারা মহামুনি জ্ঞানী সব ব্রহ্ম বিচার পরায়ণ পণ্ডিত। অষ্টাবক্র বলেন, পণ্ডিত যদি থাকিত, তবে কি অধিকৃত আত্ম তত্ত্বের দর্শন না করিয়া আমার এই ভঙ্গুর শরীরের লোল চর্ম্মের দিকে দৃষ্টি পড়িত। বেশতো আপনাদের সেই দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত কোথায়? তাহার সঙ্গে আমি বিচার করিতে আসিয়াছি। বিচার হইল, একটির পর একটি তত্ত্ব সংখ্যা কেহ কাহাকেও পরাজিত করিতে পারেন না। অনেক বিচারের পর দিগ্বিজয়ী হার মানিলেন। তখন অষ্টাবক্র বলেন—এইবার আমি তোমাকে জলে ডুবাইব। তুমি আমার পূর্ব্ববর্ত্তী বড় বড় পণ্ডিতদের জলে ডুবাইয়া মারিয়াছ তাহার প্রতিকার করিব। এই দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত ছিলেন দেবদূত।

বরুণালয়ে একটি যজ্ঞের জন্য বহু পণ্ডিতের প্রয়োজন ছিল, তাই তিনি এই মর্ত্ত্যলোক হইতে ব্রহ্মজ্ঞানী পণ্ডিতগণকে জলে ডুবাইয়া বরুণ লোকে পাঠাইতেছিলেন। যজ্ঞ শেষ হইয়া গিয়াছিল। এবারে দক্ষিণা সহিত সেই সকল পণ্ডিতেরা ফিরিয়া আসিলেন। অষ্টাবক্রের গুণে তাহারা মুগ্ধ। তাহারা অষ্টাবক্রের প্রশংসা করিয়া শুধু এই কথা বলিতে লাগিলেন—

সৎপুত্র লাভের এই ফল যে, পিতৃলোক শুধু নয়, সর্ব্বলোকের তাহাতে মঙ্গল সাধিত হয়।

মুক্তিমিচ্ছসি চেত্তাত বিষয়ান্ বিষবত্ত্যজেঃ।
ক্ষমার্জ্জব দয়া শৌচং সত্যং পীযূষবৎ পিবেঃ॥

হে বৎস যদি মুক্তি পাইতে চাও, বিষয় ভোগ বিষের মত মনে করিয়া পরিত্যাগ কর। ক্ষমা, সরলতা, দয়া, শৌচ ও সত্যাচরণ অমৃতের ন্যায় আদর করিয়া পান কর।

ন জায়তে কায়বৃদ্ধ্যা বিবৃদ্ধির্যথাষ্ঠীলাঃ শাল্মলেঃ সম্প্রবৃদ্ধাঃ
হ্রস্বোঽল্পকায়ঃ ফলিতো বিবৃদ্ধো যশ্চাফলস্তস্য ন বৃদ্ধভাবঃ

মহাবন ১৩৩।৯

শরীর বৃদ্ধি হইলেই কেহ বড় হইল তাহা বুঝা উচিত নয়। শাল্মলীর গাঁঠগুলি খুব বড় হয় উহাতে কিন্তু বিশেষত্ব হয় না। ক্ষুদ্রাকৃতি অতি ক্ষুদ্রকায় বৃক্ষ হউক না কেন যদি ফলবান তবেই উহা বড় আর ফল না হইলে বড় গাছটাও বড় নয়।

জড়ভরত

রাজর্ষি ভরতের নামেই "ভারত বর্ষ"। ইনি ভারতের আদর্শ রাজা। নানাপ্রকার ভোগের সামগ্রী থাকিলেও যৌবনেই তিনি ভোগে নিস্পৃহ। তিনি ত্যাগব্রত গ্রহণ করিয়া তপস্যায় প্রবৃত্ত হন। সাধন দশায় পুলহ পুলস্ত্য আশ্রমে এক মৃগশিশুকে রক্ষা করিতে যাইয়া তাহার প্রতি আসক্তি হয়। মৃত্যুকালে সেই মৃগশিশুর ভাবনায় পর জন্মে মৃগরূপে জন্মগ্রহণ করেন। মৃগজন্মেও তাহার সাধনার স্মৃতি অব্যাহত ছিল। তাই তিনি তীর্থজলে প্রাণত্যাগ করেন এবং পরবর্ত্তী জন্মে ব্রাহ্মণগৃহে জন্মগ্রহণ করেন। এই সময়ও তাহার পূর্ব্বজন্মের স্মৃতি ভঙ্গ হয় নাই। এবার তিনি হাবা বোকার মত জীবন যাপন করেন। কোনো সময় অপরের ক্ষেত্রে প্রহরীকার্য্যে নিযুক্ত থাকাকালে নর বলির জন্য একদল ডাকাত ইঁহাকে ধরিয়া লইয়া যায়। কালীর

সম্মুখে বলি দেওয়ার জন্য প্রবৃত্ত হইলে সহসা দেবী সাক্ষাৎ আবির্ভূত হইয়া নিরীহ ব্রাহ্মণ জড়ভরতের বন্ধন ছেদনকরিয়া দিলেন এবং ডাকাতদের ধ্বংস করিলেন। মৃত্যুর মুখহইতে ফিরিয়া তিনি আপন মনে যাইতেছিলেন। পথে সিন্ধুসৌবীর দেশের রাজারক্ষগণ তাহার পাল্কীর বেহারার কাজে তাহাকে বলপূর্ব্বক নিযুক্ত করেন। এই নব নিযুক্ত বেহারা জড়ভরত অপর বাহকদের সঙ্গে সমানে পা ফেলিয়া চলিতে পারে না। রাজা তাহাকে নানাপ্রকার কটূক্তি করিলেন। জড়ভরত প্রথমতঃ কিছু বলে না। শেষ রাজার ক্রোধ চরমে উঠিল। তখন জড়ভরতের কথা ফুটিল সে এমন কথা—যে কথা রাজা কোনো শ্রেষ্ঠ গুরু দত্তাত্রেয় প্রভৃতির সমীপেই শ্রবণ করিবার জন্য যাইতেছিলেন। আঘাত খাইয়াও সহ্য করিবার শক্তি একমাত্র মহাভাগবতগণেরই থাকে। জড়ভরত মহাভাগবত। পথে যাইতে রাজা গুরু লাভ করিলেন। তিনি আর কোনো আশ্রমে না যাইয়া এই জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ জড়ভরতের উপদেশ গ্রহণেই নিজের জীবনটিকে সার্থক করিলেন। তাঁহার শিক্ষা—

রহূগণৈতত্তপসা ন যাতি
ন চেজ্যয়া নির্ব্বপণাদ্ গৃহাদ্বা।
নচ্ছন্দসা নৈব জালাগ্নিসূর্য্যৈঃ
বিনা মহৎপাদ রজোভিষেকম্॥

মহতের পাদরজোভিষেক ভিন্ন তপস্যা, যজ্ঞ, গৃহস্থের কর্ত্তব্য, কর্ম্ম সাধন, বেদপাঠ, জল, অগ্নি বা সূর্য্যের উপসানায়, সেই পরম পদ আত্মতত্ত্বজ্ঞান লাভ করা যায় না।

যত্রোত্তম শ্লোক গুণানুবাদ
প্রস্তূয়তে গ্রাম্য কথাবিঘাতঃ।

নিষেব্যমাণোঽনুদিনং মুমুক্ষো
মর্তিং সতীং যচ্ছতি বাসুদেবে ॥
শ্রীমদ্ভাগবত ৫।১২।১২-১২

মহতের সভায় নিত্যই লৌকিক সুখের কথাবিঘাতক ভগবানের গুণানুবাদ কীর্ত্তন হয়। ইহার ফলে গ্রাম্যকথাত শুনাই যায় না, বরং নিয়মিত হরিকথাশ্রবণের ফলে মুমুক্ষু ব্যক্তির শুদ্ধ বুদ্ধি ভগবান বাসুদেবে লাগিয়া যায়।

অগস্ত্য মুনি

ভারতীয় সাধুগণের স্মরণ করিতে গেলে মহাপ্রভাবশালী অগস্ত্যের কথা প্রধান ভাবেই মনে জাগে। তাঁহার অসাধারণ সামর্থ্যের বিবরণ অলৌকিক মহিমাই প্রমাণিত করে। ইহার পিতামাতা সম্বন্ধেও ভিন্ন ভিন্ন আখ্যান আছে। কল্পভেদে সেগুলির সমাধান করা ভিন্ন গত্যন্তর নাই। অগস্ত্য কিন্তু স্বনামধন্য মহামুনি, বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা।

বৃত্রাসুরের মৃত্যুর পর অসুরগণের প্রধান নির্ব্বাচিত হইলেন কালেয়। এই দৈত্য সমুদ্রের তলায় লুকাইয়া থাকিত আর সুযোগ সুবিধা হইলেই আশ্রমবাসী মুনি ঋষিদের আক্রমণ করিয়া তাহাদিগকে খাইয়া ফেলিত। এই ভাবে কিছুকাল অতিবাহিত হইলে উপদ্রবের শান্তির জন্য সকলেই অগস্ত্যমুনির শরণাপন্ন হইলেন।' মহর্ষি অগস্ত্য অসুরের উপদ্রব হইতে সকলকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে তাহার বাসস্থান সমুদ্রকে শুষ্ক করিবার জন্য সমস্ত জল গণ্ডুষ করিয়া উদরস্থ করিলেন। ঋষিগণের সহায়তায় দেবতাগণ কিছু সংখ্যক দৈত্যকে বিনাশ করিয়া

ফেলিলেন, আর যাহারা বাঁচিল প্রাণভয়ে পাতালে গিয়া আশ্রয় লইল।

দেবরাজ ইন্দ্র বিশ্বরূপ হত্যার দোষে কিছুকালের জন্য স্বর্গচ্যুত হন। এই সময় মহাপুণ্য ফলে মর্ত্ত্যের রাজা নহুষ দেবরাজ ইন্দ্রের পদে অধিষ্ঠিত হইলেন। মর্ত্ত্যের মানুষ নহুষ দেবতার পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া বড়ই গর্ব্বিত। তিনি ইচ্ছা প্রকাশ করেন ইন্দ্রাণী তাঁহার সেবা করিবেন। ইন্দ্রাণী বিপন্না হইয়া দেবগুরু বৃহস্পতির পরামর্শ চাহিলেন। দেবগুরু বলিয়া দিলেন নহুষের গর্ব-খর্ব করা প্রয়োজন। তাহাকে বল—মুনি ঋষিদের বাহক করিয়া সেই পাল্কীতে তোমার কাছে আসিতে। পথেই তাহার এরূপ বিপদ হইবে যে, আর তোমার মন্দির পর্য্যন্ত তাহাকে পৌঁছাইতে হইবে না। ইন্দ্রাণী খবর পাঠাইলেন, মুনি ঋষিদের বাহক করিয়া পাল্কীতে আসিলে ইন্দ্রাণীর সহিত দেখা হইবে। গর্ব্বিত নহুষ ঋষিদের ডাকাইয়া পাল্কীর বাহকরূপে নিযুক্ত করিলেন। অত্যন্ত উৎকণ্ঠায় পথে বাহির হইয়া কেবলই বলেন "সর্প সর্প" অর্থাৎ শীঘ্র গতি, চল, শীঘ্র চল। বলিতে বলিতে অগস্ত্য মুনি এই অপমানের প্রতিকার করিবার নিমিত্ত তখনই অভিশাপ দিলেন - নহুষ স্বর্গরাজ্য হইতে পতিত হও, সর্পযোনিতে জন্মগ্রহণ কর সাধু অবজ্ঞার এই প্রতিফল ভোগ কর। ঋষির বাক্য অন্যথা হইবার নয়। নহুষ সর্পযোনিতে প্রবেশ করিল, তাহার স্বর্গচ্যুতি ঘটিল। অগস্ত্যের গুণে ঋষিগণ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন।

অগস্ত্য মুনির আশ্রম অত্যন্ত আনন্দপ্রদ ছিল। শ্রীরাম বন গমনের সময়ে এই আশ্রমে শুভাগমন করেন। শ্রীরামদর্শনে অগস্ত্য কৃতার্থ হইলেন। অগস্ত্য মুনি তাঁহার সাধনায় সিদ্ধমন্ত্র সূর্যোপস্থান শ্রীরামকে শিক্ষা দান করেন। এই বিদ্যা যুদ্ধকালে শ্রীরাম প্রয়োগ করিয়া ঋষির মহত্ত্ব ও গৌরব প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।

তিনি যখন দক্ষিণ দেশে যাত্রা করেন তখন যে ঘটনা ঘটিয়াছিল উহা কাহারও অবিদিত নয়। বিন্ধ্যাচল ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া সূর্য্যের পথ যেন অতিক্রম করিবার উপক্রম করিল। তখন তাহার সমুন্নতিব বন্ধ করিবার নিমিত্ত অগস্ত্য মুনির প্রয়োজন পড়িল। কথিত আছে, বিন্ধ্যাচল অগস্ত্যকে দর্শন করিয়া আনত হইলে মুনি তাহাকে ঐ ভাবেই অবস্থান করিতে আদেশ করিয়া দক্ষিণ দিকে চলিয়া গেলেন, আব ফিরিলেন না।। বিন্ধ্যাচলও সেই হইতে অবনত মস্তক হইয়া রহিল। এই ঘটনাকে স্মরণ করিয়া আজও অগস্ত্য যাত্রা প্রসিদ্ধ হইয়া আছে। লোকে বলে, সেদিন কেহ যেন কোথাও যাত্রা না করে, কেন না তাহার আর ফিবিবার সম্ভাবনা থাকেনা, সেই প্রাচীন কালেব অগস্ত্য মুনির মত।

ন শরীর মলত্যাগান্নরো ভবতি নির্ম্মলঃ।
মানসে তু মলে ত্যক্তে ভবত্যন্তঃ সুনির্ম্মলঃ॥
জায়ন্তে চ ম্রিয়ন্তে চ জলেষ্বেব জলৌকসঃ।
ন চ গচ্ছন্তি তে স্বর্গমবিশুদ্ধ মনোমলা॥
বিষয়েষ্বতি সংরাগো মানসো মল উচ্যতে।
তেষ্বেব হি বিরাগো হস্য নৈর্ম্মল্যং সমুদাহৃতম্॥
চিত্তমন্তর্গতং দুষ্টং তীর্থস্নানান্ন শুদ্ধ্যতি।
শতশোঽপি জলৈর্ধৌতং সুরাভাণ্ডমিবাশুচি॥
দানমিজ্যা তপঃ শৌচং তীর্থ সেবা শ্রুতং তথা।
সর্ব্বাণ্যেতানি ব্যর্থানি যদি ভাবো ন নির্ম্মলঃ॥
নিগৃহীতেন্দ্রিয় গ্রামো যত্রৈব চ বসেন্নরঃ।
তত্র তস্য কুরুক্ষেত্রং নৈমিষং পুষ্করাণি চ॥

ধ্যানপূতে জ্ঞানজলে রাগদ্বেষ মলাপহে।
যঃ স্নাতি মানসে তীর্থে স যাতি পরমাং গতিম্ ॥
(স্কন্ধ পুঃ কাঃ পুঃ ৩৫-৪১)

শরীরের মলত্যাগ করিলেই মানুষ নির্ম্মল হয় না। মনের ময়লা দূর করিতে পারিলেই মানুষ নির্ম্মল হয়। জলেই কত জীব জন্ম গ্রহণ করে আবার জলেই মরে। সেই জলচর জীবগুলি জলে থাকে বলিয়া নির্ম্মল অন্তর হইয়া স্বর্গে গমন করে না। বিষয়ের প্রতি আসক্তিই প্রধান মনের ময়লা। উহার প্রতি বৈরাগ্যই নির্ম্মলতা। মনের মধ্যে দুষ্টভাব থাকিলে তীর্থস্নানে নির্ম্মল হয় না। শতবার ধৌত হইলেও সুরাভাণ্ড পবিত্র হয় না। দান, যজ্ঞ, তপস্যা, শৌচ, তীর্থসেবা, বেদ পাঠ এইগুলি সবই ব্যর্থ যদি ভাব নির্ম্মল না হয়। যেখানে জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি অবস্থান করেন সেখানেই নৈমিষারণ্য সেখানেই কুরুক্ষেত্র সেখানেই পুষ্করাদি তীর্থ। ধ্যানে পবিত্র জ্ঞান-জলে যেখানে রাগদ্বেষ মনোমল দূর হইয়া যায়, সেই মানস-তীর্থে যিনি স্নান করেন, তিনিই পরমাগতি লাভ করেন।

ঋষভদেব বলেন আত্মীয় কে ?

নায়ং দেহো দেহভাজাং নৃলোকে
কষ্টান্ কামানর্হতে বিড্‌ভুজাং যে।
তপোদিব্যং পুত্রকা যেন সত্ত্বং
শুদ্ধ্যেদ্ যস্মাদ্ ব্রহ্মসৌখ্যং ত্বনন্তম্ ॥

বৎসগণ এই দেহ মনুষ্যলোকে প্রাপ্ত দুঃখময় ভোগ্যবস্তু উপভোগেই সার্থক হয় না। বিষয় সুখভোগ বিষ্ঠাভোজী কুক্কুরাদিরও হয়। এই

শরীরদ্বারা দিব্য তপস্যা করা প্রয়োজন। এই তপস্যায় প্রাণমন শুদ্ধ হয় এবং ইহাদ্বারাই অনন্ত ব্রহ্মানন্দ লাভ হয়।

গুরুর্ন স স্যাৎ স্বজনো ন স স্যাৎ
পিতা ন স স্যাজ্জননী ন সা স্যাৎ।
দৈবং ন তৎ স্যান্ন পতিশ্চ স স্যা
ন্ন মোচয়েদ্যঃ সমুপেত মৃত্যুম্॥

যিনি নিজের সম্বন্ধযুক্ত ব্যক্তিকে ভগবদ্ভক্তির উপদেশ প্রদান করিয়া মৃত্যুর বন্ধন হইতে মুক্ত না করেন তিনি গুরু হইলেও গুরু নহেন, স্বজন হইলেও স্বজন নহেন, পিতা হইলেও পিতা নহেন মাতা হইলেও মাতা নহেন. এমন কি ইষ্টদেব হইলেও ইষ্ট নহেন বা পতি হইলেও পতি নহেন।

নব যোগেন্দ্র

স্বায়ম্ভুব মনুর পুত্র প্রিয়ব্রত। তাঁহার পুত্র আগ্নীধ্র। আগ্নীধ্রের পুত্র নাভি এবং নাভির পুত্র ঋষভদেব। বাসুদেব ভগবানের অংশ অবতার স্বরূপে ঋষভদেব ভাগবতে কীর্ত্তিত হইয়াছেন। তাঁহার অমল্য উপদেশ—আদর্শ জীবন। ইঁহারই একশত পুত্রের মধ্যে সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ ভরত। ইনি জড়ভরত এবং রাজর্ষি ভরত নামে প্রসিদ্ধ। অজনাভ বর্ষ ইঁহার নামেই ভারতবর্ষ আখ্যা লাভ করে। ঋষভদেব রাজবংশ, কর্মকাণ্ডের প্রবর্ত্তক ব্রাহ্মণবংশ, এবং মহাযোগেন্দ্রগণের প্রধানতম উৎস ছিলেন। অনন্তবীর্য্য ঋষভের একাশীতি পুত্র বৈদিক কর্মকান্ত প্রবর্ত্তক স্মৃতিকুশল ব্রাহ্মণ। কুশাবর্ত্ত, ইলাবর্ত্ত, ব্রহ্মাবর্ত্ত, মলয়, কেতু, ভদ্রসেন, ইন্দ্রস্পৃক্, বিদর্ভ ও কীকট নামে নয় জন পুত্র ক্ষত্রিয়ধর্ম্মাবলম্বী নয়টি বর্ষাধিপতি হইয়া রাজ্য স্থাপন করেন। কবি,

হরি, অন্তরীক্ষ, প্রবুদ্ধ, পিপ্পলায়ন, আবির্হোত্র, দ্রুমিল, চমশ ও করভাজন এই নয় পুত্র সাধনায় ও জ্ঞানে সর্ব্বজনবরেণ্য মহাযোগেন্দ্র আখ্যা লাভ করেন। এই প্রসিদ্ধ যোগেন্দ্রগণ নিমিমহারাজের যজ্ঞে উপস্থিত হইলে তাঁহাদের সমীপে বিবিধ বিষয় শ্রবণের জন্য প্রশ্ন হয়। যোগেন্দ্রগণ একে একে প্রশ্নগুলির সমাধান করেন। কবি বলেন—

যে বৈ ভগবতা প্রোক্তা উপায়া হ্যাত্মলব্ধয়ে।
অঙ্গঃ পুংসামবিদুষাং বিদ্ধি ভাগবতান্ হিতান্॥
যানাস্থায় নরো রাজন্ না প্রমাদ্যেত কর্হিচিৎ।
ধাবন্ নিমীল্য বা নেত্রে ন স্খলেন্নপতেদিহ॥
কায়েন বাচা মনসেন্দ্রিয়ৈর্ব্বা
বুদ্ধ্যাত্মনা বানুসৃতস্বভাবাৎ।
করোতি যদ্ যৎ সকলং পরস্মৈ
নারায়ণায়েতি সমর্পয়েত্তৎ॥

শ্রীমদ্ভাগবত ১১।২।৩৪-৩৬

ভগবান নিজেমুখে নির্ব্বোধজনের অনায়াসে আত্মলাভের যে সকল উপায় বলেন, উহাই ভাগবত ধর্ম্ম বলিয়া জানিবে। হে রাজন্, ভাগবত-ধর্ম্মে উপদিষ্ট উপায় অবলম্বনে কেহ ধাবিত হউক বা চক্ষুনিমীলিত করিয়া পথ চলুক, এই পথে প্রমাদগ্রস্ত হইতে হইবেনা। স্খলন অথবা পতনেরও সম্ভাবনা ইহাতে নাই। শরীর, মন, বাক্যে ইন্দ্রিয় বুদ্ধি বা স্বাভাবিক ভাবে যে সকল কর্ম্মকরা হয়, তৎসমুদয় ভগবান নারায়ণকে সমর্পণ করিবে।

শৃণ্বন্ সুভদ্রাণি রথাঙ্গপাণে
র্জন্মানি কর্ম্মাণি চ যানি লোকে।

গীতানি নামানি তদর্থকানি
গায়ন্ বিলজ্জো বিচরেদসঙ্গঃ ॥
এবং ব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা
জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়
ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ

শ্রীমদ্ভাঃ ১১।২।৩৯-৪০

সেই চক্রধারীর মঙ্গলময় জন্মকথা লীলা-কথা শ্রবণপূর্ব্বক সেই প্রসঙ্গে সঙ্গীত ও নামাবলী কীর্ত্তন করিয়া অনাসক্ত ভাবে বিচরণ করিবে। এই প্রকার নিয়মে আশ্রিত হইয়া নিজপ্রিয় হরিনাম কীর্ত্তন করিতে করিতে অনুরাগের উদয় হয়। তাহাতে চিত্ত দ্রবীভূত হইলে সেই অনুরাগী ব্যক্তি কখনও উচ্চস্বরে হাসে, রোদন করে, বিলাপ করে গান করে, আবার নির্লজ্জের মত উন্মাদপ্রায় নৃত্য করে।

খং বায়ুমগ্নিং সলিলং মহীং চ
জ্যোতীংষি সত্ত্বানি দিশো দ্রুমাদীন্।
সরিৎ সমুদ্রাংশ্চ হরেঃ শরীরং
যৎকিঞ্চ ভূতং প্রণমেদনন্যঃ ॥
ভক্তিঃ পরেশানুরাগো বিরক্তি
রন্যত্র চৈষ ত্রিক এককালঃ।
প্রপদ্যমানস্য যথাশ্নতঃ স্যু
স্তুষ্টিঃ পুষ্টিঃ ক্ষুদপায়োহনুঘাসম্ ॥
ইত্যচ্যুতাঙ্ঘ্রিং ভজতোনুবৃত্ত্যা
ভক্তির্বিরক্তি র্ভগবৎ প্রবোধ।

ভবন্তি বৈ ভাগবতস্য রাজং
স্ততঃ পরাং শান্তিমুপৈতি সাক্ষাৎ ॥

শ্রীমদ্ভা ১১।২।৪১-৪৩

আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, ভূমি, গ্রহতারকা ও জীবগণ দিকসমূহ আরো যাহা কিছু আছে, সকলই শ্রীহরির শরীর ভাবনাপূর্ব্বক অনন্যচিত্তে প্রণাম করিবে।

ভোজনকারী ব্যক্তির ভোজনের সময় প্রতিগ্রাসে যেমন তুষ্টি, পুষ্টি ও ক্ষুধার নিবৃত্তি হয়, সেইরূপ প্রপন্নজনের ভক্তি, পরমেশ্বর অনুভব এবং বিষয় বিরক্তি এককালে লাভ হয়।

এইভাবে ভগবদ্‌ভজনে অনুবৃত্ত হইলে ভক্তি, বৈরাগ্য ও ভগবদ্‌জ্ঞান লাভ হয়। তখন ভগবৎপরায়ণ সেই ভক্ত পরাশান্তির সাক্ষাৎ অধিকারী হইয়া থাকেন!

মহাযোগীশ্বর হরি বলেন ভক্ত হও।

সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ ভগবদ্‌ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ ॥ ৪৫
গৃহীত্বাপীন্দ্রিয়ৈরর্থান্ যো ন দ্বেষ্টিন হৃষ্যতি।
বিষ্ণোর্ম্মায়াময়মিদং পশ্যন্ সবৈ ভাগবতোত্তমঃ ॥ ৪৮
দেহেন্দ্রিয় প্রাণমনোধিয়াং যো জন্মাপ্যয়ক্ষুদ্ ভয়তর্ষকৃচ্ছ্রৈঃ।
সংসার ধর্ম্মৈরবিমুহ্যমানঃ স্মৃত্যা হরের্ভাগবত প্রধানঃ ॥ ৪৯

যিনি ভগবানকে সর্ব্বজীবে অবস্থিত দর্শন করেন এবং সর্ব্বজীবজগৎ ভগবানে স্থিত দর্শন করেন, তিনিই ভাগবতগণের মধ্যে উত্তমব্যক্তি। ইন্দ্রিয়দ্বারে রূপ রসাদি বিষয় গৃহীত হইলেও তিনি দ্বেষ অথবা হর্ষ প্রকাশ করেন না—যিনি এই সকলই বিষ্ণুর মায়া বলিয়া দর্শন করেন, তিনিই ভাগবতোত্তম।

ন কামকর্ম্মবীজানাং যস্য চেতসি সম্ভবঃ।
বাসুদেবৈকনিলয়ঃ স বৈ ভাগবতোত্তমঃ॥ ৫০
ন যস্য স্বঃ পর ইতি বিত্তেষাত্মনি বা ভিদা।
সর্ব্বভূতসমঃ শান্তঃ স বৈ ভাগবতোত্তমঃ॥ ৫২
ত্রিভুবন বিভবহেতবেঽপ্যকুণ্ঠ
স্মৃতিরজিতাত্মসুরাদিভির্বিমৃগ্যাৎ।
ন চলতি ভগবৎপদারবিন্দা
ল্লবনিমিষার্ধমপি য স বৈষ্ণবাগ্র্যঃ॥ ৫৩

যিনি শ্রীহরির স্মরণে মগ্ন থাকিয়া দেহ বা ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার, প্রাণমন বুদ্ধির বৃত্তি, জন্মমৃত্যু, ক্ষুধাতৃষ্ণা, ভয়তৃষ্ণা বা অন্য দুঃখ—সংসার ধর্ম্মদ্বারা মুগ্ধ হন না, তিনিই ভাগবত-প্রধান।

যে হৃদয়ে কামনা ও কর্ম্মবীজের অঙ্কুর উদ্‌গম হয় না, যিনি এক বাসুদেবাশ্রয়ী তিনিই ভাগবতোত্তম। নিজের বা পরের বলিয়া চিত্তাদিতে যাহার ভেদবুদ্ধি দূর হইয়া সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টি হইয়াছে, তিনিই ভাগবতোত্তম। ত্রিভুবনের সম্পদের প্রলোভনেও মুগ্ধ না হইয়া যাহার অকুণ্ঠস্মৃতি, সেই ইন্দ্রাদি দেবগণেরও অন্বেষনীয় শ্রীভগবানের পাদপদ্ম হইতে লবনিমেষার্দ্ধের জন্যও যাঁর মন অন্যত্র বিচলিত হয় না, তিনিই বৈষ্ণবগণের অগ্রণী।

ভগবত উরু বিক্রমাঙ্‌ঘ্রিশাখা
নখমণি চন্দ্রিকয়া নিরস্ততাপে।
হৃদি কথমুপসীদতাং পুনঃ স
প্রভবতি চন্দ্র ইবোদিতেঽর্কতাপঃ
বিসৃজতি হৃদয়ং ন যস্য সাক্ষা
দ্ধরিরবশাভিহিতোঽপ্যঘৌঘনাশঃ।

প্রণয়রশনয়া ধৃতাঙ্‌ঘ্রিপদ্মঃ
স ভবতি ভাগবতপ্রধানউক্তঃ ॥ ৫৮

শ্রীরাসাদি লীলায় নৃত্যগতিতে নানাভাবে পাদবিন্যাসকারী নিখিল সৌন্দর্য মাধুর্য্যনিধি ভগবানের শ্রীচরণের অঙ্গুলির নখমণির চন্দ্রিকায় যে শরণাগত ভক্তের হৃদয়ের হরিবিরহ সন্তাপ একবার দূর হইয়া গিয়াছে, তাহার হৃদয়ে আর সে তাপ কিরূপে আসিবে? চন্দ্রোদয়ে সূর্য্যের তাপ আর অনুভব হয় না।

বিবশ ভাবেও নাম উচ্চারণ করিলে যিনি সকল পাপ দূর করিয়া দেন, সেই শ্রীহরি যাহার হৃদয় হইতে ক্ষণকালের জন্যও অন্যত্র গমন করেন না, যে তাঁহার চরণ কমল প্রণয়রজ্জুতে আবদ্ধ করিয়া রাখে, সেই ব্যক্তিই ভাগবতগণের প্রধান।

মহাযোগী অন্তরীক্ষ দেহাসক্তি সম্বন্ধে বলেন—

গুণৈর্গুণান্ স ভুঞ্জান আত্মপ্রদ্যোতিতৈঃ প্রভুঃ।
মন্যমান ইদং সৃষ্ট মাত্মানমিহ সজ্জতে ॥

শ্রীমদ্ভাগবত ১১।৩।৫

জীবের শরীর ও আত্মা পৃথক্‌। আত্মার চেতনায় দেহের চেতনা। ইন্দ্রিয় অচেতন। আত্মার প্রকাশে ইন্দ্রিয় জ্ঞানময়। রূপ রস গন্ধ শব্দ স্পর্শ ইন্দ্রিয়ের অনুভব নয়। চেতনাত্মার অধিষ্ঠানে ইন্দ্রিয় অনুভব করে। মানুষ ইন্দ্রিয়াতীতকে না বুঝিয়া শরীরকেই আত্মা বলিয়া মনে করে। শরীর যে পাঞ্চভৌতিক। আত্মা চৈতন্যস্বরূপ।

যোগীন্দ্র প্রবুদ্ধ বলেন—

এবং লোকং পরং বিদ্যান্নশ্বরং কর্ম্মনির্মিতম্।
স তুল্যাতিশয়ধ্বংসং তথা মণ্ডলবর্ত্তিনাম্ ॥

তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্ ।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্ ॥
তত্র ভাগবতান্ ধর্ম্মান্ শিক্ষেদ্ গুর্ব্বাত্মদৈবতঃ ।
অমায়য়ানুবৃত্ত্যা যৈস্তুষ্যেদাত্মাঽত্মদো হরিঃ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত ১১।৩।২০-২২

কর্ম্মদ্বারা প্রাপ্ত স্বর্গাদি ভোগ-লোক নশ্বর। যেমন খণ্ড খণ্ড রাজ্যের অধিকারীদের, মধ্যে পরস্পর স্পর্দ্ধা, অসূয়া ও ধ্বংসের ভয় আছে, ঠিক সেইরূপ সকল স্থানেই আছে।

অতএব যিনি পরম মঙ্গল বা মোক্ষপ্রাপ্তির ইচ্ছা করেন, তাহার কর্ত্তব্য বেদজ্ঞ, শিষ্যের সন্দেহ নাশ করিতে সমর্থ, পরব্রহ্মে নিষ্ঠাপ্রাপ্ত, ক্রোধ লোভে অবশীভূত, শান্ত প্রকৃতির গুরুর পদাশ্রয় গ্রহণ করা।

শ্রীভগবান যিনি ভক্তের সমীপে আত্মদান করেন সেই শ্রীহরির সন্তোষজনক নিষ্কপট ব্যবহার ও আজ্ঞাপালন পূর্ব্বক শ্রীগুরুদেবের স্বরূপ ভগবদভিন্ন জ্ঞানে ভাগবত ধর্ম্ম শিক্ষা করিবে।

মহাযোগীন্দ্র পিপ্পলায়ন বলেন—নির্বিকার ব্রহ্ম।

নাত্মা জজান ন মরিষ্যতি নৈধতেঽসৌ
ন ক্ষীয়তে সবনবিদ্ ব্যভিচারিণাং হি।
সর্বত্র শশ্বদনপায্যুপলব্ধি মাত্রং
প্রাণো যথেন্দ্রিয় বলেন বিকল্পিতং সৎ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত ১১।৩।৩৮

ব্রহ্মের জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, বৃদ্ধি নাই, ক্ষয় নাই। তাহার স্বরূপ জ্ঞানমাত্র অতএব জন্মমৃত্যুময় সংসারের দ্রষ্টা। চক্ষু কর্ণ রসনা নাসিকা ও স্পর্শ ইন্দ্রিয় দ্বারে যেমন প্রাণের জ্ঞান বিভিন্নরূপে গৃহীত হয়, কিন্তু

জ্ঞানরূপে তাহাদের একত্ব ও অবিকারত্ব, ঠিক সেই ভাবে একব্রহ্মই বিকল্পদ্বারা বিভিন্নরূপে প্রতিভাত হয়।

আবির্হোত্র যোগীন্দ্র বলেন—মূর্ত্তিপূজা কর্ত্তব্য।

য আশু হৃদয় গ্রন্থিং নির্জিহীর্ষুঃ পরাত্মনঃ।
বিধিনোপচরেদ্দেবং তন্ত্রোক্তেন চ কেশবং॥
লব্ধানুগ্রহ আচার্য্যাত্তেন সন্দর্শিতাগমঃ।
মহাপুরুষমভ্যর্চ্চে ন্মূর্ত্ত্যাভিমতয়াত্মনঃ॥

যে ব্যক্তি অতি শীঘ্র হৃদয় গ্রন্থি ছেদন করিতে ইচ্ছা করেন, তাহার কর্ত্তব্য বেদবিধানের সহিত তন্ত্রোক্তনিয়মের সংযোগ করিয়া তদনুসারে কেশবের পরিচর্য্যা করা। আচার্যের অনুগ্রহ লাভ করিয়া এবং আগমের প্রদর্শিত পথ অনুসরণ পূর্ব্বক নিজের অভিলষিত মহাপুরুষের শ্রীমূর্ত্তি অর্চ্চনা করা একান্ত কর্ত্তব্য।

মহাযোগী দ্রুমিল (দ্রবিড়) বলেন অনন্তের অনন্ত গুণ—

যো বা অনন্তস্য গুণাননন্তাননুক্রমিষ্যন্ স তু বালবুদ্ধিঃ।
রজাংসি ভূমের্গণয়েৎ কথঞ্চিৎ কালেন নৈবাখিল শক্তিধাম্নঃ॥
শ্রীমদ্ভাগবত ১১।৪।২

অনন্ত অচিন্ত্য গুণাশ্রয় পরম পুরুষোত্তমের গুণাবলী সংখ্যা করিতে যদি কেহ ইচ্ছা করে, তাহা হইলে বলিব, সে অত্যন্ত অল্পবুদ্ধি; কেননা পৃথিবীর ধূলিকণা গণনা করাও সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু সর্ব্বাশ্রয় ভগবানের গুণনিচয় গণনা করা কখনও সম্ভব নয়। তিনি যে নিখিল শক্তির আধার।

চমস মহাযোগী বলেন প্রবৃত্তিকে দমন করা সাধনার ফল—

লোকেব্যবায়ামিষ মদ্যসেবা নিত্যাস্তু জন্তোর্নহিতত্র চোদনা।
ব্যবস্থিতিস্তেষু বিবাহ যজ্ঞ সুরাগ্রহৈরাসু নিবৃত্তিরিষ্টা॥
শ্রীমদ্ভাগবত ১১।৫।১১

বিবাহিত পত্নীর সঙ্গ, কোনো কোনো যজ্ঞে আমিষ ভোজন ও সৌত্রামণী যজ্ঞে মাদকদ্রব্য সেবন করিতে পারে। জীবের আসক্তি মূলক ব্যাপারে সাক্ষাৎ কোনো বিধির প্রয়োজন নাই। কিন্তু স্ত্রীসঙ্গ, আমিষভোজন এবং মদ্যপান পূর্ব্বোক্ত স্থানে ব্যবস্থিত হইলেও উহা হইতে নিবৃত্ত থাকাই মঙ্গল জনক।

চমস যোগেন্দ্র বলেন—দ্বেষ ত্যাগ কর।

দ্বিষন্তঃ পরকায়েষু স্বাত্মানং হরিমীশ্বরম্।
মৃতকে সানুবন্ধেঽস্মিন্ বদ্ধস্নেহাঃ পতন্ত্যধঃ॥

১১।৫।১৫

যে কোনো প্রকারে কাহারও হিংসা করিলে সেই সেই শরীরে অবস্থিত নিজের আত্মা পরমেশ্বর শ্রীহরিকেই হিংসা করা হয়। কাজেই নিজের শরীর বা পুত্রাদিতে স্নেহ বশতঃ ঐরূপ হিংসার কার্য্যদ্বারা সে নিজেরই অনিষ্ট করিয়া অধঃপতিত হয়। করভাজন বলেন—

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদং।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তন প্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥

শ্রীমদ্ভাঃ পুঃ ১১।৫।৩২

ধ্যেয়ং সদা পরিভবঘ্ন মভীষ্টদোহং তীর্থাস্পদং শিববিরিঞ্চিনুতং শরণ্যং।
ভৃত্যার্ত্তিহং প্রণতপাল ভবাব্ধিপোতং বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্॥
ত্যক্ত্বা সুদুস্ত্যজ সুরেপ্সিত রাজ্যলক্ষ্মীং ধর্মিষ্ঠ আর্য বচসা যদগাদরণ্যং।
মায়ামৃগং দয়িতয়েপ্সিত মন্বধাবদ্‌বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্॥

কলিকালে ভগবান অবতীর্ণ হইয়া যে ভাবে আরাধিত হন তাহার কথা বলি—

যিনি সর্ব্বদা 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' এই বর্ণ শ্রীমুখে উচ্চারণ করেন, যিনি অন্তরে কৃষ্ণ হইলেও অঙ্গকান্তিতে গৌরবর্ণ এবং যিনি সাঙ্গোপাঙ্গ অস্ত্র পার্ষদ (নিত্যানন্দাদ্বৈত শ্রীহরিনাম ও গদাধরাদি ভক্ত বৃন্দ) সহিত আবির্ভূত তাহাকে বুদ্ধিমান জনগণ সঙ্কীর্ত্তন বহুল যজ্ঞদ্বারা আরাধনা করেন। তাহাকে স্তব করিয়া বলেন—হে প্রণতপাল, হে মহাপুরুষ, ইন্দ্রিয় ও কুটুম্বাদির তিরস্কার বিনাশক, সর্ব্বপ্রকার অভিলষিত-বিষয়ের একমাত্র-দাতা, সকল তীর্থের আশ্রয়, শঙ্কর ব্রহ্মাদি দেবগণ কর্ত্তৃক সংস্তুত আশ্রয় যোগ্য শরণাগতবৎসল দুঃখহরণ সংসারসমুদ্রের পরমাবলম্বন তরণী নিত্য ধ্যেয় তোমার চরণ বন্দনা করি।

হে মহাপুরুষ, হে ধর্ম্ম প্রাণ, তুমি (রামাবতারে) দুস্ত্যজ রাজ্যলক্ষ্মী পরিত্যাগ পূর্ব্বক পিতার বাক্যে অরণ্যগমন করিয়াছ এবং প্রিয়া সীতার অভিলষিত মায়ামৃগের অনুসরণে ধাবিত হইয়াছিলে, তোমার চরণারবিন্দ বন্দনা করি।

স্বপাদ মূলং ভজতঃ প্রিয়স্য ত্যক্তান্য ভাবস্য হরিঃ পরেশঃ।
বিকর্ম্ম যচ্চোৎপতিতং কথঞ্চিদ ধুনোতি সর্বং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ॥

শ্রীভাঃ পুঃ ১১।৫।৩৮

ভগবানের চরণ ভজন পরায়ণ অনন্য শরণ প্রিয় ভক্ত যদি কখনও প্রমাদবশে কোনো নিষিদ্ধ কর্ম্ম করিয়া ফেলে, তাহা হইলেও তাহার হৃদয়ে প্রবিষ্ট শ্রীহরি তাহার সমস্ত পাপ বিদূরিত করিয়া থাকেন। তাঁহার ভক্তকে পাপ স্পর্শ করিতে পারে না।

সারস্বত মুনি বলিলেন—

শতেষু জায়তে শূরঃ সহস্রেষু চ পণ্ডিত।
বক্তা শতসহস্রেষু দাতা জায়েত বা ন বা॥

স্কন্দ পুরাণঃ মাঃ কুমাঃ ২।৭০

শত লোকের মধ্যে একজন বীরপুরুষ, সহস্রের মধ্যে এক পণ্ডিত, শত সহস্র লোকের মধ্যে এক বক্তা, দাতা পাওয়া যায় কি না যায়, সে অতি দুর্লভ।

মহর্ষি পতঞ্জলি বলেন—

অহিংসা প্রতিষ্ঠায়াং তৎসন্নিধৌ বৈরত্যাগঃ।

অহিংসা ব্রতে দৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইলে সেই যোগীর সমীপে অপরেও অহিংস হয় এবং শত্রুভাব ত্যাগ করে।

সন্তোষাদনুত্তম সুখলাভঃ।

সন্তোষের ফলস্বরূপ এরূপ সুখ লাভ হয় যে, ঐরূপ সুখ কোনো বস্তু-প্রাপ্তিদ্বারা সম্ভব নয়।

স্বাধ্যায়াদিষ্টদেবতা সংপ্রয়োগঃ।

নিয়মিত অধ্যয়নের ফলে ইষ্টদেবতার সাক্ষাৎকার লাভ হয়।

সমাধিসিদ্ধিরীশ্বর প্রণিধানাৎ।

যোগ সূত্র ২।৩৫।৪৫

পরমেশ্বর প্রণিধানে সমাধি লাভ হয়।

কপিল

ভগবান যুগে যুগে নানা অবতারে জীবের কল্যাণ সাধন করেন। কপিলদেবকেও সেইরূপ অবতার রূপে পুরাণ বর্ণনা করেন। তত্ত্ব জ্ঞান উপদেশের নিমিত্তই তাহার আবির্ভাব। স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে প্রজাপতি কর্দ্দম ও দেবহূতির সন্তানরূপে তাঁহার আবির্ভাব। ইনি মাতা

দেবহূতিকে ভাগবতী বিদ্যা উপদেশ করেন। এই বিদ্যা প্রভাবে মাতা দেবহূতি এই শরীরেই পরম পদ লাভ করেন। ইহলোক এবং পরলোকের ভেদ তাঁহার দূর হইয়া যায়। মাতার প্রতি উপদেশ প্রদান করিয়া ইনি গঙ্গাসাগর সঙ্গমতীর্থে তপস্যার নিমিত্ত গমন করেন। সেখানে সাগর তাহার আশ্রমের স্থান দান করেন ভাগবত ধর্মের প্রসিদ্ধ দ্বাদশ আচার্য্য গণনায় কপিল অন্যতম শ্রেষ্ঠ আচার্য।

কপিলদেব বলেন---

ঐশ্বর্য মদমত্তানাং ক্ষুধিতানাং চ কামিনাম্
অহঙ্কার বিমূঢ়ানাং বিবেকো নৈব জায়তে।

ধনের গর্ব্বে গর্ব্বিত, ক্ষুধিত ব্যক্তি, কামুক ও অহঙ্কারী লোকের বিবেক উদয় হয় না।

ভবেদ্ যদি খলস্যশ্রী সৈব লোক বিনাশিনী।
যথা সখাগ্নেঃ পবনঃ পন্নগস্য পয়োযথা॥

খল প্রকৃতি লোকের ধন হইলে উহা লোকের অহিতের কারণ হইবে। অগ্নির সখা পবনযুক্ত হইলে অথবা সাপকে দুধ খাওয়াইলে অনিষ্টবৃদ্ধিই হইয়া থাকে।

অহো ধনমদান্ধস্তু পশ্যন্নপি ন পশ্যতি।
যদি পশ্যত্যাত্মহিতং স পশ্যতি ন সংশয়ঃ॥

ধনমদে প্রমত্ত অন্ধ সে দেখিয়াও দেখে না। সে নিজের স্বার্থ থাকিলে বেশ দেখিতে পায়।

শৌনক

প্রাচীন কালে নৈমিষারণ্য ছিল সাধু ঋষিগণের এক প্রধান কেন্দ্র। এ কালের বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরব হইতে সেকালের নৈমিষারণ্যের গৌরব কোনো অংশে হীন ছিল না। সময়ে সময়ে ষাট্ হাজার

বা তাহারও অধিক সাধু ঊর্দ্ধরেতা মহর্ষি মুনি জ্ঞানী ধ্যানী এখানে সমবেত ভাবে লৌকিক ও পারলৌকিক বিষয় সমূহের আলোচনা করিতেন। ইহাদের সিদ্ধান্ত সমগ্র ভারতের জনসমাজ মানিয়া লইত। এই মহাসাধন ক্ষেত্রের প্রধান পরিচালক অধ্যক্ষ ছিলেন—শৌনক মুনি। ভৃগু বংশে জন্ম বলিয়া কোনো স্থানে ইহাকে ভার্গব বলা হইয়াছে আর শুনকের পুত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ নাম শৌনক। তিনি সহস্র বৎসরব্যাপী শ্রাবণ সত্র প্রবর্ত্তন করেন। এই দীর্ঘসত্রে কত দেশ দেশান্তরে হইতে যে সাধুগণের নৈষ্ঠকশ্রোতৃবৃন্দের সমাগম হইত তাহার সংখ্যা করা খুব কঠিন ব্যাপার। কি ভাবে নিষ্ঠার সহিত ভগবদ্‌গুণানুবাদ শ্রবণ করিতে হয়, তাহার পরমাদর্শ শৌনক মুনির জীবন। তিনি বলেন—ভগবানের গুণগাথা শ্রবণ ভিন্ন যে সময় যায় উহা একান্ত ব্যর্থ। সূর্য্যোদয় ও অস্তকাল মানুষের পরিমিত আয়ু হরণ করিতেছে। অতএব অতি অল্প সময়ও বৃথা অতিবাহিত করা কর্ত্তব্য নয়। কামারের হাপরে বায়ু প্রবাহ চলাচল করে গাছ-গুলিও অনেক দিন শীত বর্ষা সহিয়া বাঁচিয়া থাকে। শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়ার সহিত শুধু বাঁচিয়া থাকিয়া মানুষের মনুষ্যত্বের পরিচয় হয় না। লীলা কথা শ্রবণ ভিন্ন তাহার জীবন সাধারণ পশুর মত তুচ্ছ। ভগবৎ সম্বন্ধ হীন দেহ শব দেহ তুল্য। শৌনক বলেন—

শোকস্থান সহস্রাণি ভয়স্থান শতানি চ।
দিবসে দিবসে মূঢ়মাবিশন্তি ন পণ্ডিতম্‌ ॥
তৃষ্ণাহি সর্বপাপিষ্ঠানিত্যোদ্বেগকরীস্মৃতা।
অধর্ম্মবহুলাচৈব ঘোরা পাপানুবন্ধিনী ॥
যা দুস্ত্যজা দুর্ম্মতিভির্যা ন জীর্যতি জীর্যতিঃ।
যোহসৌ প্রাণান্তিকো রোগ স্তাং তৃষ্ণাং ত্যজতঃ সুখম্‌ ॥

শৌনক

শোকের কারণ শত সহস্র, ভয়ের স্থানও শত শত। এগুলি পণ্ডিত ব্যক্তিকে অভিভূত করে না, দিনে দিনে মূঢ় ব্যক্তিকেই অভিভূত করে। তৃষ্ণার মত পাপিষ্ঠা আর কেহ নাই। এই তৃষ্ণা পাপকে বাড়াইয়া দেয়। দুর্মতি জনের সমীপে এই তৃষ্ণা ত্যাগ অসম্ভব। দেহ জীর্ণ হইলেও তৃষ্ণা জীর্ণ হয় না। প্রাণান্ত পর্যান্ত স্থিতিশীল এই তৃষ্ণারোগকে ত্যাগ করিলেই সুখ লাভ করিতে পারিবে।

মহর্ষি পরাশর—স্মরণ কর

প্রাতর্নিশি তথা সন্ধ্যামধ্যাহ্নাদিষু সংস্মরন্।
নারায়ণ মবাপ্নোতি সদ্যঃ পাপক্ষয়ান্নরঃ॥

বিষ্ণু পুঃ ২।৮।৪২

প্রাতে সন্ধ্যায় বা মধ্যাহ্নে শ্রীনারায়ণ স্মরণমাত্র তখনই সকল পাপ দূর হইয়া যায়।

তস্মাদহর্নিশং বিষ্ণুং সংস্মরন পুরুষো মুনে।
ন যাতি নরকং মর্ত্ত্যঃ সংক্ষীণাখিলপাতকঃ॥

বিষ্ণু পুঃ ২।৬।৪৫

অতএব দিবানিশি যে ব্যক্তি শ্রীবিষ্ণুকে স্মরণ করে সকল পাপমুক্ত সেই ব্যক্তিকে আর নরকে যাইতে হয় না।

অন্যেষাং যো ন পাপানি চিন্তয়ত্যাত্মনো যথা।
তস্য পাপাগমস্তাত হেত্বভাবান্ন বিদ্যতে॥

যে নিজের মত ভাবিয়া অপরের অমঙ্গল চিন্তা করে না পাপের কারণ অভাবে তাহার আর কোনো পাপ থাকেনা।

ব্যাসদেব

পরাশর নন্দন ব্যাস ছিলেন অখণ্ড জ্ঞান ভাণ্ডার। ভারতের যে কিছু জ্ঞান তাহা ব্যাসের উচ্ছিষ্ট বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ব্যাসকে ভগবানের জ্ঞান শক্তির অবতার বলা হয়। কলিজীবের শুধু নয় সর্ব্ব মানবের কল্যাণের নিমিত্ত পরাশর ও সত্যবতীর পুত্ররূপে কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন ব্যাসের আবির্ভাব। দ্বীপে জন্মহেতু দ্বৈপায়ন, শ্যামবর্ণ বলিয়া কৃষ্ণ, এবং বেদবিভাগ করিয়াছিলেন বলিয়া ব্যাস। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসের সাধনার ক্ষেত্র বদরিকাশ্রমের অন্তর্গত শম্যাপ্রাস। এই শম্যাপ্রাসে দেবর্ষি নারদ শুভাগমন করিয়া তাঁহাকে ভাগবতপ্রকাশের নির্দ্দেশ দান করেন। কোনো বৈদিক যজ্ঞে প্রধানতঃ চারি প্রকার ঋত্বিক্ কর্ম্ম করিতে হয়। তাহাদের মন্ত্র ও কার্য্য বিভাগের জন্যই বেদ সাম, ঋক, যজু ও অথর্ব এই চারিভাগে বিভক্ত করিতে হইয়াছিল। এই মহৎকার্য করার ফলেই বেদব্যাস আখ্যা হয়। উপনিষদের জ্ঞান বিচার সংক্ষিপ্তভাবে সূত্রাকারে তিনি গ্রথিত করেন, ইহার নাম ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্তসূত্র। এই বেদান্তসূত্র ধরিয়া কত যে বিচার বিস্তার লাভ করিয়াছে তাহার নির্ণয়করা বিরাট ব্যাপার। সাধারণ জনগণের মধ্যেও বেদ জ্ঞান বিস্তারের নিমিত্ত প্রাচীন আদর্শ পুরুষগণের চরিত্র অবলম্বনে তিনি পুরাণ সংগ্রহ করেন। এই পুরাণের সংখ্যা মুখ্যত অষ্টাদশ। ইহাদিগকে মহাপুরাণ বলে। এতদ্ভিন্ন উপপুরাণও অনেক-গুলি আছে। ভগবানের অবতার মহিমা বর্ণনার প্রাধান্য এই পুরাণের মধ্যে বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়। প্রসঙ্গক্রমে সৃষ্টি, স্থিতি, সংহার, মানব জ্ঞানের বিভিন্ন শাখার বিচার এই পুরাণে আছে। মহাভারতে তিনি কুরুপাণ্ডবের পারিবারিক বিরোধ ইতিহাসকে অবলম্বন করিয়া মানব জীবনের ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ চিত্রিত

করিয়াছেন। মহাভারত প্রকাশ করিয়াও ব্যাস চিত্তের প্রসন্নতা লাভ করিতে সমর্থ হইলেন না। তাঁহার প্রাণের শ্রেষ্ঠ আকাঙ্ক্ষা জনগণের পরম মঙ্গলের পথ আবিষ্কার করা। এই পথটি সকলের সমীপে অতি অনায়াস লব্ধ হউক, এই তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধনার উদ্দেশ্য। তাহার সাধনা সার্থক হইল—লোকগুরু ভক্তিরসিক দেবর্ষি নারদের উপদেশে সমাধির আনন্দে ভগবানের মহামহিমা সন্দর্শনে। তিনি গুরু নারদের আদেশে ভগবানের আনন্দলীলা কথা রসপুষ্ট শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণ প্রকাশ করিলেন। তিনি বলিলেন--

যৎ কৃতে দশভিবর্ষৈ স্ত্রেতায়াং হায়নেন তৎ।
দ্বাপরে তচ্চ মাসেন হ্যহোরাত্রেণ তৎকলৌ॥
তপসো ব্রহ্মচর্যস্য জপাদেশ্চ ফলং দ্বিজাঃ।
প্রাপ্নোতি পুরুষস্তেন কলিঃ সাধ্বিতি ভাষিতম্॥
ধ্যায়ন্ কৃতে যজন্ যজ্ঞৈস্ত্রেতায়াং দ্বাপরেঽর্চয়ন্।
যদাপ্নোতি তদাপ্নোতি কলৌ সংকীর্ত্ত্য কেশবম্॥

বিষ্ণু পুঃ ৬।২।১৫-১৭

সত্যযুগে যাহা দশবৎসরের সাধন লভ্য উহা লাভ করিতে ত্রেতা-যুগে মাত্র একবৎসরকাল প্রয়োজন। দ্বাপরযুগে উহা একমাসেই সিদ্ধ হয় আবার কলিকালে এক অহোরাত্রের সাধনায় সেই দুর্লভ ফল পাওয়া যাইতে পারে। মানুষ কলিকালে এই অল্প সময়েই তপস্যা ব্রহ্মচর্য্য জপাদির ফল পাওয়া যায় বলিয়া কলিকাল প্রশংসিত হইয়াছে।

সত্যযুগে ধ্যানে ত্রেতাযুগে যজ্ঞে এবং দ্বাপর যুগে অর্চ্চনা করিয়া যে ফল লাভ হয় কলিকালে কেশব শ্রীহরি কীর্ত্তনেই সেই ফল লাভ হয়।

ন চাত্মানং প্রশংসেদ্বা পরনিন্দাং চ বর্জয়েৎ ।
বেদনিন্দাং দেবনিন্দাং প্রযত্নেন বিবর্জয়েৎ ॥

আত্মপ্রশংসা করিবে না। পরের নিন্দা ত্যাগ করিবে। বেদ নিন্দা ও দেব নিন্দা যত্ন পূর্ব্বক বর্জ্জন করিবে।

তুষ্ণীমাসীত নিন্দায়াং ন ব্রূয়াৎকিঞ্চিদুত্তরম্ ।
কর্ণৌ পিধায় গন্তব্যং ন চৈনমবলোকয়েৎ ॥

নিন্দা কথা শুনিলে কোনো উত্তর না দিয়া কণ্ঠ বন্ধ করিয়া চলিয়া যাইবে ফিরিয়া দেখিবে না।

বিবাদং স্বজনৈঃ সার্ধং ন কুর্য্যাদ্বৈ কদাচন ।
ন পাপং পাপিনাং ব্রূয়াদপাপং বা দ্বিজোত্তমাঃ ॥

পদ্ম পুঃ ৫৫ অধ্যায়

স্বজনের সহিত কখনও বিবাদ করিবে না! হে বিপ্রগণ, পাপী গণের পাপ বা পুণ্য কিছুই বলিবেন না।

সর্ব্বতীর্থময়ীমাতা সর্ব্বদেবময়ঃ পিতা ।
মাতরং পিতরং তস্মাৎ সর্ব্বযত্নেন পূজয়েৎ ॥
মাতরং পিতরং চৈব যস্তু কুর্য্যাৎ প্রদক্ষিম্ ।
প্রদক্ষিণীকৃত্য তেন সপ্তদ্বীপা বসুন্ধরা ॥

পদ্মপু সৃষ্টিখণ্ড ৪৭ অধ্যায়

মাতা সর্ব্বতীর্থ স্বরূপিনী। পিতা সর্ব্বদেবতার প্রতীক। অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে মাতা ও পিতার আদর করিবে। মাতা ও পিতাকে যে প্রদক্ষিণ করে সে সপ্তদ্বীপ বসুন্ধরাকে প্রদক্ষিণ করিয়াছে।

গতিং চিন্তয়তাং বিপ্রাস্তূর্ণং সামান্যজন্মনাং।
স্ত্রীংপুংসামীক্ষণাদ্‌যস্মাদ্‌ পাপং ব্যপোহতি॥
গঙ্গেতি স্মরণাদেব ক্ষয়ং যাতি চ পাতকম্‌।
কীর্ত্তনাদতি পাপানি দর্শনাদ্‌ গুরু কল্মষম্‌॥
স্নানাৎ পানাচ্চ জাহ্নব্যাং পিতৄণাং তর্পণাৎ তথা।
মহাপাতকবৃন্দানি ক্ষয়ং যান্তি দিনে দিনে॥
গঙ্গা গঙ্গেতি যো ব্রুয়াদ্‌ যোজনানাং শতৈরপি।
মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যো বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি॥

পদ্ম পুঃ স্বঃ ৬০ অধ্যায়

অতি সাধারণ জীবের অসহায় গতি দর্শন করিয়া গঙ্গা স্ত্রী পুরুষ নির্ব্বিশেষে দর্শন মাত্র তাহাদিগের পাপ দূর করিয়া দেন। গঙ্গা স্মরণে পাপ দূর হয়, কীর্ত্তনে অনেক পাপ যায়, দর্শনে গুরুপাপও ধ্বংস হয়। প্রতিদিন স্নান, পান বা পিতৃতর্পণে মহাপাতক দূর হইয়া যায়। শতযোজন দূর হইতেও 'গঙ্গা গঙ্গা' বলিলে সকল পাপমুক্ত হইয়া উচ্চারণকারী বিষ্ণুলোকে গমন করিতে সমর্থ হয়।

শ্রীশুকদেব

ব্যাসপুত্র শুকদেবের জন্ম সম্বন্ধে বিচিত্র প্রসঙ্গ পুরাণে দেখিতে পাওয়া যায়। যদিও একটি প্রসঙ্গের সঙ্গে অপরটির ভেদ আছে যথেষ্ট তথাপি তিনি যে ব্যাসের পুত্র এবং ভাগবত উপদেষ্টা শ্রেষ্ঠ এ সম্বন্ধে আর মতানৈক্য নাই। কল্পান্তর মানিয়া লইয়া কোনো কল্পে কোনো বিশেষ ভাবে ইঁহার আবির্ভাব এই কথাই আমাদের মানিয়া লইতে হয়।

বাদরায়ণ ব্যাস পৃথ্বী, অগ্নি ও জলের মত ধৈর্য্য ও বীর্যশালী পুত্র পাইবার জন্য পত্নী বটিকাকে লইয়া সুমেরু পর্ব্বত শৃঙ্গে উমাশঙ্করের উদ্দেশ্যে আরাধনা করেন। কথিত আছে ইঁহাদের তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া ভগবান শঙ্কর দর্শন দান করেন এবং তেজস্বী পুত্র লাভের বর দেন। শঙ্করের অনুগ্রহ লব্ধ পুত্র শ্রীশুকদেব। মাতৃগর্ভে অবস্থান কালে তিনি এত ক্ষুদ্রাকৃতি ছিলেন যে, তাহাতে মাতার কোনো ক্লেশ অনুভব হয় নাই। দীর্ঘ দ্বাদশ বৎসর তিনি গর্ভে ছিলেন। গর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হওয়ার জন্য সকলেরই আগ্রহ কিন্তু তিনি নাকি বলিতেন মাতৃগর্ভে থাকার সময় জ্ঞান থাকে, পরমেশ্বরে ভক্তি থাকে। ভূমিস্পর্শে মায়া আক্রমণ করে। অতএব এইভাবে থাকাই মঙ্গলজনক। দেবর্ষি নারদ আসিয়া গর্ভস্থ শুকদেবকে অনেক বুঝাইলেন। শ্রীকৃষ্ণাদেশ ও আশ্বাস বাক্য শ্রবণ করাইলেন। ভূমিষ্ঠ হইলেও শুকদেবকে মায়া স্পর্শ করিবে না। আবার অন্যত্র বর্ণনা আছে, ভগবান নিজেই দর্শন দান করিয়া শুকদেবকে মায়া স্পর্শ সম্বন্ধে আশ্বাস প্রদান করিলে শুক মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইলেন। জন্মগ্রহণের পরই তিনি তপস্যার নিমিত্ত বনের পথে চলিয়া যান। সুন্দর সুকুমার পুত্রকে সংসার বিরাগী হইয়া চলিয়া যাইতে দেখিয়া ব্যাসদেব ব্যাকুল। তিনি পুত্রের অনুসরণ করিয়া 'হা পুত্র ফিরিয়া এস' বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন।

পথিপার্শ্বে এক সরোবরে দেবকন্যাগণ জল বিহার করিতেছিল। শুকদেব তাহাদের সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেলেও তাহাদের কোনো সঙ্কোচের ভাব দেখা গেলনা। কিন্তু সেই পথে ব্যাসদেব অগ্রসর হইলে দেবকন্যারা অতিশয় সঙ্কুচিত হইয়া বস্ত্রাবৃত দেহে অবস্থান করিলেন। ব্যাস এই ব্যবহার দেখিয়া তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন আমার পুত্র খুব সুন্দর নগ্ন মূর্ত্তি সে এই পথে যাইবার সময় তোমরা সঙ্কুচিত হইলে না, আর আমি বৃদ্ধ তপস্বী আমাকে দেখিয়া তোমাদের

সঙ্কোচের কারণ কি বুঝিতে পারিতেছি না। দেবকন্যারা উত্তরে বলিলেন—"ঋষিপ্রবর, আপনি বৃদ্ধ কিন্তু আপনার স্ত্রী পুরুষ ভেদদৃষ্টি আছে, আপনার যুবক পুত্র হইলে কি হয়, তিনি যে ব্রহ্মানন্দে মগ্নতা হেতু দেহভেদ জ্ঞান রহিত হইয়াছেন। তিনি যেদিকে দৃষ্টিপাত করেন ব্রহ্মময় দর্শন করেন। কাজেই এরূপ নির্ম্মলচিত্ত ব্যক্তির সমীপে আমাদের লজ্জার উদয় হয় নাই। তাহাদের কথা শুনিয়া ব্যাস বুঝিলেন, এরূপ ভাবমগ্ন সাধু পুত্রকে আর ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা বৃথা।

ব্যাসের সমাধিলব্ধ সত্য-বিজ্ঞানের উপযুক্ত পাত্র শ্রীশুক। এই মহাভাবুক ভিন্ন ভগবানের মহিমা আর কে জগতে প্রচার করিবে? ব্যাস আশা ছাড়িলেন না। তিনি আত্মারাম মুনিগণেরও পরমাকর্ষক ভগবদ্ গুণানুবাদে শ্রীশুককে নিরত করিবার উপায় ভাবিতেছিলেন। ব্যাস তাঁহার কোনো এক শিষ্যদ্বারা ভগবানের মহিমা বর্ণনাত্মক শ্লোকাবলী যাহাতে শুকদেবের কর্ণগোচর হয় তাহার ব্যবস্থা করিলেন। ব্রহ্মজ্ঞানে নিষ্ঠ শুকদেব যখন সেই ভগবানের মাধুর্য্য-বর্ণনা-শ্লোক শুনিলেন তাহার মন আসক্ত হইল ভগবানের গুণে। তিনি ফিরিয়া আসিলেন, সেই শ্লোককর্ত্তা ব্যাসের কাছে। একে একে ভাগবতের আদ্যোপান্ত সব শ্লোক তিনি অধ্যয়ন করিলেন আর হরির গুণে প্রমত্ত হইলেন। এখন শুকের মুখে হরিকথা ভিন্ন আর কোনো কথা নাই।

শুকদেব অরণিকাষ্ঠ সম্ভূত বলিয়া হরিবংশে বর্ণনা আছে। ইঁহাকে শ্রীরাধারাণীর প্রিয় লীলাশুক বলা হয়। শুকদেব নিত্য ষোড়শ বর্ষের যুবার মত অতি সুন্দর আকৃতি, শ্যামবর্ণ, কুঞ্চিত কেশ, সদা সহাস্যবদন, কমললোচন, সর্ব্বাবয়বে সৌন্দর্য্যশালী, ও আনন্দময়।

মহারাজ পরীক্ষিৎ ব্রহ্মশাপগ্রস্ত হইয়া গঙ্গাতীরে প্রায়োপবেশন করিলে শুকদেবই তাঁহার সমীপে শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণ-কথা সপ্তাহ

কাল শ্রবণ করান। শুকদেবের শ্রীমুখে ভাগবতের যে রসাস্বাদ উহার মহিমা স্বয়ং পুরাণ কর্ত্তা ব্যাসদেবও কীর্ত্তন করিয়াছেন। নিজের পুত্রকে তিনিই ভাগবত শিক্ষা দান করিয়াছেন। আবার তাহারই মুখে ভাগবত-কথা শুনিয়া নিজেই মুগ্ধ হইয়াছেন। তিনি বলেন—

শ্রীহরিকথা ও কীর্ত্তন কর্ত্তব্য

দেহাপত্য কলত্রাদিষাত্মসৈন্যেষসৎস্বপি।
তেষাং প্রমত্তো নিধনং পশ্যন্নপি ন পশ্যতি॥
তস্মাদ ভারত সর্ব্বাত্মা ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ স্মর্ত্তব্যশ্চেচ্ছতাভয়ম্॥

ভাঃ ২।১।৪-৫

নিজের বান্ধব সৈন্য বলিয়া দেহ পুত্র কলত্র প্রভৃতি যাহাদের দেখিতেছ তাহারা সকলেই মিথ্যা পিতৃ পিতামহাদির বিনাশ দৃষ্টান্তে ও দেহ প্রভৃতির বিনাশ দেখিয়াও গৃহাসক্ত ব্যক্তিরা সেই বিষয়ে কিছুই অনুসন্ধান করে না।

অতএব, হে ভরতবংশজাত পরীক্ষিৎ, যে ব্যক্তি সর্ব্বপ্রকারে ভয় হইতে নিস্তার লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহার অবশ্য কর্ত্তব্য শ্রীহরির শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ করা।

পিবন্তি যে ভগবত আত্মনঃ সতাং
কথামৃতং শ্রবণপুটেষু সম্ভৃতম্।
পুনন্তি তে বিষয় বিদূষিতাশয়ং
ব্রজন্তি তচ্চরণ সরোরুহান্তিকম্॥

ভাঃ ২।২।৩৭

সাধুগণের আত্মার জ্ঞান প্রকাশক শ্রীভগবানের কথামৃত যাঁহারা শ্রবণ পাত্রে ধরিয়া পান আস্বাদন করেন তাহাদের বিষয় বিদূষিত অন্তরও বিশুদ্ধতায় পূর্ণ হইয়া উঠে এবং তাঁহারা শ্রীভগবানের শ্রীচরণ কমল সান্নিধ্য লাভ করেন।

বাসুদেব কথা প্রশ্নঃ পুরুষাং স্ত্রীন্ পুনাতি হি।
বক্তারং পৃচ্ছকং শ্রোতৃং স্তৎপাদ সলিলং যথা॥

শ্রীভাঃ ১০।১।১৬

ভগবান বাসুদেবের কথা—প্রশ্ন, বক্তা, জিজ্ঞাসু, প্রশ্নকর্তা ও আনুষঙ্গিক শ্রোতা ত্রিবিধ জনকে পবিত্র করে। তাহার দৃষ্টান্ত ত্রিলোকপাবনী তাঁহার পাদ স্পৃষ্ট জলধারা গঙ্গা।

যস্তূত্তমশ্লোক গুণানুবাদঃ
সংগীয়তে (প্রস্তূয়তে) ঽভীক্ষ্মমমঙ্গলঘ্নঃ।
তমেব নিত্যং শৃনুয়াদ ভীক্ষ্ণং
কৃষ্ণেঽমলাং ভক্তিপসমানঃ॥

শ্রীমদ্ভাঃ ১২।৩।১২

যিনি শ্রীকৃষ্ণে নির্মলা ভক্তি লাভ করিতে ইচ্ছা করেন তাহার জন্ম পরম শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য প্রতিদিন নিয়মিত ভাবে সকল অমঙ্গল বিনাশকারী ভগবান উত্তমশ্লোক শ্রীকৃষ্ণের গুণানুবাদ কীর্ত্তন করা এবং তাঁহার গুণানুবাদ শ্রবণ করা।

বিদ্যাতপঃ প্রাণনিরোধ মৈত্রী
তীর্থাভিষেক ব্রতদান জপ্যৈঃ।
নাত্যন্তশুদ্ধিং লভতেঽন্তরাত্মা
যথা হৃদিস্থে ভগবত্যনন্তে॥

শ্রীভাঃ ১২।৩।৪০

ভগবান অনন্তদেব হৃদয়স্থ হইলে অন্তরাত্মা যেরূপ বিশুদ্ধি লাভ করে এরূপ ভাবে বিদ্যা তপস্যা প্রাণায়াম মৈত্রী তীর্থস্নান ব্রত দান জপ প্রভৃতি কোনো সাধনেই হয় না।

সংসার সিন্ধুমতি দুস্তর মুত্তিতীর্ষো—
নান্যঃ প্লবো ভগবতঃ পুরুষোত্তমস্য।
লীলাকথারস নিষেবণ মন্তরেণ
পুংসো ভবেদ্ বিবিধ দুঃখ দবার্দিতস্য ॥

ভাঃ ১২।৪।৩৯

বিবিধ দুঃখ দাবানলে অত্যন্তক্লিষ্ট জীব যদি এই অতি দুস্তর সংসার সমুদ্রের পারে যাইতে ইচ্ছা করে, তাহার সমীপে পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবানের লীলা কথা রস সেবা ভিন্ন আর কোনো উপায় নাই।

স্নেহাধিষ্ঠানবর্ত্ত্যগ্নিসংযোগো যাবদীয়তে।
তাবদ্ দীপস্য দীপত্বমেবং দেহকৃতো ভবঃ ॥
রজঃ সত্ত্বতমোবৃত্ত্যা জায়তেঽথ (বোত) বিনশ্যতি
ন তত্রাত্মা স্বয়ং জ্যোতির্যো ব্যক্তা ব্যক্তয়োঃ পরঃ।
আকাশ ইব চাধারো ধ্রুবোঽনন্তোপমস্ততঃ ॥

ভাঃ ১২।৫।৭-৮

যতক্ষণ তেল ও তাহার আধার দীপটির সংযোগ যতক্ষণ বর্ত্তি (সল্‌তে) ও অগ্নির সংযোগ ততক্ষণই প্রদীপের প্রদীপত্ব। এইরূপ সত্ত্ব, রজ ও তম বৃত্তির দ্বারা শরীরের সঙ্গে চেতনাত্মার সংযোগ যতক্ষণ ততক্ষণই তাহাকে জীব বলা যায় এবং তাহার জন্ম ও মৃত্যু বলা যায়। স্বয়ং জ্যোতি আত্মার জন্ম বা মৃত্যু নাই তিনি ব্যক্ত স্থূলরূপ ও অব্যক্ত সূক্ষ্মস্বরূপ এই দ্বন্দ্ব অবস্থার অতীত। তিনি আকাশের মত ব্যাপক সর্ব্বাধার অথচ নির্বিকার ধ্রুব অনন্ত ও উপমারহিত।

এবং স্বচিত্তে স্বত এব সিদ্ধ
আত্মা প্রিয়োঽর্থো ভগবাননন্তঃ।
তং নির্বৃতো নিয়তার্থো ভজেত
সংসার হেতু পরমশ্চ যত্র ॥

(শ্রীভাঃ ২।২।৪৬)

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে বিচারদ্বারা লৌকিক বিষয়ে বিরক্ত হইয়া আপন চিত্তে স্বতঃ সিদ্ধ আত্মার সেবা করা কর্ত্তব্য। তিনি প্রিয় আত্মা সত্য স্বরূপ অনন্তরূপ সর্ব্বগুণসম্পন্ন ভগবান তাঁহার প্রতি সংযত হইয়া মনোধারণ করিলে পরমানন্দ পূর্ণ হওয়া যায় এবং ইহা হইতে সংসারের মূল অবিদ্যার নাশ হয়।

মহর্ষি জৈমিনির শিক্ষা শ্রদ্ধা

শ্রদ্ধা ধর্ম্মসুতা দেবী পাবনী বিশ্বভাবিনী।
সাবিত্রী প্রসবিত্রী চ সংসার্ণবতারিণী ॥
শ্রদ্ধয়া ধ্যায়তে ধর্ম্মো বিদ্বদ্ভিশ্চাত্মবাদিভিঃ।
নিষ্কিঞ্চনাস্তু মুনয়ঃ শ্রদ্ধাবন্তো দিবং গতাঃ ॥

(পদ্মপুঃ ৯৪।৪৪-৪৬)

ধর্ম্মের কন্যা শ্রদ্ধা দেবী ইনি পবিত্রকারিণী ও বিশ্বভাবিণী। ইনিই সাবিত্রী প্রসবিত্রী ও সংসার-সমুদ্র-তারিণী বিদ্বান্ পরমাত্মবাদী সাধুগণ শ্রদ্ধার সহিত ধর্ম্মের ধ্যান করেন। নিষ্কিঞ্চন মুনিগণ শ্রদ্ধাবান হইয়া দিব্য লোকে গমন করিয়াছেন।

ততঃ পরেষাং প্রতিকূলমাচরন্ প্রয়াতিঘোরং নরকং
সুদুঃখদম্।

সদানুকূলস্থ নরস্য জীবিনঃ সুখাবহা মুক্তিরদূর

সংস্থিতা ॥

পদ্মপুরাণ ৯৬।৫২

অপরের সঙ্গে প্রতিকূলতা আচরণের ফল অত্যন্ত দুঃখদায়ক ঘোর নরক ভোগ। অনুকূল ভাবাযুক্ত ব্যক্তির জীবন সুখময় এবং মুক্তি তাহার অনতি দূরে অবস্থিত।

মহর্ষি সনৎকুমার সুজাতের উপদেশ

ক্রোধঃ কামো লোভমোহৌ বিধিৎসা
কৃপাসূয়ে মানশোকৌ স্পৃহা চ।
ঈর্ষ্যা জুগুপ্‌সা চ মনুষ্য দোষা
বর্জ্যাঃ সদা দ্বাদশৈতে নরাণাম্‌।

(১) ক্রোধ (২) কাম (৩) লোভ (৪) মোহ (৫) বিধিৎসা (৬ কৃপা (৭) অসূয়া (৮) মান (৯) শোক (১০) স্পৃহা (১১) ঈর্ষ্যা ও (১২) জুগুপ্‌সা এই দ্বাদশ দোষ মানুষের সর্ব্বদা পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

একৈকঃ পর্যুপাস্তে হ মনুষ্যান্ মনুজর্ষভ।
লিপ্‌স মানোহন্তরং তেষাং মৃগাণামিব লুব্ধকঃ ॥

হে মানব শ্রেষ্ঠ ইহাদের যে কোনে একটির লোভে মানুষ বিনষ্ট হয় ব্যাধ যেমন এক বাণেই পশুর হত্যা করে।

বিকত্থনঃ স্পৃহয়ালুর্ম্মনস্বী
বিভ্রৎকোপং চপলোহরক্ষণশ্চ।
এতান্‌পাপাঃ ষণ্নরাঃ পাপধর্ম্মান
প্রকুর্ব্বতে নো ত্রসন্তঃ সুদুর্গে ॥

সম্ভোগ সংবিদ বিষমোহাতি মানী
দত্তানুতাপী কৃপণী বলীয়ান।
বর্গ প্রশংসী বনিতাসু দ্বেষ্টা
এতে পরে সপ্ত নৃশংস বর্গাঃ॥

মহা ভাঃ উদ্যোগ ৪৩।১৬-১৯

মহর্ষি বৈশম্পায়ন – গুণ দোষ সংসর্গের ফল

বস্ত্রমাপস্তিলান ভূমিং গন্ধো বাসয়তে যথা।
পুষ্পাণামধিবাসেন তথা সংসর্গজা গুণাঃ॥

(মহাবন ১।২৩)

বস্ত্র জল তিল অথবা ভূমিকে যেমন সুগন্ধি পুষ্প তাহার গন্ধযুক্ত করিয়া দেয় সেইরূপ গুণকে সংসর্গজ বলিয়াই জানিবে। সাধু সঙ্গে সৎগুণের অধিকারী হওয়া যায়।

মানসং শময়েত্তস্মাজ্‌ জ্ঞানেনাগ্নিমিবাম্বুনা।
প্রশান্তে মানসে হ্যস্য শরীরমুপ শাম্যতি॥

(মহাবন ২।১৫)

যেরূপ জল দ্বারা অগ্নি প্রশমিত করা হয় সেইরূপ মনের বাসনাকে জ্ঞান দ্বারা উপশান্ত করিবে মন প্রশান্ত ভাবযুক্ত হইলে শরীরও শান্ত হয়।

মুদ্‌গল

শ্রীরামচন্দ্র দক্ষিণ সাগরের যে স্থানে সেতুবন্ধন করেন সেই স্থানে প্রাচীনকালে এক ভক্ত সাধু বাস করিতেন তাহার নাম ছিল মুদ্‌গল। ইনি নিয়মিত ভাবে প্রতিদিন বেদোক্ত বিধানানুসারে যাগ যজ্ঞের অনুষ্ঠান

করিতেন।৹ তাঁহার যজ্ঞনিষ্ঠা দর্শনে সন্তুষ্ট ভগবান গরুড়াসনে উপবিষ্ট হইয়া একদিন সাক্ষাৎ তাহার যজ্ঞস্থলে উপস্থিত। মুদ্‌গল আনন্দে আত্মহারা। ভগবান বলেন, আমি তোমার যজ্ঞে হবিঃ গ্রহণ করিবার জন্য আসিয়াছি। মুদ্‌গল ভক্তি ভরে ভগবানের স্তব করিয়া বলেন—তোমার বহুরূপে অবতার লীলা জীবের প্রতি পরম করুণার নিদর্শন। হে সচ্চিদানন্দময় তোমাকে প্রণাম করি। তুমি আমাকে রক্ষা কর। আমি সর্ব্বপ্রকারে অযোগ্য হইলেও তোমার করুণার পাত্র। আমার সকল দোষ দূর করিয়া আমাকে অনন্য ভক্তির পথে অগ্রসর হইবার সাহস প্রদান কর। প্রসন্ন ভগবান মুদ্‌গলের পূজা পাইয়া যজ্ঞশালায় যজ্ঞে হবি ভোজন করিয়া মুদ্‌গলকে বর প্রদান করিবার জন্য ইচ্ছা করিলেন। মুদ্গল বলেন—প্রভু যদি বর দিতে ইচ্ছা হইয়া থাকে আমার দুটি প্রার্থনীয় বিষয় পূর্ণ করিতে হইবে। প্রথমত আমার হৃদয়ে যেন তোমার প্রতি অকপট ভক্তি চিরদিন বর্ত্তমান থাকে। দ্বিতীয়তঃ আমি যেন প্রতিদিন আপনার স্বরূপাভিন্ন অগ্নিকুণ্ডে দুগ্ধ দ্বারা হবন করিতে পারি। এই আমার প্রার্থনীয় দুটি বর।

মহর্ষি মুদ্‌গলের প্রার্থনা পূর্ণ করিবার নিমিত্ত ভগবানের নির্দ্দেশে বিশ্বকর্মা সেই যজ্ঞশালার সমীপে একটি সরোবর নির্মাণ করিলেন। ভগবানের আদেশে সুরভি গোমাতা প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যায় সেই সরোবর গোদুগ্ধদ্বারা পূর্ণ করিয়া দেন। মুদ্‌গল আজীবন ভগবৎ কৃপায় ভক্তি পূর্ব্বক যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিয়া দেহ ত্যাগ করিলে ভগবৎ চরণে মিলিত হন। এই সরোবর ক্ষীরসাগর নামে প্রসিদ্ধতীর্থরূপে অদ্যাবধি মহর্ষি মুদ্‌গলের সাধনার কথা স্মৃতি পটে জাগ্রত করিয়া রাখিয়াছে।

মর্হিষ মুদ্গল বলেন—

পতনান্তে মহাদুঃখং পরিতাপঃ সুদারুণঃ।
স্বর্গভাজশ্চরন্তীহ তস্মাৎ স্বর্গং ন কাময়ে॥

যত্র গত্বা ন শোচন্তি নব্যথন্তি চরন্তি বা।
তদহং স্থানমত্যন্তং মার্গয়িষ্যামি কেবলম্ ॥

(মহাবন ২৬১।৪৩-৪৪)

স্বর্গ হইতে বিচ্যুত হওয়ার পর অত্যন্ত দুঃখ এবং সুদারুণ পরিতাপ অতএব স্বর্গের কামনা করিনা। যেখানে গেলে শোক ব্যথা আর থাকে না সেই স্থান কেবল অন্বেষণ করি আর কোন স্থান নয়।

•

মৈত্রেয়

মৈত্রেয় মুনি পরাশরের শিষ্য এবং বেদব্যাসের সখা। বিষ্ণুপুরাণের প্রধান শ্রোতা মৈত্রেয়। ইহার পিতার নাম মিত্র। মৈত্রেয় মুনির বাক্য হইতে জানা যায়, তিনি কিরূপ গুরু ভক্ত ছিলেন। পরাশরকে তিনি বলেন— গুরুদেব, আপনার নিকট আমি সম্পূর্ণ বেদ, বেদাঙ্গ ও ধর্মশাস্ত্র সকল অধ্যয়ন করিয়াছি আমার বিপক্ষদলও আপনার কৃপায় বলিতে পারিবেনা যে কোনো একটি শাস্ত্র আমার পড়া হয় নাই। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কৃপা পাত্রগণের মধ্যে মৈত্রেয় মুনিও একজন। কেন না ইহাকে অধিকারী বুঝিয়া নিজের স্বরূপ জ্ঞান ভগবান মর্ত্ত্য-লীলা সঙ্গোপনের পূর্ব্বে ইহাকে সমর্পণ করেন। উদ্ধব মহোদয়ের সঙ্গে মৈত্রেয় মুনির মিলন প্রসঙ্গ একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা। প্রভাসক্ষেত্রে বৃহৎ অশ্বত্থবৃক্ষমূলে সরস্বতী নদীর তীরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উপবিষ্ট। উদ্ধব ভগবানকে এই ভাবে দর্শন করিলেন। সেই সময় মৈত্রেয় মুনিও সেখানে আসিয়া মিলিত হইলেন। ভগবান তখন তাঁহাকে বিবিধ তত্ত্ব সম্বন্ধে বিচিত্র জ্ঞান উপদেশ করিয়া আজ্ঞা করিলেন, এই তত্ত্ব জ্ঞান যেন মহাত্মা বিদুরও লাভ করিতে পারেন। উদ্ধবের সঙ্গে মিলিত হইয়া তীর্থপর্য্যটন ব্যপদেশে বিদুর যখন সেই কথা শুনিতে পাইলেন

তিনি অত্যন্ত হর্ষভরে মৈত্রেয় মুনির আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বিদুরের জিজ্ঞাসার উত্তরে মৈত্রেয় মুনি ভগবানের সমীপে যেরূপ জ্ঞানের উপদেশ পাইয়াছেন উহা তাহাকে যথাযথ উপদেশ করিলেন। শ্রীমদ্-ভাগবতে তৃতীয় স্কন্ধে বিদুর মৈত্রেয় সংবাদে এই উপদেশ সংগৃহীত আছে।

একান্ত লাভ

একান্তলাভং বচসো নু পুংসাং
সুশ্লোকমৌলে গুর্ণবাদ মাহুঃ।
শ্রুতেশ্চ বিদ্বদ্ভিরুপাকৃতায়াং
কথাসুধায়ামুপসম্প্রয়োগম্ ॥

(শ্রীমদ্ভা ৩।৬।৩৩)

মৈত্রেয় বলেন পুণ্যকীর্ত্তি ভগবানের গুণানুবাদ কীর্ত্তনই মানবের বাক্য সম্বন্ধে একান্ত লাভ। অন্য পণ্ডিত কর্তৃক উপদিষ্ট ভগবৎ কথা সুধা গ্রহণে কর্ণকে তাহার কাছে নিযুক্ত করাই শ্রবণেন্দ্রিয়ের সার্থকতা।

অশেষ সংক্লেশ শমং বিধত্তে
গুণানুবাদ শ্রবণং মুরারেঃ।
কুতঃ পুনস্তচ্চরণারবিন্দ
পরাগসেবারতি রাত্মলব্ধা ॥

শ্রীমদ্ভা ৩।৭।১২-১৪

সেই মুরারি ভগবানের গুণানুবাদ শ্রবণ অশেষ ক্লেশ উপশমিত করে যদি তাঁহার পাদপদ্ম মকরন্দ সেবা বিষয়ে রতি লাভ হয় তাহা হইলে আর কি বাকি থাকে।

কণ্ডু

গোমতী নদীর তীরে এক রমণীয় আশ্রম। মহামুনি এই আশ্রমে তপস্যা করেন। তাঁহার কঠোর সাধনা। গ্রীষ্ম-বর্ষা-শীত সর্ব্বকালেই তাহার কৃচ্ছ্র সাধনা চলে নির্বাধরূপে। বহুদিন তপস্যায় তাহার বহুপ্রকার শক্তি লাভ হইয়াছে। দেবরাজ ইন্দ্র মনে করেন বুঝি স্বর্গরাজ্য ভোগের জন্যই এই সাধনা। তিনি অপ্সরা নৃত্যগীত ভোগের সামগ্রীদ্বারা তপস্বী সাধনা ভঙ্গ করিবার জন্য কৃত সঙ্কল্প।

কণ্ডুমুনি তাহার তপস্যায় গৌরব অনুভব করিতেন। তাহার পরমেশ্বর নির্ভরতা হয়তো ছিলনা। তাই ইন্দ্রের প্রেরিত প্রম্লোচা অপ্সরার আকর্ষণে তাহার তপোভঙ্গ হইল। এই সঙ্গশক্তি তাহাকে দীর্ঘকাল মুগ্ধ করিয়া রাখিল। কেমন করিয়া দিনগুলি কাটিয়া যায় কিছুই তাহার জ্ঞান নাই। নিশিদিন ভোগাসক্তি তাহাকে অন্ধ করিয়া রাখিয়াছে। শত বর্ষ অতীত হইয়া গেল। একদিন পূর্ব্ব পুণ্যফলে তাহার স্মৃতি জাগরূক হইয়া উঠিল। সূর্য্যাস্ত হওয়ায় সঙ্গে শীঘ্রগতিতে তিনি কুটিরের বাহিরে যাইতেছেন। প্রম্লোচা বলে এই সন্ধ্যায় অত ব্যস্ততা কেন কোথায় যাইতেছ? কণ্ডু বলেন—সূর্য্যাস্ত হইল সন্ধ্যাবন্দনা করিতে যাই। প্রম্লোচা বলে—প্রতিদিনই সূর্য্যাস্ত হয় আরতো কখনো সন্ধ্যা করিতে যাইতে দেখি নাই। আজই কি শত বর্ষ পড়ে নতুন সূর্য্য অস্ত যায়।

কণ্ডু আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলেন—তুমি কি বল। এই আজ সকালেই তো তুমি আশ্রমে আসিয়াছ। তুমি আসার পর আরতো সন্ধ্যা হয় নাই।

মুনি তখন বুঝিতে পারিলেন ভোগাসক্ত ব্যক্তির কি দুর্দ্দশা। তিনি অসৎ সঙ্গ ত্যাগ পূর্ব্বক আত্মনিন্দা দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত করিলেন। তিনি

জগন্নাথ ক্ষেত্রে চলিয়া গেলেন। ভগবানের নাম ও তাঁহার রূপ ধ্যানে তিনি তাঁহার অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করেন।

শরণাগতি সম্বন্ধে তাঁহার প্রার্থনা

সংসারেঽস্মিন্ জগন্নাথ দুস্তরে লোমহর্ষণে।
অনিত্যে দুঃখবহুলে কদলীদলসংনিভে॥
নিরাশ্রয়ে নিরালম্বে জলবুদ্বুদ চঞ্চলে।
সর্বোপদ্রব সংযুক্তে দুস্তরে চাতি ভৈরবে॥
ভ্রমামি সুচিরং কালং মায়য়া মোহিতস্তব।
ন চান্তমধিগচ্ছামি বিষয়াসক্ত মানসঃ॥
ত্বামহং চাদ্যদেবেশ সংসার ভয় পীড়িতঃ।
গতোঽস্মি শরণং কৃষ্ণমামুদ্ধর ভবার্ণবাৎ॥
গন্তুমিচ্ছামি পরমং পদং যত্তে সনাতনম্।
প্রসাদাত্তব দেবেশ পুনরাবৃত্তি দুর্লভম্॥

(ব্রহ্ম পুঃ ১৭৮।১৭৯-১৮৩)

হে জগন্নাথ, এই রোমাঞ্চকর দুস্তর কদলীদলের ন্যায় সারহীন দুঃখবহুল অনিত্য আশ্রয়হীন অবলম্বনহীন অত্যন্ত ভয়ঙ্কর এই সংসারে দীর্ঘকাল তোমার মায়ায় মোহিত হইয়া ভ্রমণ করিতেছি। বিষয়াসক্ত মন আমি কিছুতেই সংসারের পার পাইতেছিনা। ভয় পীড়িত হইয়া তাই আজ হে দেবেশ কৃষ্ণ, তোমার চরণে শরণ গ্রহণ করিতেছি। তুমি আমাকে সংসার সমুদ্র হইতে উদ্ধার কর। তোমার কৃপায় তোমার সনাতন পরম পদে যাইতে চাই। যেখানে গেলে আর ফিরিয়া আসিতে হয় না।

সূত

সূত একটি জাতির উপাধি। পুরাণ বক্তা প্রসিদ্ধ সূত রোমহর্ষণ। তাঁহার এই নামটি অর্থদ্যোতক সার্থক। ইঁহার কথা শুনিলে স্বাভাবিক ভাবেই শরীর শিহরিত হইয়া উঠিত, তাই হয়তো ইঁহার নাম ছিল রোমহর্ষণ। ইনি ছিলেন ব্যাসদেবের অন্যতম প্রধান শিষ্য। পুরাণ প্রচারের ভার ইঁহার উপরই ছিল। • তিনি যখন যেখানে যাইতেন সহস্র সহস্র ঋষি উৎকণ্ঠিত ভাবে তাঁহার কথা শুনিতে বসিতেন। প্রশ্নের পর প্রশ্ন উঠিত আর রোমহর্ষণ তাহার বর্ণন নৈপুণ্যের বিষয় গৌরবে ঐতিহ্য ও সাধনার বলে সেই সব প্রশ্নের সকলজন গ্রাহ্য সমাধান করিয়া দিতেন। নৈমিষারণ্যে সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ঋষিসঙ্ঘে প্রধান পুরাণ বক্তা নিখিল পুরাণ শাস্ত্র সিদ্ধান্ত উপাখ্যান ও শিক্ষার প্রচার করিয়াছেন। ইনি ছিলেন অদ্বিতীয় বক্তা। ব্যাসাসনে বসিয়া তিনি ব্যাসের জ্ঞান বিতরণ করিতেন। জনগণ তাহাকে ব্যাস রূপেই সম্মান করিত। একদা বলদেব নৈমিষারণ্যে আগমন করিলে সকলেই তাহাকে যথোপযুক্ত আদর সম্মান অভিনন্দন করিলেন কিন্তু রোমহর্ষণ সূত ব্যসাসনে বসিয়া উপদেশ প্রদান করিতেছিলেন। তিনি আর আসন ছাড়িয়া উঠিলেন না। ইঁহাতে বলদেব ক্রুদ্ধ হইয়া লোক শিক্ষার নিমিত্ত কুশদ্বারা সূতের শিরোচ্ছেদ করিলেন। শ্রোতৃবৃন্দ হঠাৎ এই ঘটনায় অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইলেন। মুনিগণ সিদ্ধান্ত করিলেন, ব্যাসের আসনে যাহাকে উপদেষ্টারূপে বসানো হইয়াছে তাহাকে বধ করিয়া বলদেব ব্রহ্মহত্যার পাপ করিয়াছেন। তাঁহার প্রায়শ্চিত্ত করা কর্তব্য। বলদেব মুনিগণের সিদ্ধান্ত মানিয়া লইলেন। তাঁহাদের নির্দেশ অনুসারে বলদেব বহুতীর্থ পর্য্যটন করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিলেন। নৈমিষারণ্যে শ্রোতৃবৃন্দ মুনিগণ রোমহর্ষণ সূতের উপযুক্ত পুত্র উগ্রশ্রবাকে

পুরাণ বাচকরূপে নিযুক্ত করিলেন। উগ্রশ্রবা শ্রবণ বিষয়ে অত্যন্ত সাবধান ছিলেন, কাজেই পিতা ও গুরুবর্গের সমীপে যাহা শ্রবণ করিয়াছেন তাহা অতি নিষ্ঠার সহিত স্মরণ পথে রাখিয়া তিনি সাধু সজ্জন শ্রোতৃবৃন্দের সকল প্রশ্নের সমাধান করিয়া পুরাণ প্রচারে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি বলেন—

জগতের তুষ্টি বিধান কর

কলৌ নারায়ণং দেবং যজতে যঃ স ধর্মভাক্।
দামোদরং হৃষীকেশং পুরুহূতং সনাতনম্।
হৃদি কৃত্বা পরং শান্তং জিতমেব জগৎত্রয়ম্।
কলিকালোরগদংশাৎ কিল্বিষাৎ কালকূটতঃ॥
হরিভক্তি সুধাং পীত্বা উল্লঙ্ঘ্যো ভবতি দ্বিজঃ।
কিং জপৈঃ শ্রীহরের্নাম গৃহীতং যদি মানুষৈঃ॥

পদ্মপুঃ স্বর্গ ৬১।৬-৮

তত্তদেবাচরেৎকর্ম হরিঃ প্রীণাতি যেন হি।
তস্মিং স্তুষ্টে জগত্তুষ্টং প্রীণিতে প্রীণিতং জগৎ॥

ঐ ৪৩

যে ব্যক্তি কলিকালে নারায়ণকে আরাধনা করে সেই ধর্ম্মলাভ করিতে পারে। দামোদর হৃষীকেশ পুরুহূত সনাতন স্বরূপের ধ্যান-পরায়ণ শান্ত ব্যক্তি ত্রিলোক জয় করেন।

কলিকাল কালসর্পের দংশন জনিত বিষজ্বালা হইতে রক্ষা পাইতে হইলে হরিভক্তি সুধাপান করিতে হইবে। মানুষ যদি শ্রীহরিনাম গ্রহণ করে, তাহার আর অন্য জপের কি প্রয়োজন?

যে কর্ম্মানুষ্ঠানে হরির প্রীতি সেই কর্ম্মই করিবে। তিনি তুষ্ট হইলেই জগৎ তুষ্ট, তিনি প্রীত হইলে সকলেরই প্রীতি হইবে।